মালবিকা।

রহস্য নয়.…ভেবেছিলাম বলবোনা…তুমি তাকে তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী বলে গ্রহণ করেছ।…তুমি তাকে ভালবেসেছ, এই অকল্পিত বেদনার আঘাত তুমি সহ্য করতে পারবে কিনা জানি না…তোমাকে আমি স্নেহ করি, নরহত্যাকারীকে নিঃশেষে জীবন ও সম্মান সমর্পণ কর্‌বার আগে তোমাকে সব বলা কর্ত্তব্য এ আমি ভুলিনি।…তাই এই কয়দিন মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। বিজয়ও ব'লেছিল সে নিজমুখেই তোমাকে সব বল্‌বে।

সুমিত্রা

সে ব'লেছিল?…

[কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে মালবিকার মুখের দিকে চাহিয়া অঞ্চল প্রান্ত অঙ্গুলীতে জড়াইতে লাগিল।…পরে অৰ্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিতে লাগিল।]

আমার পিতাকে হত্যা ক'রেছে বিজয়…বিজয় আমার পিতৃহন্তা! ওঃ মাগো…

[দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল]

মালবিকা

আমিতো ব'লেছি সুমিত্রা আমার এই কাহিনী শোনবার মত শক্তি তোমার আজও হয়নি। আমায় ক্ষমা করো বোন।

সুমিত্রা

[উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে পদচারণা করিতে লাগিল]

ঠিক ঠিক। এত বড় অসম্ভব কাহিনী সহ্য কর্‌বার মত শক্তি আমার নেই। কিন্তু কেন সে একাজ কর্‌লে? উঃ বাবা…তোমার আদেশ পালন করিনি তাই কী তুমি আমায় এত বড় শাস্তি দিলে। তোমার শাস্তি প্রত্যাহার ক'রে নাও বাবা।…এত নিষ্ঠুর হয়োনা,…এ শাস্তি আমি সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বনা;…সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বনা।

[দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মালবিকা কথা বলিল না…সে শুধু সুমিত্রার দিকে এক অস্বাভাবিক উল্লসিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব। ধীরে ধীরে সুমিত্রা প্রকৃতিস্থ হইয়া অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে আবার বলিতে লাগিল]

কিন্তু এতদিন তুমি যা ব'লেছ সব ভুল?…সব মিথ্যে?

মালবিকা

আমার কথা সত্য সুমিত্রা।

সুমিত্রা

সত্য! সে হত্যা ক'রেছে, তুমি তাকে দেখেছ?

মালবিকা

হাঁ।

সুমিত্রা

তুমিতো ব'লেছ বাগানের অন্ধকারে কিছুই দেখা যায়নি।

মালবিকা

আমিতো ব'লেছি মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঠেছিল!

সুমিত্রা

উঃ!…কে প্রথমে গুলী ছুঁড়লে? তুমিতো বলেছ সব শুদ্ধ ছয়টা আওয়াজ হয়েছিল।

মালবিকা

ওদের দলের অনেকেই ছিলো…কিন্তু বিজয়ই প্রথম।

সুমিত্রা

[চিন্তিত ভাবে] ওদের দল?…সে তখন কোথায় ছিল?

মালবিকা

বাগানের কোণের আমগাছের পিছনে।

সুমিত্রা

সে তবে বাবার আগমন প্রতীক্ষা করছিল?

মালবিকা

অসম্ভব নয়।…ওদের দলের সঙ্গে কাকাবাবুর খুব সদ্ভাব ছিল না।…সাংঘাতিক চিঠিগুলো বোধ করি ওদেরই লেখা।…ঐ উদ্দেশ্যেই হয়তো তারা পূর্ব্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত থেকে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। কে জানে—

(ক্রমশঃ)

ডাকঘর

রূপ-ছত্র-নারী-নৃত্য-কলালয়

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (রূপশঙ্কর) একজন উদীয়মান শিল্পী। হাতের লেখায়, পায়ের খেলায় এঁর দক্ষতা দেখে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছেন। এঁর পিতা অধ্যাপক ৺মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় F. C. S.-এর নাম সুধীমণ্ডলীদের কাছে পরিচিত। পশুপতিবাবুর আর্টের শিক্ষা আরম্ভ হয় শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে। সম্প্রতি ইনি "রূপছত্র-নারী-নৃত্যকলালয়" নাম দিয়ে ৪৫ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে একটা শিক্ষামন্দির খুলেছেন। স্কুলকমিটির নেত্রী শ্রীশোভনা দেবী। শিক্ষার বিষয় মুখ্যতঃ নৃত্য; তবে, যে সব fine arts এই মূল বিষয়টির আশেপাশে থেকে এটির পূর্ণ রূপ দিয়েছে – perfect করেছে, যেমন সঙ্গীত, চিত্রকলা, Orchestra প্রভৃতি—এগুলোরও শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। চিত্র ও নৃত্য-কলাতে পশুপতিবাবু নিজেই পারদর্শী। এই দুই বিভাগেই তাঁর ছাত্রীদের শিক্ষা-দীক্ষার চাক্ষুস প্রমাণ অনেকেই পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং, আশা করা যায়, তাঁর এই নব উদ্যোগ ও উদ্যম সফল হবে। এখানে বাঙ্গালীদের ঠিক এই ধরণের শিক্ষামন্দির নেই—এই নব প্রতিষ্ঠানটিকে এই জন্যেই খুব বেশী সাবধানে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নতুন বলেই Originality দেখাবার জন্যে কারও কোনও মত বা পরামর্শ না নিয়ে নিজের ইচ্ছামত চালানোর ফলেই অনেক কিছু কুঁড়ি অবস্থায় ঝরে পড়ে—থাকে কেবল বদনাম। এসব দিকে পশুপতিবাবুকে বিশেষ মনোযোগী হতে বলি। পশুপতিবাবু আশা দিয়েছেন, তিনি একটা show দিয়ে শীঘ্রই সকলের সহানুভূতি লাভের চেষ্টায় আছেন।

শ্রীমণীলাল ব্রহ্ম।

সুমিত্রা

ও কিছুনা। আমি ভালই আছি। তোমায় কাছে পেয়ে আজ আমার নবজন্ম লাভ হয়েছে। জান বিজয়, এই কদিন আমি তোমাকেই কেবল চেয়েছি।…প্রলাপে কেবল তোমাকেই কামনা করে ডেকেছি…কিন্তু তুমিত সাড়া দাওনি। স্বপ্নে দেখলাম,—তুমি যেন আমার কাছ থেকে দূরে, কত দূরে চলে গিয়েছ। কত ডাকলাম, সাড়া পেলাম না।…এমন কেন হয় বিজয়…তুমি কেন আমার ডাকে সাড়া দিলে না? কেন তুমি কাছে এলে না?

বিজয়

আমায় ক্ষমা কর সুমিত্রা…আমি যখন এসেছিলাম তখন তুমি মূৰ্চ্ছিতা ছিলে।

সুমিত্রা

ওঃ—সে দিনগুলো যে আমার কোথা দিয়ে কেটে গেছে তার কিছুই টের পাইনি। আজ আমি ভাবি, এত বড় সর্ব্বনাশের পরও আমার মৃত্যু হলনা কেন?

বিজয়

ভুলে যাও সুমিত্রা…অতীত দিনের দুঃসহ স্মৃতিগুলো মন থেকে মুছে ফেলো। এস, আবার আমরা নূতন করে আমাদের জীবন আরম্ভ করি।

[ব্যস্তভাবে মালবিকা প্রবেশ করিল]

মালবিকা

শ্রেষ্ঠী মশাই আবার ফিরে এসেছেন…এই মাত্র তাঁকে বাগানের পথ দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখলাম।…[বিজয়ের দিকে চাহিয়া] পালাও বিজয়…জ্যেঠামশায় পুলিশের গোয়েন্দা,…তোমায় দেখে কি ধারণা করবেন জানিনা!

সুমিত্রা

[অতিশয় বিস্মিত ভাবে] কেন? গোপন করবার মত কোন কাজতো আমরা করিনি মালবিকা! জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে হয়তো বিজয়ের আলাপ নেই…আজ আমি পরিচয় করিয়ে দেব।

মালবিকা

ব্যস্ত হয়োনা সুমিত্রা…আমায় বিশ্বাস কর…আমি তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছি। ওকে গোপন করার কারণ আছে বোন, সব তোমায় পরে বলবো। কেমন বিজয়, সত্যি নয়? দেরী করনা!…ঐ তারা এসে পড়লো।

বিজয়

উত্তম…আমি তবে বাগানে অপেক্ষা করছি।

মালবিকা

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে] না না, বাগানে নয়, বাগানে নয়, চলে এসো।

[তাহার হাত ধরিয়া দক্ষিণের দ্বারপথে অদৃশ্য হইল। কিয়ৎকাল পরে অপর দ্বার দিয়া প্রফুল্লমুখে উষানাথ প্রবেশ করিলেন]

উষানাথ

[সুমিত্রাকে দেখিয়া পরম স্নেহার্দ্র কণ্ঠে]

এই যে সুমিত্রা! কেমন আছ মা? আজ তোমার জন্য সুসংবাদ এনেছি।

সুমিত্রা

[উৎসুক কণ্ঠে] সে সুসংবাদ কি জ্যেঠামশায়?

উষানাথ

আমার অনুমান যদি সত্য হয়, আজ আমরা আততায়ীর সন্ধান পেয়েছি মা। খবর পেলাম হত্যাকারী আবার আজ এই বাড়ীতেই প্রবেশ করেছে।

সুমিত্রা

[বিস্ময়ে] সত্যি! কোথায় সে?

উষানাথ

বোধ করি এইখানেই। আমার চরেরা আজ তাকে সন্ধ্যার অন্ধকারে গুড়িমেরে বাগানে প্রবেশ করতে দেখেছে। আমি বাগানের চার পাশেই পাহারা রেখেছি…কোন ক্রমেই সে আর আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করে বেরোতে পারবে না। দস্যু আজ আপনার জালেই ধরা পড়েছে। এইবার তাকে বন্দী করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই। এতক্ষণ হয়তো সে আমাদের সাড়া পেয়ে কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে আছে।

সুমিত্রা

[উল্লসিত ভাবে] চলুন—আপনাকে বাড়ীর গোপন স্থানগুলি দেখিয়ে দিই।

[উভয়ে বামের দ্বার পথে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ…কিছুক্ষণ পরে পাশের কক্ষ হইতে কাহাদের চাপা কণ্ঠস্বর শুনা যাইতে লাগিল।

"সুমিত্রাকে ভুলতে আমি পারব না……………………………

"ক্ষমা করো মালবিকা, ক্ষমা করো।……তুমি যে আমায় ভালবাসতে এ আমি কোন দিনও কল্পনা করতে পারিনি।"

এমন সময় বাহিরে গোলমালে তাহাদের কণ্ঠস্বর বিলীন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে অপর দিক হইতে উষানাথের লোকেরা হাতে জলন্ত টর্চ লইয়া প্রবেশ করিল এবং প্রায় সকলে বাগানের দিকের জানালা দুইটার উপর ঝুঁকিয়া নিবিষ্টভাবে কী যেন পরীক্ষা করিতে লাগিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৃশ্য—পূর্ব্ববৎ। কাল—পরদিন প্রভাত

[সুমিত্রা একখানি কৌচের উপর পড়িয়া রহিয়াছে…তাহার সরল মুখের উপর গতরাত্রে অশান্ত উদ্বেগের যে ছায়াপাত হইয়াছিল, আজ তাহা অপসারিত হইয়াছে। অসম্বৃত কেশে সামান্য সংস্কারের চিহ্নও বিদ্যমান।… ক্লান্ত চোখ দুটীতে পূর্ব্বরাত্রে যে বিভ্রান্ত দৃষ্টি দেখা গিয়াছে, আজ তাহা মিলাইয়া স্বচ্ছন্দ ও স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। সে সম্মুখের খোলা জানালার ফাঁকে প্রভাত সূর্য্যের দিকে চাহিয়া কোন্ এক প্রভাতী গানের প্রথম চরণটুকু গুন গুন করিয়া গাহিতেছিল।…বাড়ীর ভিতরের দিকের পর্দ্দা সরাইয়া মালবিকা প্রবেশ করিল এবং সুমিত্রার কেদারার হাতলের উপর বসিয়া আপনার দক্ষিণ বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল।]

মালবিকা

আজ কেমন আছ সুমিত্রা? নিবিষ্ট হয়ে দেখছ কি?

সুমিত্রা

[হাসিয়া] ভালই। আজকের এই আনন্দ-আলোকোজ্জ্বল ধরণীর স্বচ্ছন্দ গতিলীলার সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রার ঐক্য নিরূপণ কচ্ছিলাম। দেখ্‌লাম্ সুন্দরী পৃথিবী আমাদেরই চলার তালে আপনার পা ফেলে

চলেছে। জগতে ব্যথা আছে, দুঃখ আছে, শোক আছে, অত্যাচার আছে মানি—কিন্তু তবুও কোথাও আমাদের জীবনের সাথকতা এতটুকু খর্ব্ব হয়-নি। পিতৃশোকে দুঃখ আমি পেয়েছি প্রচুর···সে ব্যথার পরিমাণ জগতের কোন কিছু দিয়েই নিরুপণ করা যায় না। কিন্তু আমার অতি বড় দুঃখের মধ্যে কালরাত্রে এই সত্য আমি আবিষ্কার করেছি যে দুর্ব্বার বেদনা সমুদ্রের মধ্যেও প্রশান্ত শান্তির সন্ধান মেলে। তাই গত কয়রাত্রের অশান্ত অনিদ্রার পর কাল শিশুর মতই স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়েছিলাম।

মালবিকা

কিন্তু তোমার জন্য তো আমাদের সকল আশঙ্কা আজও শেষ হয়নি বোন্। কাল রাত্রে ও কি বাধিয়েছিলে, বলতো? হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে হয়তো মূর্চ্ছাই যেতে। তোমার জন্য জ্যেঠামশায় কাল রাত্রে অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে বাড়ী ফিরেছেন।...খুনেটাকে ধরার কথা তোমার কাছে তাঁর না বলাই উচিত ছিল। ডাকাতটার সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ এত উল্লসিত হয়েছিলেন, যে কোন কথা তাঁর স্মরণই হয়নি। উঃ...ভদ্রলোক খুনেটার জন্য সারারাত কি কষ্টই কর্লেন!

সুমিত্রা

হ্যাঁ। বৃদ্ধ তিনি, তবু তাঁর অক্লান্ত জেদের আজও কোন অভাব হয়নি···এইজন্যই তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর ঐ জরা-শিথিল শরীরের অন্তরালে আজও নব-যুবকের ক্লান্তিহীন কর্ম্মপ্রেরণার নিত্য সন্ধান পাই। আমার বিশ্বাস—শুধু তাঁরই পরিশ্রমে আমার পিতৃ-হন্তাকে একদিন রাজদ্বারে উপস্থিত করাতে পারব। কিন্তু মালবিকা, কাল তিনি কি ভুলই করেছেন! অনর্থক কাল সারারাত নিজেও জাগ্‌লেন, আর কতকগুলো কর্ম্মচারীদেরও কষ্ট দিলেন। তাঁর কথা স্মরণ করে আজ আমার দুঃখ হয়। তিনি কি ভেবেছিলেন, হত্যাকারী আবার এই ঘটনাস্থলে শুধু ধরা দেবার জন্যই এতগুলো উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে এই বাড়ীতেই প্রবেশ কর্ব্বে? এ যে কেমন করে ঘটে আমিতো ভেবেই পাই না···কল্পনা হলেও তা অসম্ভব।···বৃদ্ধ তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আজ নিশ্চয় লজ্জিত হয়েছেন।

মালবিকা

[অন্য মনে] কি জানি!

সুমিত্রা

কিন্তু মালবিকা, তুমিই এ সমস্তের মূল। তুমি যদি কাল রাত্রে অমন করে বিজয়কে গোপন না করতে, ও হয়তো জ্যেঠামশায়কে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে পারত।

মালবিকা

[গম্ভীর মুখে] জ্যেঠামশায় বিচক্ষণ রাজ-কর্ম্মচারী, তাঁর যে ভুল হবে এ আমার মনে হয় না। আমারও বিশ্বাস, হত্যাকারী কাল এই বাড়ীতেই প্রবেশ করেছিল।

সুমিত্রা

তাই যদি, তবে পালালো কেমন করে?

মালবিকা

ওঁরা যখন বাগানে খুঁজছিলেন সে তখন ওখানে ছিল না।

সুমিত্রা

[বিস্ময়ে] বাগানে ছিল না তো ছিল কি এই ঘরের মধ্যে? তোমার কল্পনা শক্তি দিন দিন কি প্রখরই হচ্ছে!···কবি হতে দেখ্‌ছি আর বিলম্ব নেই।

মালবিকা

সত্য সুমিত্রা।···কল্পনা নয়,···মিথ্যা বল্‌ছি না।—কিন্তু এ যদি মিথ্যা হতো!—

সুমিত্রা

তোমার উপক্রমণিকা শুনে মনে হচ্ছে ডিটেক্‌টিভ্‌ কাহিনীর মতই তুমি কিছু ভয়ানক আজ্‌গুবী গল্প শোনাবে···

মালবিকা

আমার কাহিনী হয়তো আজগুবী শোনাবে,···কিন্তু আজ তা তোমাকে শোনাবার মত সাহস আমার নেই। আমি জানি আজকের প্রভাত তোমার মনে ভবিষ্যৎ সুখের একটা আনন্দ-স্বপ্ন রচনা করেছে। ক্ষমা করো সুমিত্রা, সে স্বপ্ন, আমি ভেঙ্গে দিতে পারব না।

সুমিত্রা

ভয় নেই মালবিকা, তোমার কল্পিত রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনবার মত ধৈর্য্য আমার আছে।···তুমি স্বচ্ছন্দে কথার পর কথা সংগ্রহ ক'রে তোমার কাহিনী রচনা কর। আর আমিও কল্পনার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে তোমাকে সাহায্য করে যাই,···কেমন?

[শিশুর মত স্বচ্ছন্দে হাসিতে লাগিল]

এমন অনেকগুলি ইংরেজী শব্দ আছে যেগুলিকে টকিতে সাধারণত ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না; তার কারণ হচ্ছে মাইকের ভিতর দিয়ে তাদের স্পষ্ট ক'রে ফোটানো যায় না। Pleasure, Soldier প্রভৃতি কথাগুলি এই দলের। তাছাড়া শিল্পীরা যখন যে-কোন কথা উচ্চারণ করতে অসুবিধা বোধ করেন, তখন তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো সে-কথাগুলির বদলে অন্য কথা ব্যবহার করেন।

*

জন ব্যারিমুর

জন ব্যারিমুরের Topaze ছবিখানি নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। এমন একখানি উৎকৃষ্ট ছবি সচরাচর চোখে পড়ে না।—তার মধ্যে কোন প্যাঁচোয়া প্লটের কারদানি নেই, নেই কোন অস্বাভাবিক-মনোবৃত্তিসম্পন্ন নর-নারীর অন্তর্দ্বন্দের সমস্যা। টোপ্যাজের গল্পাংশটুকু যেমন সহজ তেমনি স্বাভাবিক; কিন্তু সেই সহজ গল্পটির মধ্যে এমন একটি অসামান্যতা ফুটে উঠেছে যা দর্শকদের অভিভূত না ক'রে পারেনি—জন ব্যারিমুরের চরিত্র সৃষ্টির দীপ্তিকে ঘিরেই এই অসামান্যতা প্রকাশ লাভ করেছে।

শুনে আনন্দিত হয়েছি যে "টোপ্যাজ" ছবিখানি ওদেশের National Board of Review কর্ত্তৃক ১৯৩৩ সালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমেরিকান ছবি ব'লে সম্বর্দ্ধিত হয়েছে। টোপ্যাজের এই সম্মানের জন্যে দায়ী হচ্ছেন তার অভিনেতা—জন ব্যারিমুর!

মেট্রোর তরফে জন ব্যারিমুরকে একাধিক ছবিতে দেখেছি; কিন্তু তাঁর অভিনয় (সন্তোষজনক হ'লেও) আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি দ্যায় নি। এই কথা মনে হ'ত যে তাঁর ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত ভূমিকা তিনি পাচ্ছেন না। টোপ্যাজে মনের-মতো একটি ভূমিকা তিনি পেলেন এবং তার অভিনয়ে অনন্যসাধারণ অভিনয়-প্রতিভা প্রকাশ করলেন। তাঁর নিজের মতে টোপ্যাজ হচ্ছে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়। এই অবসরে জন ব্যারিমুরের জীবনী সম্বন্ধে দু'চার কথা ব'লে নেওয়া যাক—

*

১৮৮২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্মদিন। ছেলেবেলাতেই মাকে হারিয়ে জন এবং তাঁর ভাইবোনেরা তাদের দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছিলেন। দিদিমা লুইস লেন ড্রু ছিলেন তখনকার দিনের একজন নামজাদা অভিনেত্রী।

লেখাপড়ার শেষে ভাই লাওনেল ও বোন্ এথেল প্রকাশ্যভাবে রঙ্গমঞ্চে ঢুকলেন। জন কিন্তু তাঁদের পথ অনুসরণ করলেন না। তার পরিবর্ত্তে তিনি চিত্রকর হবার বাসনা নিয়ে য়ুরোপে এসে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি এত বেশী খরচ করতে আরম্ভ করলেন যে তাঁর বাবা বিরক্ত হয়ে তাঁকে আনলেন দেশে ফিরিয়ে।

দেশে এসে শিল্পীরূপে তিনি একখানি খবরের কাগজে যোগ দিলেন এবং কিছুদিন সেখানে কাজ করলেন। বছর খানিক বাদে অনেক বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শ অনুসারে তিনি রঙ্গমঞ্চে ঢুকলেন। সেখানে প্রথমে তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। কিছুদিন পর The Dictator নামক নাটকে একটি বড় ভূমিকায় সু-অভিনয় ক'রে তিনি নিজের নাম অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আমেরিকার নানাস্থানে এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ঘুরে আসবার পর The Stubborn Cinderella এবং The Fortune Hunter নাটক দুখানিতে উচ্চাঙ্গের অভিনয় ক'রে তিনি নিজের নাম এবং Career কে পাকা করলেন। তারপর অভিনীত হ'ল Kick in; Justice এবং Peter Ibbetson!—সঙ্গে সঙ্গে জন ব্যারিমুর অভিনেতা-রূপে দেশবিখ্যাত হলেন। Redemption এবং The Jest এই দু'খানি নাটকে অভিনয় করবার পর (শেষের খানিতে জন ও লাওনেল দুই ভাই একত্রে অভিনয় করেছিলেন) জন তাঁর প্রথম শেক্সপীরীয়-ভূমিকা অভিনয় করলেন—Richard The Third! অভিনয় অবিসম্বাদী সাফল্য লাভ করল। উৎসাহিত জন "হ্যামলেট"-এর ভূমিকা গ্রহণ করলেন;…"Richard the Third was a triumphal success and pointed the way to the eventual Barrymore "Hamlet" which is still the outstanding contribution he has made to the American Theatre!"

রঙ্গমঞ্চে অনন্যসাধারণ সাফল্যের পর তিনি ছায়াচিত্রে যোগদান করেন এবং কয়েকটি অবিস্মরণীয় নির্ব্বাক ভূমিকা অভিনয় করেন। টকির প্রবর্ত্তনের পর বর্ত্তমানে তিনি রঙ্গমঞ্চ প্রায় একেবারেই বর্জ্জন করেছেন বলেও

অত্যুক্তি হয় না। তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে…"Abrupt and intolerant of foolish questions and foolish people he is a much misunderstood man and quite unjustly branded as having a vitriolic tongue and temperament. In reality he is one of the most kind and considerate men on the screen, quite willing to lend a helping hand to all for the benefit of the play as a whole. Fundamentally, he is all artist….'

১৯২৯ সালে তিনি নির্ব্বাক যুগের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী ডোলোরেস কষ্টেলো-কে বিবাহ করেছেন। তাঁর বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখের। একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে নিয়ে এই আদর্শ দম্পতীর সংসার-তরণী অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-স্রোতের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে।

*

"রূপবাণীতে"—"ঋণমুক্তি" সমভাবে দর্শক আকর্ষণ করে চলেছে। "ঋনমুক্তির" পর রূপবাণীর কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকখানি সেরা বিলাতী ছবি দেখাবার আয়োজন করছেন।

*

চিত্রায়—"রূপলেখা" ও "এক্‌স্‌কিউজ মি স্যার" আসর জমিয়ে রেখেছে।

*

ভারত লক্ষ্মীর—"চাঁদ-সদাগর" ক্রাউন সিনেমা অধিকার ক'রে আছেন। তাদের "কারাগারের" খবর কি?

*

রঙনকমহলে—কাল থেকে একখানি উৎকৃষ্ট হাসির ছবি দেখানো হবে। নাম Devil's Brother! ওদেশের হাস্যরসিক অভিনেতাদের মধ্যে চার্লি চ্যাপলিন বা হ্যারলড্‌ লয়েডের পর লরেল-হার্ডির মতো জনপ্রিয়তা অন্য কেউ-ই অর্জ্জন করতে পারে নি। এই জোড়া-ভাঁড়ের নামে ছেলে-বুড়ো সকলেই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেশের দর্শক-মহলেও এই দুজ'নকার প্রতিপত্তি বড় কম নয়। Devil's Brother ছবিতে এঁরা দুজনে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছেন।

*

Miss Fane's Baby is Stolen—একখানি ছবির নাম। কিছুদিন আগে আমেরিকায় ছেলে-চুরীর যে প্রবল ঢেউ উঠেছিল, তাকে কেন্দ্র ক'রেই প্যারামাউন্ট কোম্পানী উক্ত ছবি নির্ম্মাণ করেছেন।

একটি সিনেমা-অভিনেত্রীর শিশু কেমন ভাবে চুরী যায়, সেই চুরীর সম্পর্কে সারা যুক্তরাজ্যে কী বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কেমন ক'রে একজন অসমসাহসিকা রমণী প্রাণতুচ্ছ ক'রে সেই শিশুটিকে শেষ পর্য্যন্ত দস্যুদের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে, উক্ত ছবিতে সেই কাহিনীকে চিত্রিত করা হয়েছে।

এই ছবিতে শিশুর ভূমিকায় স্বনামধন্য খুদে—অভিনেতা বেবি লি রয়-কে দেখা যাবে। ছেলের মায়ের ভূমিকায় দেখা দেবেন ডোরোথিয়া ভীক্ (Dorothea Wieck)! ইতিপূর্ব্বে Cradle Song ছবিতে শ্রীমতী ভীক্‌কে আমরা দেখেছি এবং দেখে বুঝেছি, তিনি একজন বড়-দরের অভিনেত্রী! যে-ধরণের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়-শক্তি সব-চেয়ে বিকাশ লাভ করে Miss Fane-এ তাঁকে ঠিক সেই ধরণের ভূমিকাই দেওয়া হয়েছে।

ছবিখানি কাল থেকে এলফিন্‌ষ্টোনে সুরু হবে।

কুজ্‌ঝটিকা

শ্রীকানাই লাল পাল

কথা-নাট্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[সুমিত্রার পিতা ছিলেন কাঞ্চনপুরের এক প্রবীণ রাজ-কর্ম্মচারী কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি কোন্ এক অদৃশ্য আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। তাহার সহকারী উষানাথ এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার লইয়াছিলেন কিন্তু হত্যাকারীদের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই।

একদিন সন্ধ্যায় সুমিত্রার বাটীতে উষানাথ মালবিকাকে হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে দু-একটী প্রশ্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। এমন সময় বাড়ীর পিছনের দিকের জানালা খুলিয়া সুমিত্রার প্রেমাস্পদ ও মালবিকার বন্ধু বিজয় প্রবেশ করিল। তাহার ধারণা সে সুমিত্রার পিতাকে অন্ধকারে অজ্ঞাতে হত্যা করিয়াছে। তাই সে সুমিত্রার নিকট দোষ স্বীকার করিতে আসিয়াছিল—কিন্তু মালবিকা তাহাকে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিল।]

বিজয়

এই কদিনে তুমি ভারী শীর্ণ হয়ে গিয়েছো সুমিত্রা!…এখনো যেন উত্তেজনায় হাত দুটী কেঁপে কেঁপে উঠছে। এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন।

যাদু, তার উপরে তাঁর চিরনূতন গল্পের সৌন্দর্য্য ও মায়াময় ভাষার ঐশ্বর্য্য !

•

বাংলা ছবির মুলুকে আর একটা অশোভন ও অশুচিত ব্যাপার সকলেরই মনকে পীড়া দেয়। এখানে শ্রমবিভাগ ব'লে কোন ব্যবস্থাই যেন নেই। কাল ছিলেন যিনি নট, আজ হয়ে পড়লেন তিনি পরিচালকও, এতো হামেসাই দেখা যাচ্ছে। আবার আগে ছিলেন যিনি চিত্রনাট্যকার, আজ হলেন তিনিও পরিচালক। যিনি 'আর্ট-ডিরেক্টর' রূপে ছিলেন বিখ্যাত, তাঁকেও আচম্‌কা দেখি প্রকাণ্ড এক পরিচালক রূপে—অথচ কোনদিনই হয়তো তাঁর অভিনয়-বিদ্যার হাতে-খড়িও হয় নি। পরিচালক হ'তে চান চিত্রনাট্যকার, ভাষাজ্ঞান না থাক্‌লেও। যিনি কেবল দৃশ্যসংস্থান করতে পটু, তিনিও হন "আর্ট-ডিরেক্টর"। প্রতীচ্যের সকল চিত্র-প্রতিষ্ঠানেই যাঁর জন্যে আলাদা আসন থাকে, বাংলাদেশে সেই "লিটারারি অ্যাড্‌ভাইসারে"র কোন অস্তিত্বই নেই, পরিচালকই তাঁর অভাব পূরণ করেন—যদিও বহু অন্বেষণ করলেও তাঁর মধ্যে এক গণ্ডুস সাহিত্য-রস খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমুদ্রের ওপারে সকল চিত্র-সম্প্রদায়ই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের জন্যে বেতনভোগী বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করেন, কিন্তু সবজান্তা বাঙালী পরিচালকের ও-রকম সাহায্যের কোনই দরকার হয় না—কিংবা দরকার হ'লে তিনি লুকিয়ে কোন বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে মাগ্‌নায় কাজ সেরে নিজেই বাহাদুর সাজতে চান।

•

বোম্বাই অঞ্চলের ছবির চেয়ে বাংলা ছবিতে অধিকতর সূক্ষ্মরসের লীলা ও মস্তিষ্কের ছাপ্‌ পাওয়া যায়, এ সত্য আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু সেইটুকুই যথেষ্ট ভেবে সগর্ব্বে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করলে তো চলবে না, কারণ সে হচ্ছে নির্ব্বোধের আনন্দ,—বাইরের জগৎ আর্টের সুন্দরবনে ভেরেণ্ডাকে দ্রুম ব'লে কোনদিনই মানবে না। এইজন্যেই কোন কোন চালাক বাঙালী পরিচালক এক-একখানা বাংলা ছবিকে বিলাত ঘুরিয়ে আনেন। যেমন-তেমন ক'রে লাল হাতে-লেখা দু-চারখানা অত্যুক্তিপূর্ণ প্রশংসাপত্র হাতাতে পারলেই—ব্যাস, আর ভাবনা নেই, সেইগুলোকে উঁচিয়ে মত্তহস্তীর মত সারা ভারতবর্ষের পিলে চম্‌কে দেওয়া চলবে। এই যে "কর্ম্ম" ব'লে একখানা ছবি শীঘ্রই নাকি কলকাতায় বেড়াতে আসবে, সেখানাও যদি এই শ্রেণীরই অন্তর্গত হয়, তাহ'লেও আমরা অবাক্ হব না। 'প্রপাগাণ্ডা'র কৌশলে যে-সব প্রশংসাপত্র হস্তগত করা যায়, তার উপরে লণ্ডনের 'ট্রেড্‌মার্ক' থাক্‌লেও আজ আর কেউ অভিভূত হবে না। এর আগেই চিত্র-রাজ্যে আমরা "কর্ম্ম"-পরিচালকের শক্তির নমুনা একটু-আধটু পেয়েছি। আচম্বিতে তিনি যে একখানি চিত্র সৃষ্টি ক'রে বস্‌বেন, সে নমুনার মধ্যে এমন সম্ভাবনা ছিল না।

•

এমন কয়েকজন বাঙালীকেও আমরা দেশী ছবির বাজারে দেখতে পাই—যাঁদের চিত্র-শিক্ষা হয়েছে নাকি য়ুরোপ-আমেরিকায়। আগে আগে এমন কথা শুনলেই আমাদের মন বিস্মিত শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠত! ভাবতুম, এইবার যোগ্য লোকের আবির্ভাবে আর আমাদের আনাড়ির হাতের মার খেতে হবে না। বিজ্ঞাপনের ঢাক লোকের কাণে তালা ধরিয়ে বাজতে থাকে, বেচারা আমরা—অর্থাৎ কাগজওয়ালারা—পরের মুখে ঝাল খেয়ে বিপুল পুলকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেলি, কী এক "মাষ্টারপিশে"র জন্ম-সম্ভাবনায় দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা তটস্থ হয়ে থাকে! অকস্মাৎ একদিন শোনা যায়, তিনি জন্মেছেন! তারপর নবজাতকে দেখবার জন্যে সকলে মহা-আগ্রহে দল বেঁধে ছুটে যায়, কিন্তু গিয়ে দেখে কি? হায় রে, সেই চির-পুরাতন দৃশ্য, পর্ব্বতের গর্ভ থেকে সানন্দে পুচ্ছ তুলে বেরিয়ে আসছে একটা নেংটি-ইঁদুর! দেশশুদ্ধ লোক গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে বসে, বিলাতী পোষাক-পরা ঐ বঙ্গসন্তানগুলি সাগর-পারের চিত্রালয় থেকে কয় ফোঁটা রস সংগ্রহ ক'রে এনেছেন?

*

এই তো আমাদের ছবির বাজার! এখানে এলে চোখ হয় ব্যতিব্যস্ত, কাণ হয় ঝালাফালা, কিন্তু প্রাণ হয় না ঠাণ্ডা। দেখে-শুনে হার মেনেছি।

•

গেল-বারে প্রকাশিত "হিন্দী সীতার আবহ-সঙ্গীত"-এর সঙ্গে শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এই কথাগুলি যোগ ক'রে দিতে চান:—

"গেল-বারে হিন্দী সীতার আবহ-সঙ্গীত সৃষ্টি ও কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কে যে-কথা আমরা বলেছি, তাতে সামান্য একটু ফাঁক থেকে গেছে। আমরা সংবাদ পেয়েছি, এই হিন্দী সীতার আগে কৃষ্ণচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর হিন্দী "চন্দ্রগুপ্ত"তেও সঙ্গীত পরিচালকের কাজ করেছেন। আমাদের যতদূর জানা আছে, হিন্দী "চন্দ্রগুপ্ত" আজও অবধি কল্‌কাতায় দেখানো হয়নি। কিন্তু শুনলুম, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে ছবিখানি ইতিমধ্যেই প্রদর্শিত হয়েছে এবং খুব সুখ্যাতিও পেয়েছে। হিন্দী 'চন্দ্রগুপ্তে"র আবহ-সঙ্গীত নাকি এমনই বিচিত্র ও জনমনলোভা হয়েছে যে, তাই দেখে এবং শুনে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ছবি-তোলা-দল সাগর মুভীটোন কোম্পানী তাঁদের একখানি ছবিতে সঙ্গীত-পরিচালনার জন্যে বাঙলার কৃষ্ণচন্দ্রকে সদলবলে সাদরে আহ্বান ক'রে নিয়ে গেছেন মাসিক দেড় সহস্র মুদ্রা পারিশ্রমিকের বন্দোবস্তে। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে যে জন-ছয়-সাত সহকারী গেছেন, তাঁদের পারিশ্রমিক আলাদা। এবং এ ছাড়া পাথেয় প্রভৃতির জন্যেও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। বাঙালী কলাবৎ কৃষ্ণচন্দ্রের গুণপনার এ-হেন সমাদর বাঙালী মাত্রেরই গর্ব্বের সামগ্রী।"

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

একটি ছোট গোলাপ-কুঁড়ি,
একটি আমার ফুলের গাছে,
একটি আমার প্রাণের সুরে
একটি গানের কলি আছে।

লাল অধরের রং মাখিয়ে
একটি ছবিই আঁক্‌চি প্রিয়ে,
অনেক জনের মাঝখানে মোর
একটি নিয়েই জীবন বাঁচে।

জগৎ-মরু করচে ধূ-ধূ,
দেখ্‌চি নয়ন-কুসুম মধু,
একটি মধুর মনের কথাই
শুন্‌তে যে চাই তোমার কাছে।

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় ঃ **The Ghoul** (গমণ্ট-ব্রিটিশ পিক্চার্স)

প্রধান ভূমিকায়—বোরিস কার্লফ্
পরিচালক—টি. হেইস্ হাণ্টার।
কাল থেকে ম্যাডান থিয়েটারে আরম্ভ হবে।

*

GHOUL-এর একটি দৃশ্য

বোরিস কার্লফ্‌র নাম দেখেই পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন "গূল" কী ধরণের ছবি! এই অভিনব Horror pictureখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে প্রয়োজকগণ চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। আশা করি, আমাদের দেশের দর্শকদের কাছে তাঁদের চেষ্টা প্রশংসা অর্জ্জন করবে।

এই ছবিতে বোরিস কার্লফ্ ছাড়া আর একটি ইংরাজ-অভিনেতা আছেন, যিনি তাঁর অভিনয়-প্রতিভার জন্য এই সেদিন "স্যর" উপাধির দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর নাম—সেড্রিক হার্ডউইক্! সেড্রিক হার্ডউইক্ বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চ-অভিনেতা।

*

"গূল"-এর গল্পটিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আগাগোড়া চিত্তাকর্ষক ক'রে রাখা হয়েছে। বোরিস কার্লফ একটি অধ্যাপকের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন। ইজিপ্টের প্রাচীন দেব-দেবীদের ওপর অধ্যাপকের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাঁর কাছে ছিল একটি বিচিত্র অলঙ্কার। মরবার সময় তিনি তাঁর চাকর-কে বলেন, কবরের মধ্যে তাঁর দেহের সঙ্গে সেই অলঙ্কারটিকেও যেন স্থাপন করা হয় এবং যদি কেউ সেটি অপহরণ করে তাহ'লে তিনি কবর থেকে উঠে তাকে হত্যা করবেন।

তাঁর মৃত্যুর পর অনেকেই সেই অলঙ্কারটি সম্বন্ধে কৌতূহলী হ'ল এবং একদিন সেটি চুরি গেল। তারপর ঘটল ভীষণ লোমহর্ষণকারী ব্যাপার···অধ্যাপক সত্যিই তাঁর কবর থেকে বার হ'য়ে এলেন।···শেষের দিকে ছবিখানি নাকি দর্শকদের অভিভূত ক'রে ফেলবে।

হলমুক ফিল্ম কোম্পানী এই ছবিখানির distributor ; তাঁদের উদ্যোগেই ছবিখানি দেখবার সৌভাগ্য লাভ করলাম ব'লে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

*

হলিউড্-গল্পিকা ঃ

জানবার মতো কয়েকটি তথ্য ঃ

এক বছরে সব-চেয়ে বেশী সংখ্যা ছবি তোলার রেকর্ড্ জাপানের। ১৯৩১ সালে জাপান ন'শো ছবি তৈরী করেছিল। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল নির্ব্বাক এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার গণ্ডী ছিল স্বদেশের মধ্যেই আবদ্ধ।

একখানি ছবি মুক্তি পাবার আগে ষ্টুডিওর মধ্যে সাধারণত অন্ততঃ একশো বার প্রদর্শিত হয়।

একটি "Shot" ক্যামেরায় গৃহীত হবার পূর্ব্বে অনেক সময়ে চল্লিশ বার তার মহলা দেওয়া হয়।

The Covered Wagon নামক ছবিখানির জন্যে কত খরচ করা হয়েছিল জানেন?—১,০০০,০০০ পাউণ্ড্! অন্য কোন ছবির সম্বন্ধেই টাকার অঙ্কটা আজো পর্য্যন্ত এত লম্বা হয় নি!

রোনাল্ড্ কোলম্যানের Condemned নামক ছবিতে প্রথম কৃত্রিম জঙ্গল তৈরী করা হয়েছিল। এই জঙ্গলটির আয়তন ছিল ৮৪০ ফিট লম্বা এবং ৩৪০ ফিট্ চওড়া। তার মধ্যে একটি নদী প্রবাহিত হয়েছিল—কৃত্রিম নদী অবশ্য।

কালী ফিল্মসের

চিত্রনাট্যকার
ও
প্রযোজক
শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

নব ... প্রস্তুত
নব ... বিত
নব রস সম্ভারের
নূতনতম নৈবেদ্য

ঋণ-মুক্তি

সঙ্গীত ও নৃত্যপরিকল্পনা
হেমেন্দ্রকুমার রায়

আধুনিক আর-সি-এ ফটোফোন যন্ত্রে গৃহীত

মহাসমারোহে ষষ্ঠ সপ্তাহ

শনিবার ১২ই মে, ১৯৩৪

রূপবাণী চিত্রগৃহে

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ
১৩৪১

কলালাপ

নট, নাট্যকার ও নায়ক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করেছেন। বাংলা রঙ্গালয় যাঁদের ছাড়তে পারে না, অপরেশচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন।

*

নানা কারণে বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অপরেশচন্দ্রের নাম অমর হয়ে থাকবে। নানা কারণে বর্ত্তমান বাংলা নাট্য-জগতে তাঁর সমকক্ষ আর কারুর নাম আমাদের মনে পড়ছে না। একে একে সেই কারণগুলির কথা বলব।

*

সর্ব্বপ্রথমে আমাদের চোখের সামনে জেগে ওঠে অপরেশ-চন্দ্রের নাট্যকার-মূর্ত্তি। বাংলা সাহিত্যে ভালো নাটকের অভাব নিয়ে অনেক হাহাকার শুনেছি এবং শুনছি। কিন্তু সাহিত্যরসাশ্রিত নাটক বা 'ড্রামা' নিয়ে এখানে কোন কথা বলবার দরকার নেই। আমাদের আলোচ্য হচ্ছে অভিনেয় নাটক বা দৃশ্যকাব্য বা "প্লে"। বাংলা রঙ্গালয়ে এখন এ-শ্রেণীর নাটকও বেশী পাওয়া যায় না। এই অভাব নিয়েও নাট্যসমালোচকরা কম দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছেন না। যখন রাজকৃষ্ণরায়, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিলেন, বাংলা রঙ্গালয় তখন অভিনেয় নাটকের অভাববোধ করে নি। আজকালকার অভিনেয় নাটকের এই অভাব নিবারণের জন্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নাট্যকার ছিলেন যে একমাত্র অপরেশচন্দ্র, সে সত্য বারংবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

Flying down to Rio—চিত্রে
ডলোরেস্ ডেল্ রিও

*

বাজার এখন মন্দা বটে, কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের বর্ত্তমান দুর্গতির একমাত্র কারণ ঐ মন্দা বাজারই নয়। বিশ-ত্রিশ বৎসর আগে কলকাতা সহরে যতগুলি বাংলা রঙ্গালয় চলত, এখনকার মন্দা বাজার ও চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতাও তাদের সংখ্যা কমাতে পারে নি। অবশ্য স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির বিধানে বাংলা রঙ্গালয়ের আর্থিক অবস্থা এতদিনে অধিকতর উন্নত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না-হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে—আমাদের মতে—রঙ্গালয়ের উপযোগী নাট্যকারের সংখ্যা বাড়ে নি, উল্টে ক'মে গেছে। এদেশে খুচরা নাট্যকার এখন বড় কম নেই। থিয়েটার যখন চালাতে হবে, তখন ভালোই হোক্ আর মন্দই হোক্, নাট্যকার না থাক্‌লে চল্‌বে কেন? এই-সব ভালো-মন্দ-মাঝারি নাট্যকারের মধ্যে হঠাৎ এমন দু-চারজন লেখক আত্মপ্রকাশ করেন, যাঁদের দু-একখানি নাটকের অভিনয় খুব-বেশী জ'মে যায়। কিন্তু রঙ্গালয়ের তরফ থেকে দেখলে বলব, তাঁরাও বিশেষ নির্ভরযোগ্য নাট্যকার নন, কারণ তাঁদের অধিকাংশ নাটক রঙ্গালয়কে উচিতমত অর্থদান করতে পারে না। আগেকার যুগেও এ-রকম নাট্যকারের অভাব ছিল না—যেমন "কাল-পরিণয়" প্রণেতা রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, "রঙ্গিনী" প্রণেতা মনোমোহন রায় ও "সংসার" প্রণেতা মনোমোহন গোস্বামী প্রভৃতি। "কল্যাণী" ও "রঙ্গবিক্রম" প্রণেতারও উল্লেখ করতে

পারি। যাঁদের অধিকাংশ নাটক জমে এবং যাঁরা রঙ্গালয়ের স্থায়ী অভাব নিবারণ করতে পারেন, কেবল তাঁদেরই আমরা নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠতর নাট্যকার ব'লে ধ'রে নিতে পারি। এই শ্রেণীর নাট্যকার বেশী নেই ব'লেই বর্ত্তমানে বাংলা রঙ্গালয়ের এমন আর্থিক অধঃপতন হয়েছে। নইলে, ভালো অভিনেয় নাটক যে এই মন্দা বাজারেও রঙ্গালয়ে লক্ষ্মীশ্রী আনতে পারে, "মা" "মহানিশা" ও "বামনাবতার"ই তা সপ্রমাণ করবে।

*

অপরেশচন্দ্র ছিলেন এখনকার বাংলা নাট্যজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সব-চেয়ে নির্ভরযোগ্য নাট্যকার। ষোলো বৎসর আগে অপরেশচন্দ্র ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এবং সেই সময় থেকে গত বৎসর পর্য্যন্ত "ষ্টারে"র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল প্রধানতঃ তাঁরই লেখনী। এর মধ্যে সেখানে বাইরের অন্যান্য নাট্যকারদের পালা নিয়েও পরখ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের কোন নাটকই অপরেশচন্দ্রের নাটকের মতন অর্থ আনতে পারে নি। তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ভিতরে অপরেশচন্দ্রের শক্তি এই নাটকগুলিকে সফল ক'রে আমাদের নাট্যজগতে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করেছিল:—'অযোধ্যার বেগম', 'কর্ণার্জ্জুন', 'ইরাণের রাণী', 'চণ্ডীদাস', 'মন্ত্রশক্তি', "পোষ্যপুত্র" ও "মা"। এবং এর-মধ্যে তিনি আরো যে-সব নাটক-নাটিকা রচনা করেছিলেন, তাদেরও অনেকগুলির সফলতা যে-কোন নাট্যকারের পক্ষে গৌরবকর হ'তে পারে। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি একখানি নূতন নাটক রচনার জন্যে জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের পরম দুর্ভাগ্য, রচনা-শক্তি ক্ষীণ হবার আগেই অপরেশচন্দ্রের জীবনী-শক্তি ফুরিয়ে গেল!

*

অভিনেতা রূপেও অপরেশচন্দ্র বাংলা নাট্যজগতের উপরে একটি বিশিষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছেন। অভিনেতা রূপে বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিনযুগেরও বেশী। এবং এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বিভিন্ন ভূমিকায় হাস্য ও করুণ রস সৃষ্টিতে তিনি যে বিচিত্র শক্তির পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তা অপূর্ব্ব ব'ললেও অত্যুক্তি হবে না। অভিনয় শিক্ষায় তাঁর প্রধান গুরু ছিলেন স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর। তাঁর মতন শিষ্য পাওয়া যে-কোন গুরুর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। এবং ধরতে গেলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের ছাত্রদের মধ্যে প্রধান আসনের দাবি করতে পারেন একমাত্র অপরেশচন্দ্রই। অর্দ্ধেন্দুশেখরের আরো কোন কোন ছাত্র এখনো বিদ্যমান আছেন। কিন্তু তাঁরা থেকেও নেই,—কারণ নবযুগের সঙ্গে সমতালে চল্‌তে না পেরে তাঁরা হ'য়ে পড়েছেন এখন সেকেলে,—কাজেই অচল। আর্টের ক্ষেত্রে আসল শক্তির পরীক্ষা হয় এইখানেই। উচ্চশ্রেণীর কলাবিদের উপরে যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তন বিশেষ কাজ করতে পারে না। সেখানে প্রবীণ কলাবিদ প্রাচীন হলেও নবীন রূপে বিচরণ করেন। গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর যুগে যে অভিনয়ভঙ্গি ছিল এখন আর তা নেই, একথা সকলেই জানে। কিন্তু নবযুগের নূতন ভঙ্গী ধাতস্থ করতে না পেরে গতযুগের অনেক বড় অভিনেতাও ক্রমেই এখন পিছিয়ে পড়ছেন। এ-দলের ভিতরে অপরেশচন্দ্রকে আমরা দেখ্‌তে পাইনি কোনদিনই। গতযুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে অপরেশচন্দ্র 'সীতারাম', 'শঙ্কর', 'কিশোর', 'মালজী', 'হিরু ঘোষাল' ও 'ইয়াগো' প্রভৃতি ভূমিকায় প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর পাশে যে-সব বিখ্যাত সহ-অভিনেতা ছিলেন বিশ্বনাট্যশালায় আজও তাঁদের অনেকেই বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু রঙ্গালয়ে আর্টের আসরে আজ আর তাঁদের মধ্যে কেউ জীবনের লক্ষণ খুঁজে পায় না। নবযুগের শক্তিধর অভিনেতাদের মধ্যে তাঁদের দেখ্‌লে মনে হয় দলভ্রষ্ট জীব ব'লে। কিন্তু অপরেশচন্দ্র সম্বন্ধে এমন অভিযোগ করবার উপায় নেই। এই সেদিনও তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শিশিরকুমার, রাধিকানন্দ, অহীন্দ্র চৌধুরীর মতন শক্তিমান অভিনেতাদের মাঝখানে বৃদ্ধ বয়সে ব্যাধি-জীর্ণদেহে দাঁড়িয়েও "রসিকে"র ভূমিকায় তিনি যে অতুলনীয় নাট্য-নৈপুণ্য প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন, তার অনুপম স্মৃতি কেউ কোনদিন ভুলবে না। নবযুগের প্রধান পুরোহিত স্বয়ং শিশিরকুমার পর্য্যন্ত "রসিকে"র ভূমিকায় অপরেশচন্দ্রের গৌরব একটুও ম্লান করতে পারেন নি। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই, গতযুগের অন্যান্য অনেক অভিনেতার মতন তিনিও 'মেলো-ড্রামাটিক্' বা কৃত্রিম অতি-অভিনয়ভঙ্গীকে অবলম্বন করেন নি। সাধারণতঃ সহজ স্বরে ও স্বাভাবিক ভাবে তিনি অভিনয় করতেন, এবং তাঁর সব-চেয়ে উল্লেখ্য সম্পদ ছিল, কণ্ঠস্বর। এমন গম্ভীর অথচ মধুর গীতিপূর্ণ স্বর খুব অল্প অভিনেতার কণ্ঠেই আমরা শ্রবণ করেছি। হায়, সেই মোহনীয় কণ্ঠ আজ চিতাভস্মে পরিণত, তার কলধ্বনি আর কেউ শুনবে না!… … …
অনেক ভূমিকাতেই আমরা তাঁর অভিনয় দর্শন করেছি, সকলগুলির কথা সহসা স্মরণে আস্‌ছে না। যেগুলির কথা মনে পড়ছে এখানে তার উল্লেখ করছি: 'সীতারাম' (সীতারাম), 'কিশোর' (বলিদান), 'শঙ্কর' (প্রতাপাদিত্য), 'মোহনলাল' (পলাসীর প্রায়শ্চিত্ত), 'মালজী' (চাঁদবিবি), 'বীতশোক' (অশোক), 'বশিষ্ঠ' (বিশ্বামিত্র), 'ফরমাজ' (জেনোবিয়া), 'হীরু ঘোষাল' (গৃহলক্ষ্মী), 'খাঁজাহান' (খাঁজাহান), 'সিংহবাহু' (সিংহল-বিজয়), 'মূলরাজ' (আহেরিয়া), 'নবাব' (সোণায় সোহাগা), 'দেবেন্দ্র' (বঙ্গনারী), 'গুরু' (রামানুজ), 'সাহাবাজ খাঁ' (বঙ্গে রাঠোর), 'ইয়াগো' (ওথেলো) 'হাফেজরহমান' (অযোধ্যার বেগম), 'পরশুরাম' (কর্ণার্জ্জুন), 'ইস্কিবল' (বন্দিনী) 'রসিক' (চিরকুমার সভা) প্রভৃতি।

*

অভিনয়-শিক্ষক রূপেও অপরেশচন্দ্রের অদ্ভুত শক্তির সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত আছি। তাঁর হাতে নূতন ও পুরাতন যুগের অনেক নট-নটীই তৈরি ও মানুষ হয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদানপদ্ধতির এক বিশেষত্ব ছিল এই, প্রত্যেককেই তিনি প্রত্যেকের মিলন ক'রে শেখাতে পারতেন, নিজের ভঙ্গীকে (এখনকার অধিকাংশ অভিনয়-শিক্ষক যা ক'রে থাকেন) কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন না। যার কোন গুণই নেই সেও তাঁর শিক্ষার গুণে চলনসৈ হয়ে এসে রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখা দিতে পারত।

*

তারপর আসে তাঁর অধ্যক্ষতার কথা। নিজের নট-জীবনের অধিকাংশ ভাগই তিনি অধ্যক্ষতা ক'রে কাটিয়ে গিয়েছেন। আগেকার গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর থেকে এখনকার শিশিরকুমার পর্য্যন্ত বাংলার সকল শ্রেণীর প্রায় সকল নট-নটীই কোন-না-কোন সময়ে তাঁর অধ্যক্ষতা স্বীকার ক'রেছেন। এর মধ্যে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ বাংলা নাট্যজগতের এমন সব মহারথ নিয়ে সুচারুভাবে অধ্যক্ষতার কর্ত্তব্য পালন করা ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেবল অধ্যক্ষরূপেই বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌তে পারতেন। কোন্ সময়ে কেমন্ ভাবে কাজ চালালে রঙ্গালয়ের উন্নতি হয়, এ-জ্ঞান যে তাঁর যথেষ্টই ছিল, 'কর্ণার্জ্জুন' অভিনয়কালে "ষ্টারে"র পতাকার তলায় নবযুগের নব-নব অভিনেতাকে আহ্বান ক'রে তিনি তাঁর প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়ে গেছেন।

*

না ! এ আমি বিশ্বাস করতে পারব না। বিজয় ! তোমায় অনুরোধ করি, আমার এত বড় শোকের উপর এ রহস্য তুমি করোনা ! [তাহার হাত ধরিয়া] বল, বল—বিজয়, এ সত্য নয়। ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করি···বল,—এ সত্য নয়।

বিজয়

ঈশ্বরের নামে শপথ করি সুমিত্রা।···এই আমার জীবনের চরম ও ভয়ঙ্কর সত্য !

সুমিত্রা

[আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।]

সত্য !···সত্য !···তবে মালবিকা যা বলেছে সব সত্য ? কিন্তু,···কিন্তু··· তুমি কি চাও ? কেন তবে তুমি আজ এখানে মৃত্যু বরণ করতে এসেছ ? তুমি তো এমন ছিলে না। কেন তুমি এ-কাজ করলে বিজয় ?···তোমার যে হস্তে আমি পরম নির্ভয়ে আত্ম সমর্পনের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন রচনা করেছি, তুমি আমার পিতৃরক্তে তা কলঙ্কিত করেছ, এ অসম্ভব আমায় বিশ্বাস করতে বলো না।···ওগো আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না। আমার মৃত্যু হোক ! ঈশ্বর ! [কাঁদিতে লাগিল]

বিজয়

শান্ত হও সুমিত্রা,·· শান্ত হও।

সুমিত্রা

না,...না,...এ সত্য নয়,...সত্য নয়। তুমি মিথ্যা বলছ। আমি জানি এ কাজ তুমি কখন করতে পার না। আমি বুঝতে পেরেছি এর মধ্যে কোথাও একটা মস্ত বড় ভুল বাসা বেঁধে রয়েছে। বল,···বল বিজয়... সমস্ত অস্বীকার করো। মূর্ত্তিমান স্বীকারোক্তির মত নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না।

বিজয়

অস্বীকার করবার উপায় নেই সুমিত্রা।...জীবনে একটি মাত্র ভুল করেছি, কিন্তু তা যে এমনি ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেবে তা কে জানতো।

সুমিত্রা

[দুই করতলের মধ্যে মাথা চাপিয়া ধরিয়া]

উঃ···উঃ···তুমি কি বিজয় ! স্মরণ কর দুর্ঘটনার পূর্ব্বকার রাত্রে আমাদের ভবিষ্যত জীবনের কত উজ্জল একটী রঙীন ছবি কল্পনা করে, কত বড় খুসীর স্বর্গ রচনা করেছি।···তুমি আজ তা নিজ হাতে ভেঙ্গে দিও না। আমাকে এমনি করে রিক্ত করে, নিঃস্ব করে দিও না।···দয়া করো।···আমার কাছে কিছু গোপন করোনা বিজয়।···কেমন করে,··· কেমন করে তুমি আমার পিতাকে হত্যা করলে ?

বিজয়

কাল আমি তোমাকে বলতেই এসেছিলাম,···কিন্তু বলা হয়নি। তুমি তো জান সুমিত্রা, শুধু তোমাকেই দেখবার জন্য প্রত্যহ তোমার পিতার সতর্ক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি অতিক্রম করে প্রতি রাত্রে তোমাদের বাগানে অপেক্ষা করতাম। যেদিন তোমাকে লাভ করবার জন্য তোমার পিতার কাছে আমার কাতর প্রার্থনা নিবেদন করি, সেদিন তিনি আমায় শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হন্ নি,···আমার গতিবিধির উপর সতর্ক পাহারা রাখবারও ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর চরেরা সময়ে অসময়ে আমায় উত্যক্ত করতেও ছাড়েনি।···কিন্তু যাক্, সে কথার প্রয়োজন আজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

সুমিত্রা

তার পর······

বিজয়

অন্য দিনের সন্ধ্যার মতই সেদিনও বাগানে আমি তোমারই প্রতীক্ষা করছিলাম।···সে রাত্রে তুমি বাড়ী ছিলে না, কোন্ এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ গিছলে, আমি তা জান্‌তাম না। আমায় তুমি তার আগে কোন কথা বলনি। রাত্রি তখন ৮টা। তোমার বাবা ও মালবিকা অন্ধকারে বাগানে বেড়াতে নামলেন।

সুমিত্রা

তুমি তাদের চিন্‌তে পেরেছিলে ?

বিজয়

না। পরে জান্‌লাম।

সুমিত্রা

তার পর।

বিজয়

আমি একটী গাছের পিছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ পায়ের চাপে একটা শুক্‌নো ডাল সশব্দে ভেঙ্গে পড়লো। শব্দ শুনেই তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন···হয়তো আধ-অন্ধকারে আমার ছায়া দেখতে পেলেন।···কে যেন

চাপা স্বরে কি বল্লেন,—শোনা গেল না। পরক্ষণেই আমার উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়লেন।

সুমিত্রা

ওঁর পক্ষে এ স্বাভাবিকই হয়েছে। সেই দিন সকালেই তিনি ডাকাতদের কাছ থেকে বিনামা চিঠি পেয়েছিলেন।...তাতে তারা অসম্ভব ভয় দেখিয়েছিল।...তার পর তুমি কি করলে?

বিজয়

পালালাম।...কিন্তু তিনিও আমায় পশ্চাৎ ছাড়েন নি। বাগানের পাঁচিলের কাছে এসেছি এমন সময় আমাকে লক্ষ্য করে তিনি আর ছটো গুলি ছুঁড়লেন।...কার্ত্তুজ ছুটে৷ প্রায় আমার কাণের পাশ দিয়ে ছুটে গেল।...কে যে আমায় আক্রমণ করলে তা আমি আগে জানতে পারিনি। তোমার বাবার চরেরা আমার পিছু নিয়েছে, এ কল্পনা করা আমার অন্যায় হয়নি। তাই জীবন রক্ষার জন্য অন্ধকারে, বিনা লক্ষ্যে, গুলি ছুঁড়লাম। প্রথমটা হয়তো ব্যর্থ হয়েছিলো।...দেখলাম সম্মুখের ছায়ামূর্ত্তি আরও এগিয়ে আস্‌ছে। তাই বাধ্য হ'য়ে আর একটা গুলি ছুঁড়তে হ'লো।...ওদিক থেকে তিনিও।...সঙ্গে সঙ্গে কার আর্ত্ত চীৎকার কাণে এসে পৌঁছল।...শব্দ লক্ষ্য করে সামনের দিকে ছুটে গেলাম। মেঘমুক্ত চাঁদের আলোয় দেখলাম—তোমার বাবা রক্তাক্ত দেহে সম্মুখে পড়ে রয়েছেন। অদূরে মালবিকা। সে আমায় দেখে চিনতে পারলে,...বুঝি সাহায্যের জন্য একবার চীৎকারও করে উঠল।...তারপর আমার কাছে এসে চাপা গলায় বললে, পালাও বিজয়,...পালাও। এ হয়তো অতিশয় ভয়ঙ্কর।...এ হয়তো বিশ্বাস হবে না। কিন্তু এইমাত্র।

সুমিত্রা

কিন্তু এতদিন তুমি আমায় বলনি কেন?

বিজয়

বলেছিতো,...কাল তোমাকে সব বলবার জন্যই এসেছিলাম,...কিন্তু মালবিকা তোমায় বলতে নিষেধ করলে।

সুমিত্রা

মালবিকা!

বিজয়

হাঁ। কাল তোমার স্বাস্থ্যের কথা স্মরণ করেই সে হয়তো নিষেধ করেছিল।

সুমিত্রা

তুমি স্বেচ্ছায় আমায় সব বলতে এসেছিলে?

বিজয়

হাঁ, সুমিত্রা! তুমিই আমার একমাত্র বিচারক। রাজার বিচারে আমার জন্য কি শাস্তি অপেক্ষা করছে জানি না। কিন্তু তুমি যদি আমায় অবিশ্বাস কর,...ঘৃণা কর, তবে আমি জীবনের পরপারেও হয়তো শান্তি পাবোনা।...সুমিত্রা! [কাঁদিতে লাগিল]

সুমিত্রা

একি! একি! আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না।...আমার দৃষ্টির সম্মুখে সব যেন ঝাপসা,...অন্ধকার হয়ে গেছে। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করেছ অজ্ঞাতে?...আত্মরক্ষা করতে গিয়ে?...না দেখে?

বিজয়

হাঁ সুমিত্রা। নতুবা তোমার সামনে এমন করে স্বীকারোক্তি করবার সাহস হয়তো থাকতো না।

(ক্রমশঃ)

কথা সাজাতে সাজাতে অভ্যেস এমনি দাঁড়াবে যে, তখন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যসঞ্জাত লিপিনৈপুণ্য তাঁদের স্বপ্নের বিষয়ীভূত হয়ে পড়বে। সেই দুঃসময়ে খুঁজতে হবে যদু মধু বা বিধুর পিতামহ প্রশংসিত কোন উপন্যাস,—মস্তিষ্ক নয় উদর পরিচালনার জন্য।

আমি বলি যদি উপন্যাসকে "নাটকীয় রূপ" দিতেই হয়—তবে এমন সব উপন্যাস আজও আছে—যা সত্যিই বর্ত্তমান যুগের গর্ব্বের সামগ্রী ১২৯০ সালের প্লটের পালোয়ানী নয়। যেমন 'যোগাযোগ' 'গোরা'—'ঘরে বাইরে'; শরৎচন্দ্রের একাধিক বই, যা লোকের চিত্তরঞ্জনের দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে আজও বিরাজ করছে। চোখের জল যদি নাটকের মাপকাঠি হয় তবে কান্নার মাল মশলা এতেও কিছু কম নেই। "হাপুস নয়নে" না পারলেও, কাঁদাবে।

কর্তৃপক্ষ যদি বলেন আমরা চাই টাকা, যে বই আমাদের টাকা দিতে পারবে—তাকেই আমরা মঞ্চস্থ করবো। তাহ'লে আমি বলবো যে, মৌলিক রচনা আলমগীর, সীতা, চিরকুমার সভা, গৈরিক পতাকা, কারাগার—এরা কি কম টাকা দিয়েছিল? নাটকাকারে 'ষোড়শী' কি টাকা দেয়নি? তা যদি দিয়ে থাকে তবে আজও যে কোন ভাল মৌলিক রচনা এবং ভাল উপন্যাসের "নাটকীয় রূপ"ও যে টাকা দেবে এ কথা কোন তর্ক না ক'রেই বলা চলে। আর তা যদি না হয়, যদি কর্ত্তারা মনে করেন না এরা টাকা দেবে না, তবে আমার পরামর্শ এই যে, আরও পাঁচ সাত পা পিছিয়ে গিয়ে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' 'মডেল ভগিনী' 'হরিদাসীর গুপ্তকথা' প্রভৃতির "নাটকীয় রূপ" দিতে থাকুন; তাতে নাকি শুনেছি [পড়িনি ব'লে দুঃখিত] কান্নার সমুদ্র একেবারে থৈ থৈ করছে। তাহ'লে আমরাও নাট্য-সাহিত্যের প্রগতির একটা হদিশ পাই, তবুতো তাকে স্বীকার করা চলবে 'পশ্চাৎ-প্রগতি' ব'লে—মন্দ কি!

কুজ্ঝটিকা

শ্রীকানাই লাল পাল

কথা-নাট্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুমিত্রা

বাবা কি করলেন?

মালবিকা

শব্দ শুনে আত্মরক্ষার জন্য তিনিও গুলি ছুঁড়লেন।

সুমিত্রা

ওদের দলের সকলে?

মালবিকা

কাকাবাবুকে গুলী লাগবার পর ওরা সবাই পালিয়ে গিছলো।

সুমিত্রা

আর বিজয়?

মালবিকা

সেও।

সুমিত্রা

তুমি তাকে চিন্‌তে পেরেছিলে?

মালবিকা

হাঁ।

সুমিত্রা

তার সঙ্গে তোমার কোন কথা হ'য়েছিল?

মালবিকা

হ'য়েছিল।

সুমিত্রা

[উৎসুক ভাবে] সে কি বল্‌লে?

মালবিকা

প্রথমে সে সব বুঝতে পারেনি। যখন জানলে, সব কথা গোপন রাখবার জন্য আমার কাছে অনেক অনুনয় করেছে।

সুমিত্রা

তার পর।

মালবিকা

সে বললে হঠাৎ অজ্ঞাতে সে এ কাজ করেছে।...এতে তার কোন অভিসন্ধি বা হাত ছিল না। এইমাত্র।...আমার বিশ্বাস, পূর্ব্ব থেকেই সে এর জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। নতুবা—

সুমিত্রা

[ক্রুদ্ধভাবে] তুমি মিথ্যাবাদী।...তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

[ছুটিয়া জানালার নিকট গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বাগানের দিকে কি যেন দেখিতে লাগিল...পরে মালবিকার নিকট ফিরিয়া আসিল]

সে কখন আসিবে মালবিকা?

মালবিকা

সে তোমার জন্যই অপেক্ষা ক'চ্ছে।

সুমিত্রা

কোথা সে?

মালবিকা

কাল সারারাত সে পাতালঘরে লুকিয়ে ছিল।…জ্যেঠামশায় যখন বাগানে খুঁজছিলেন, আমি সেই সময় তাকে আমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলাম।…

সুমিত্রা

বুঝেছি মালবিকা, এর মধ্যে কী এক অচিন্ত্য রহস্যের ছায়াপাত র'য়েছে, আর তুমিই তার একমাত্র নিয়ন্ত্রী।…কিন্তু কেন, কেন মালবিকা? কেন তুমি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যার এই অভিযান নিয়ন্ত্রীত ক'রেছ?… তুমি কী মালবিকা? না;…এ আর আমি সহ্য করতে পারছিনা।…এই খানেই এর সমাপ্তি হোক্। [অস্থির ভাবে] আমি তোমায় বিশ্বাস করিনা।…যেদিন থেকে তোমার শান্ত চোখ দুটীতে একটা বিচিত্র হিংস্র দীপ্তি দেখেছি, সেই দিন থেকেই তোমার উপর আমার সন্দেহ হয়েছে।… তুমি সুন্দরী,…তুমি রাক্ষসী।—

মালবিকা

[দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কম্পিত কণ্ঠে] সুমিত্রা!

সুমিত্রা

কিছু না।…বিজয়কে ডাক…

[মালবিকা দক্ষিণের দ্বারপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। সুমিত্রা কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখের আয়নার নিকট গিয়া অবিন্যস্ত কেশ-বেশ ঠিক করিয়া লইল। এমন সময়ে বামের দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া বিজয় প্রবেশ করিল। তাহার চক্ষুদুটীতে বিনিদ্র রজনীর অশান্ত আশঙ্কার অত্যাচার চিহ্ন প্রকট হইয়া ফুটিয়াছে]

বিজয়

সুমিত্রা!

সুমিত্রা

বিজয়!

বিজয়

কেমন আছ সুমিত্রা। উঃ!…কালতো আমি সারা রাতের মধ্যে একটুও চোখ বুঝতে পারিনি…তোমায় যে অবস্থায় দেখে গিছলাম তাতে আমার মনে কী দুর্ভাবনাই ছিল—

সুমিত্রা

আমারও। আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তাম, হয়তো ভয়েই আমার মৃত্যু হতো। ওঃ, ঐ পাতালের মধ্যে কী করে রাত কাটালে বলতো? মালবিকার খেয়ালে সায় দিয়ে সারা রাত কষ্ট পেলে? রাত্রে বাড়ী গেলেনা কেন?

বিজয়

কী করি বল?…উমানাথের লোকেরা কি সে উপায় রেখেছিল?…তারা যে আমায় সারারাত পাহারা দিয়েছে। ওদের সামনে পড়লে হয়তো নানান কৈফিয়ৎ দিতে হতো। হয়তো কত কী প্রশ্ন করে তোমাদেরও বিব্রত করে তুলতো। একি! তুমি হাসছো যে?

সুমিত্রা

হাস্‌বোনা? জান বিজয়, মালবিকা বলে, তুমি আমার পিতাকে হত্যা করেছ।…এ কথা শুনে হাসবো না ত, কী কর্ত্তে বলে দাও?

বিজয়

সেও আমাকে তাই বলেছিল।…

সুমিত্রা

সে পাগল! সে পাগল! [হাসিতে লাগিল]

বিজয়

না সুমিত্রা।

সুমিত্রা

কি? কি না? [সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

বিজয়

মালবিকা সত্যই বলেছে।

সুমিত্রা

[বিবর্ণ মুখে] কি?

বিজয়

[নতজানু হইয়া সুমিত্রার পদতলের কাছে বসিয়া পড়িল ও তাহার মুখের উপর সশঙ্ক দৃষ্টি তুলিয়া আর্ত্ত স্বরে বলিল]

সুমিত্রা! আমি সত্যই অপরাধী। আমিই তোমার পিতাকে হত্যা করেছি।

সুমিত্রা

তুমি! তুমি বিজয়?

[সে এক করুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, যেন ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব]

বিজয়

বিশ্বাস কর সুমিত্রা! আমি জানতাম না,…আমি জানতাম না।

সুমিত্রা

আমি বিশ্বাস করি না।…কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। মাগো…

[অবসাদে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া সোফায় বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া তখন অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিতেছে।]

বিজয়

[সুমিত্রার পাশে বসিয়া তাহার হাত দুইটী চাপিয়া ধরিল] সুমিত্রা! সুমিত্রা!

সুমিত্রা

[ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া]

আমায় স্পর্শ করোনা! আমায় স্পর্শ করোনা। না! না! এ অসম্ভব! এ অসম্ভব! একি!…আমি কি স্বপ্ন দেখছি! কিন্তু তাই যদি হয়, এ অতি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! কবে এর সমাপ্তি হবে কে জানে? কিন্তু এতো স্বপ্ন নয়! …তবে!…তবে!…আমি কি উন্মাদ হয়েছি। পিতা,…পিতা, তোমার রোষ সম্বরণ কর পিতা।…এত বড় শাস্তি আমায় দিও না।…এ আমি সহ্য করতে পারব না—

[সোফার পিছনে মুখ গুঁজিয়া ফুঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিজয় কথা বলিল না। সে তাহার কেদারার হাতলের উপরে বসিয়া, ভীত উদ্বিগ্ন মুখে তাহার দিকে চাহিয়া কম্পিত হস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে মুখ তুলিয়া আবার বলিতে লাগিল]

management সম্বন্ধেও অভিযোগ করার কোন অবকাশ কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় রাখেন নি। আশা করেছি, বাঙ্গালী চিত্রামোদিগণ এই রঙ্গভবনে সেরা বিলাতী ছবি দেখবার যে সুযোগ পেলেন, তার সদ্ব্যবহার করবেন।

*

নিউ থিয়েটার্সের তরফে পরিচালক শ্রী:দেবকী বসু নতুন ছবি তোলবার আয়োজন করছেন,—নাম :

"After the Earthquake"

ছবিখানির হিন্দি এবং বাঙলা সংস্করণ তোলা হবে ; যে সব অভিনেতৃরা উক্ত ছবিতে অভিনয় করবেন, নীচে তাদের নাম দেওয়া গেল—

হিন্দি :	বাঙ্‌লা :
মিসেস্ খোটে	শ্রীমতী উমা
পৃথ্বিরাজ	দুর্গাদাস
নবাব	অমর মল্লিক
মলিনা	মলিনা
কৃষ্ণচন্দ্র দে	কৃষ্ণচন্দ্র দে

একটি বিপথগামী মেয়ে কেমন ক'রে তার নিজের দুরূহ সমস্যার মীমাংসা করেছিল, নারী-জীবনের সেই সমস্যা-সঙ্কুল দিকটিকে এই ছবিতে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। ছবিখানির মধ্যে চিত্রনাট্যকারের বলবার কথাটী হচ্ছে এই যে মানুষের মনের গতি বস্তুকে অতিক্রম ক'রে যদি না উঠ্‌তে পারে তাহলে ছোট-বড় কোন সমস্যারই সমাধান করা যেতে পারে না।

"ভূমিকম্পের পরে" ছবিটির গল্পটি হবে একেবারে আজকের। গল্পের মর্ম্মকথার সুরটি হবে সর্ব্বকালের। দেবকী বাবুর এই অভিনব রস-সৃষ্টির আয়োজন সার্থক হোক!

*

হলিউড্ অভিধান :

সাধারণতঃ আমরা যে সব প্রচলিত ইংরেজী কথার যে-অর্থ করি, হলিউডে সে-সব কথার ভিন্ন করা হয়। Atmosphere একটি সহজ ইংরেজী কথা, ইংরেজী অভিধান অনুসারে আমরা তার মানে জানি। কিন্তু হলিউডে তার অর্থ—অনিপুণ Extra অভিনেতা। বিচিত্র নয়? এমনি তরো আছে, যেমন—

Flash	একটি ক্ষুদ্র দৃশ্য!
Action Still	একটি দৃশ্যের ফোটোগ্রাফ।
Back Lighting	বিশেষ ক্যামেরাম্যানের কৌশলময় আলোকসম্পাত।
Back Projection	Trick Shot অর্থাৎ কৌশলময়

ক্যামেরার কাজ যাতে একটি অভিনেতাকে কৌশল ক'রে এক অস্তিত্বহীন দৃশ্যের সম্মুখে দেখানো হচ্ছে—সমুদ্রের দৃশ্য, আগুনের দৃশ্য, অগ্রগামী ট্রেনের দৃশ্য প্রভৃতি।

Basin of George	এক কাপ চা!
Belly Laugh	একটি রংদার দৃশ্যের জন্য প্রচণ্ড হাস্য।
Broad	আলোকসম্পাত এবং ক্যামেরার কাজের জন্যে বিশেষ ধরণের আলো।
Chips	সূত্রধর।
Circle it!	"এ দৃশ্যটি ভালো হয় নি!"
Comic	ভাঁড়।
Camera Hog বা Lens Lizard	যে অভিনেতা সব সময়ই নিজের মুখ ক্যামেরার সামনে আনবার জন্যে ব্যস্ত।

*

কালী ফিল্মসের "তরুণীর" শূটিং পুরোদমে চলেছে। আশা করছি, আর মাসখানেকের মধ্যেই ছবিখানি সম্পূর্ণ হবে।

*

"রূপবাণীতে" ঋণমুক্তি এখনো কিছুদিন চলবে ব'লে মনে হচ্ছে। দর্শকদের ভীড় আজো বিশেষ কমে নি।

*

"চিত্রায়" ডবল প্রোগ্রাম সমানে দর্শক আকর্ষণ করছে।

পত্রিকান্তরে পড়লাম নিউ থিয়েটার্সের তরফে শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া শরৎচন্দ্রের "বামুনের মেয়ে" উপন্যাসখানিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করবার অনুমতি লাভ করেছেন। শুনে কিছু বিস্মিত হয়েছি।

"বামুনের মেয়ে" বইখানিকে আমরা যথেষ্ট নাড়াচাড়া করেছি। তাকে নাটকে রূপান্তরিত ক'রে তার অভিনয় করেও দেখেছি। কিন্তু তার মধ্যে

চিত্র-উপযোগী বিশেষ কোন মাল্‌মশলা আছে ব'লে আমাদের মনে হয় না। "বামুনের মেয়ে"-র plot অত্যন্ত thin! ষ্টেজেই ও নাটক জম্‌বার বিশেষ অবকাশ পায় না—চলচ্চিত্রের কথা তো আরো সুদূরপরাহত। শরৎবাবুর অন্য অনেক উপন্যাস আছে, বা ঠিকমতো সাজাতে পারলে ভালো ছবি তৈরী হবে। নিউ থিয়েটার্সের কর্ত্তৃপক্ষ পুস্তক-নির্ব্বাচনে অধিকতর মনোযোগী হ'লে ভাল করবেন।

নট, নাটক ও নাট্যকার

(শ্রীবগলা ভট্টাচার্য্য)

সেদিন, মানে কিছুদিন আগে—"সুরেন্দ্র-স্মরণ-বাসরে" নটশ্রেষ্ঠ শিশির কুমার একটি কথা বলেছিলেন যে আমাদের রঙ্গালয়গুলির উন্নতি সাধন করতে হ'লে, চাই "নট, নাটক ও নাট্যকার"। কথাগুলির সারবত্তা সম্বন্ধে একটু চিন্তা না ক'রে বলা চলে যে এগুলি সত্যি কথা। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এই সত্যি কথাটি যাদের বোঝা উচিত তাঁদের বোঝাতে গিয়ে শুধু শুধু মিথ্যে পরিশ্রম হচ্ছে।

শিশিরকুমার যে তিনটি পদার্থের নাম করেছেন প্রয়োজন হিসাবে কেউ কারুর চেয়ে কম নয়। কিন্তু চতুর্থ পদার্থের কথা কেন যে তিনি বলতে ভুললেন, বিস্মিত হই সেই কথা ভেবে। যা সব প্রথমে বলা উচিত ছিল তা হচ্ছে, চাই রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী মানে চলিত বাংলায় যাকে বলে মালিক। যাঁদের দৃষ্টি শক্তির তারতম্য অনুসারে সমস্ত নাট্য-সাহিত্যের উত্থান পতন নির্ভর করে।

প্রথম কথা হচ্ছে নট। নট নিয়ে আমাদের দেশে কখনও কোন সমস্যা উঠেছে বলে আমার জানা নেই। একদিন, যেদিন নটবৃত্তি নাক সিঁটকানোর ব্যাপার ছিল তখনও না, এবং এখন, যখন নটবৃত্তি পরম লোভের বস্তু হয়ে উঠেছে এখনও না। কাজেই নটের অভাব যখন কোনদিনই ছিল না, তখন আজও থাকবে না বলে বিশ্বাস করি। গিরীশ অর্দ্ধেন্দু থেকে সুরু করে শিশির অহিন্দ্র পর্য্যন্ত এর অনুক্রম অব্যাহতই আছে।

দ্বিতীয় কথা—নাটক। এই নাটকের কথাই আসল কথা। এইখানেই আজও আমাদের সত্যিকারের অভাব। এর কথা একটু বিশদভাবে বলবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করি সত্যিই কি আমাদের দেশে নাট্যকার নেই? আমি এ কথা বিশ্বাস করিনে। কখনও কোনদিন কি তাঁরা চেষ্টা ক'রে খুঁজে দেখেছেন দেশে নাট্যকার আছে কিনা? যে সমস্ত পরিচিত ও অর্দ্ধ-পরিচিত নাট্যকার কর্ত্তাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিনিয়ত চলাফেরা করেন ও তাঁদের রুচি ও মর্জ্জিকে নাটকীয় রূপ দিতে প্রাণান্ত প্রয়াস করতে থাকেন, সত্বাধিকারীর জগতে তাঁরা ছাড়া আর নাট্যকার নেই এ কথা ভাবলে শিল্প ও শিল্পীর প্রতি দারুণ অবিচার করা হবে। ওদের দেশে শুনতে পাই সেখানে নাটক ও নাট্যকারকে আবিষ্কার করা হয়। আর আমাদের দেশে দেখতে পাই নাটক বগলে নাট্যকার চলেছেন থিয়েটারের দুষ্প্রবেশ্য সিংহদ্বার পানে "বন বন ঢুঁড়ি রে বঁধুয়া কাঁহা গ্যয়ি" গাইতে গাইতে।

কাজেই 'নাট্যকার চাই' আর্ত্তনাদ অচল। যথেষ্ট নাট্যকার আছেন দেশে; এঁরা তাঁদের দৃষ্টির সল্পতা আর অনুসন্ধান-আলস্য বশতঃ দেখতে পান না বা খুঁজে পান না। আমি এমন অনেককে জানি যাঁদের বেশ ভাল Dramaর হাত আছে। তাঁরা তাঁদের লেখা সখের সম্প্রদায়ে অভিনয় করিয়েছেন তবুও সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বারস্থ হয়নি। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন যে, শরীরে আর মনে যথেষ্ট বলসঞ্চয় না ক'রে ও কাজ ক'রতে গেলে নাকি শরীর আর মন দুই-ই ভেঙ্গে পড়বে। হবেও বা।

আমরা জানি নাটক দুই ভাগে বিভক্ত, এক হচ্ছে Drama আর একটা হচ্ছে Play. গত পাঁচসাত বৎসরের ইতিহাসে আমরা কোন Drama তো পাই-ই নি এমন কি একখানা ভাল Playও না। পেয়েছি কেবল কতক-গুলো সস্তাদরের Play নাট্যসাহিত্যের দরবারে যে গুলোর আসন সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে। বহিরাবরণের বাহ্যাড়ম্বরে সহজ হাততালির সার্টিফিকেটে যাদের আয়ুর দিন নিরূপিত হয়। মূল্যহীনতাই আজ যাদের একমাত্র মূল্য তাদের আসরে একখানি Drama পূর্ণাঙ্গ প্রবেশপত্র পাওয়া সুদুষ্কর বলতে হবে বৈকি!

গত বছর পাঁচেকের (হয়ত কিছু কম কিম্বা বেশী) নাটকের ইতিবৃত্তে আমরা পেয়েছি প্রধান এবং প্রবলতম রূপে "অমুক কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত অমুকের সুবিখ্যাত অমুক উপন্যাস" নামীয় কয়েকখানি নাটক। গত কয়েক বছর থেকে এই জিনিষটা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মত ক্রমাগত মঞ্চ থেকে মঞ্চান্তরে সংক্রামিত হচ্ছে। যে উপন্যাসগুলো যৌবনে প্রকাশকের দোকানে দোকানে নৃত্য করেছিল, আজ তাদের এই অতি বৃদ্ধ অবস্থায়ও অপার মমতাবশতঃ ত্যাগ না ক'রে কৃত্রিম প্রসাধনের দ্বারা সাজিয়ে রঙ্গমঞ্চে ধরে নাচানো হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে এ ধরণের "উপ-নাটক" গুলোতে (উপন্যাস-নাটক বললে শব্দটা বড় হ'য়ে যায় আর একটুখানি ছন্দ পতনও হয় কাজেই ওই নাম দেওয়া গেল) আছে কি? আছেন একটি বৃদ্ধ বাপ—যিনি অপত্য-স্নেহের খাতিরে একটুখানি বোকা হবেনই—মানে না হ'য়ে তাঁর উপায় নেই। আছে একটি তেজস্বিনী হতভাগিনী নাটকের শেষদৃশ্যে মর্ম্মভেদী চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যাকে হয় ট্রেণ থেকে নয় বোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। থাকবে একজন অসচ্চরিত্র গোছের লোক, হয় তার সখ বর্ম্মী মেয়ে বিয়ে করবার—নয় বৌকে বন্ধু ব'লে ডাকবার। আর চাই একজন আত্মভোলা পরোপকারপরায়ণ দরিদ্র যুবক—গ্রহ-চক্রান্তে যাকে বিয়ে করতেই হবে কোন একটি অন্ধ বা চক্ষুষ্মান মেয়েকে। ভয় নেই শ্বশুর দু ক্ষেত্রেই বড়লোক। করুণ রসের জন্য থাকবে দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী ও তাঁর ছেলে দৃশ্যের পর দৃশ্যে দারুণ দারিদ্র্যে কাল কাটাচ্ছেন, নাটকের শেষে চমকপ্রদ মিলনের আশায়। ভক্তিরসের জন্য আছে তুলসীতলা, সন্ধ্যারতি, ব্রতকথা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ শ্রেণীর নাটকে একমাত্র অভাব ছিল বীর রসের। তা' সে অভাব এবার পূর্ণ করা হয়েছে—নাটকে গুণ্ডার আমদানী ক'রে। Bravo!

আমার মনে হয় এই সব নাটকগুলো চোখের জলের মূল্যে চলে। যে নাটক যত বেশী কাঁদাতে পারবে সে নাটক হবে তত বেশী দীর্ঘজীবি। প্রত্যেক থিয়েটার নিজের নিজের 'আঁকশী' পরীক্ষায় ব্যস্ত, টেনে চোখের জল বার করতে হবে তো! ১২৯০ সালে পিতামহ আর পিতামহী যে সব উপন্যাস পড়ে কেঁদে আকুল হ'য়েছিলেন, সে সব উপন্যাসেরই "নাটকীয় রূপের" খোঁচা আজ ১৩৪১ সালে আমাকে আর আমার স্ত্রীকে কাঁদিয়ে আকুল করবে। কী রোমাঞ্চকর নাটকীয় রুচি ও প্রগতি!

দেখে দুঃখ হয় দু' একজন খ্যাতনামা নাট্যকারও এই "নাটকীয় রূপ" দানের নগর সঙ্কীর্ত্তনে মেতেছেন। প্রতিভার ওপর এযে কতখানি অত্যাচার তা' এখন হয়ত তাঁরা বুঝবেন না, বুঝবেন তখন, যখন মৌলিক রচনার কুশলতা তাঁরা হারাবেন। আর হারানো খুবই স্বাভাবিক। কারণ অন্যের তৈর

অপরেশচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলবার কথা ছিল অনেক। তার কিছুই হয় তো বলা হ'ল না। সে-কাজের ভার আমরা নাট্যজগতের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপরে অর্পণ করলুম। তিনি আশা দিয়েছেন, বারান্তরে ভালো করে অপরেশচন্দ্রের কথা বলবেন এবং এ-বিষয়ে তিনি যে যোগ্যতর ব্যক্তি সকলেই তা স্বীকার করবেন। আপাততঃ আমরা পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের শোক-বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করছি।

*

কিন্তু বাংলা নাট্যজগতের এতবড় একজন কৃতী পুরুষ মহাপ্রস্থান করলেন, অথচ তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ অথবা স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে "রঙমহলে"র কর্তৃপক্ষ একরাতও আমোদ-প্রমোদ বন্ধ রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এমন অভাবিত ও হৃদয়হীন আচরণ নিয়ে কোনরকম মতামত প্রকাশ করতেও আমরা ঘৃণাবোধ করছি।

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

বন্ধু আমার মলয়-হাওয়া,
　　আজকে পেলাম পরশ তার।
মন যে সুখে উচ্ছ্বসিয়া
　　করলে তাকে নমস্কার।

*

রঙের গুঁড়ো ছুঁড়ে ছুঁড়ে
　হাসির তালে ভুবন জুড়ে
মিষ্টি ক'রে তুললে সখা,
　　জোছনা-প্রমোদ চন্দ্রমার।

*

জেস্‌মিন আর চাঁপার কলি কর্‌চে যেন কানাকানি,
আজকে বুঝি হবে গোপন মনের কথা জানাজানি!

*

　আজকে বুঝি তোমার সাথে
　ঘুম যাবনা এমন রাতে,
একটু শুধু নরম ছোঁয়া,
　　তাই যে পরম পুরস্কার।

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় : King of the Ritz

(ব্রিটিশ লায়ন-গেনস্‌বরো পিকচার)

প্রধান ভূমিকায়—ষ্ট্যান্‌লি লুপিনো
পরিচালক—কারমাইন্‌ গ্যালন্‌
এলফিনষ্টোনে দেখানো হচ্ছে।

*

King of the Ritz একখানি সরস মিউজিক্যাল কমেডি। ছবিখানির মধ্যে আগাগোড়া একটি হাল্কা আনন্দের স্রোত প্রবাহমান। এর গল্পের নায়ক রিজ্‌-রয়েল হোটেলের প্রধান খানসামা রুড্‌ ছিল সেখানকার মেয়েদের "রাজা"—সবাই ছিল তার প্রেমে পাগল। তাদের মধ্যে ভিক্‌টোরিয়া নামে একটি পরিচারিকার সঙ্গে ছিল তার সব চেয়ে বেশী ভাব। রুড কিন্তু ঘটনাচক্রে অন্য একটি বিলাসিনী রমণীর খপ্পরে গিয়ে পড়ল—গল্প জ'মে উঠ্‌লো।

গল্পটির মধ্যে অনেকগুলি মজাদার ঘটনার সমাবেশ আছে। ষ্ট্যান্‌লি লুপিনোর অভিনয় প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছে।

*

জানবার মতো কয়েকটি তথ্য—

ওয়ার্ণার ব্রাদার্সদের ষ্টুডিও হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো। এই ষ্টুডিওর মধ্যে চার মাইল পাকা রাস্তা আছে। ষ্টুডিওর মধ্যে দশ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। তাদের ষ্টুডিওর মধ্যে চুয়াল্লিশটি ছোট ছোট বাড়ী আছে।

প্যারামাউণ্ট্‌ কোম্পানীর দেড় হাজার বিভিন্ন রকমের যান আছে, সেগুলিকে ছবির প্রোডাক্‌শানের সময় কাজে লাগানো হয়—এরোপ্লেন, মোটর-বাইক, গরুর গাড়ী, লরি, ওয়াগন, মোটর গাড়ী প্রভৃতি মানুষকে বহন করবার যত প্রকার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে সবই প্রায় সেখানে সব সময় মজুত।

ইউনিভার্সালএর ষ্টুডিওর মধ্যে একশোটি ছোট ছোট বাড়ী আছে। তাছাড়া আছে পাহাড়, নদী, জলপ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। ইউনিভার্সালের নিজের হাঁসপাতাল আছে। তাদের সাজঘরে একসঙ্গে সাড়ে সাতহাজার শিল্পী কাজ করতে পারে।

ফক্‌স-দের একটি প্রকাণ্ড গবেষণা-গ্রন্থাগার আছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকগণ তার দেখাশোনা করে।

"এস্‌কিমো" ছবিতে ঘটনাস্থলে অর্থাৎ আরটিক্‌ সারক্‌-এ কৃত্রিম বরফ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—ক্যামেরাম্যানের কাজের সুবিধার জন্যে।

চলচ্চিত্রে চোখের জল দেখাবার জন্যে অনেক সময় গ্লিসারিণ ব্যবহার করা হয়।

আলো প্রতিফলিত হবে ব'লে চলচ্চিত্রাভিনেতারা যে সব চশ্‌মা ব্যবহার করেন তারা হয় সাধারণতঃ কাচহীন।

ডি, ডব্‌লু গ্রিফিথের Birth of a Nation ছবিতে তিনহাজার ঘোড়া ব্যবহার করা হয়েছিল। আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন ছবিতেই একসঙ্গে অতগুলো ঘোড়া দেখা যায় নি।

সব চেয়ে বেশী রকমের জন্তু জানোয়ার দেখানো হয়েছে মেট্রোর Tarzan the Ape Man ছবিতে।

টম মিক্‌স্‌-এর বিখ্যাত ঘোড়ার নাম—Tony। টোনি একটি সাধারণ অভিনেতার চেয়ে ঢের বেশী জনপ্রিয়। সর্ব্বশুদ্ধ টম মিক্‌সের পাঁচটি ঘোড়া আছে। পাঁচটিরই নাম টোনি।

*

চারুনেত্রা অভিনেত্রী ডোলোরেস ডেল্‌ রিও-র যে ছবিখানি শীঘ্রই আপনারা দেখতে পাবেন তার নাম হচ্ছে—Flying Down to Rio !

Bird of Paradise এ অভিনয় ক'রে ডোলোরেস বাঙালী চিত্রপ্রিয়দের মন হরণ করেছেন। আশা করছি, Flying Down to Rio তে তাঁর ক্ষমতা আরও দুর্নিবার হয়ে উঠ্‌বে।

ডোলোরেস ডেল রি-ও এক বিচিত্র বৈশিষ্ট-সম্পন্না অভিনেত্রী। দেহ-সৌষ্টবে বা অভিনয় ভঙ্গীতে তাঁকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবার উপায় নেই।

মেক্সিকো দেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ডোলোরেস-এর মধ্যে পুরানো জগতের আরিস্‌টোক্রেসির ছাপ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। শিশুকাল থেকে কারুশিল্পের প্রতি তাঁর আছে প্রবল আগ্রহ। সঙ্গীতে এবং নৃত্যকলায় তিনি দস্তুর মতো শিক্ষালাভ করেছেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে গায়িকা এবং নৃত্যশিল্পীরূপে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন এবং অবশেষে ঘটনাচক্রে চলচ্চিত্রে যোগদান করেন। প্রথম দিনেই তিনি অবিসম্বাদী সাফল্য অর্জ্জন করেন।

মিস্‌ ডেল্‌রিওর দেহের দৈর্ঘ্য পাঁচফিট তিন ইঞ্চি। টেনিস খেলায় এবং সাঁতারে তিনি বিশেষ পটু।

শিল্প সম্বন্ধে পুস্তক সংগ্রহ করা এবং নিজের বাগানের উন্নতি সাধন করা—তাঁর জীবনের এই দুটি বাতিক দিনের মধ্যে তাঁর অনেকখানি সময় অপহরণ করে।

তিনি স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জ্জন করেছেন। তাঁর গ্রন্থাগারটী বিশেষ সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

*

এডি ক্যাণ্টরের Palmy Days ছবিখানি যারা দেখেন নি, 'রওনক মহলে' তারা সেখানি দেখবার সুযোগ পেলেন। এই ছবিতে অভিনয় করেই এডি-ক্যাণ্টর তারকার আসনে উন্নীত হন। এডির অভিনয়ে যে স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছলতা এবং প্রাণচাঞ্চল্যের পরিচয় পাওয়া যায় Palmy Daysএর মধ্যে তারা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করেছে।

এই সূত্রে, রওনকমহলের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় শ্রেষ্ঠ বিলাতি ছবি দেখিয়ে আমাদের আনন্দ দান করবার যে আয়োজন করেছেন, সে সম্বন্ধে পাঠকদের জ্ঞাত করাতে ইচ্ছা করি। রেডিও কোম্পানীর Son of Kong ; Flying down to Rio ; ইউনাইটেড আর্টিষ্ট্‌দের Roman Scandals ; Catherine the great প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বিলাতি ছবি বাছাই করে রওনকমহলে নিয়মিত-ভাবে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশী ছবিঘরগুলিতে যখন প্রায়ই দেশী ছবির অনাবশ্যক দীর্ঘ run চলেছে, সেই সময় রওনকমহলের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালী চিত্রপ্রিয়দের উৎকৃষ্ট বিলাতী ছবি অপেক্ষাকৃত সুলভমূল্যে দেখাবার ব্যবস্থা ক'রে আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন হলেন। তাঁদের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা শুধু বিলাতি ছবিই দেখাতে থাকুন, দেশী ছবি দেখাবার সিনেমাগৃহের তো অভাব নেই।

'রওনকমহল' রঙ্গগৃহটি আজকাল বেশ আরামপ্রদ হয়েছে, এদের

চিত্রনাট্যকার ও
প্রযোজক
শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

নব উপচারে প্রস্তুত
নব মন্ত্রে সঞ্জীবিত
নব রস সম্ভারের
নূতনতম নৈবেদ্য

ঋণ-মুক্তি

সঙ্গীত ও নৃত্যপরিকল্পনা
হেমেন্দ্রকুমার রায়

আধুনিক আর-সি-এ ফটোফোন যন্ত্রে গৃহীত

মহাসমারোহে সপ্তম সপ্তাহ

শনিবার ১৯শে মে, ১৯৩৪

রূপবাণী চিত্রগৃহে

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

১১ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৪১

কলালাপ

ললিতকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন "ism"এর দল উপদ্রব করতে শেখেনি, কী শুভদিন ছিল সেদিন! আধুনিক আমরা "ism"এর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছি! তোমাদের ঐ Romanticism, Naturalism, Impressionism, Post-Impressionism, Cubism, Futurism ও আরো কত কত "ism"-কে নির্ব্বাসিত করতে পারে, চাই আমরা এমন বলিষ্ঠ প্রতিভাকে। শক্তি যাদের ক্ষুদ্রতর, তারাই "ism"এর দাসত্ব স্বীকার করে। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস তা করেন নি। হোমার গেটে দান্তে সেক্সপিয়ার তা করেন নি। পরম আধুনিক রবীন্দ্রনাথও তা করেন নি। এবং "ism" কাকে বলে, অতীতের গ্রীক ভাস্কররা ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য চিত্রকর আর অন্যান্য শিল্পীরাও তা জানতেন না।

ব্রহ্মদেশের অন্যতমা বিখ্যাত নর্ত্তকী
মা তিন চী

*

এই "ism" নামক উপসর্গগুলোকে আর্টের ক্ষেত্রে আমদানি করেছে একালের বামন-শিল্পীরা। এঁদের শক্তি নেই বা খুবই কম, কিন্তু এঁদের উচ্চাকাঙ্খার সীমা নেই। এঁদের আগে আর্টের ক্ষেত্রে যে-সব মহামানুষ বিপুল সৃষ্টিশক্তি দেখিয়ে জয়মাল্য অর্জ্জন ক'রে গেছেন, সে শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েও এঁরা তাঁদেরই সিংহাসনে বসতে চান। তাই কোন-না-কোন "ism"এর ভেক নিয়ে এঁরা পূর্ব্ববর্ত্তীদের উড়িয়ে দেন। এঁদের প্রবল প্রচেষ্টা,—কি ক'রে জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন! রাস্তার চৌমাথায় যদি কেউ (ডি, এল, রায়ের ভাষায়) পা ছটো উঁচু ক'রে মাথা দিয়ে হাঁটতে থাকে, তবে তার চারিপাশে ভিড় জম্‌তে দেরি হয় না। এঁদেরও ব্যবহার ঐ-রকম। নূতনত্ব দেখাবার ক্ষমতা নেই, অতএব সহজ ও স্বাভাবিক পুরাতনকে কেউ বা একটা কাণ-প্রাণ-চম্‌কানো নতুন নামে ডেকে বাহাদুরি নেন, কেউ বা তাকে যথেচ্ছভাবে বিকৃত ও উদ্ভট ক'রে তুলে নতুন ব'লে চালিয়ে দেন। কেউ এমন ছবি আঁক্‌লেন যার মধ্যে মানুষকে মানুষ ব'লে চেনবার যো নেই। কেউ এমন অভিনয় করলেন, যার মধ্যে নিত্যদৃষ্ট মানুষের ভাব বা ভঙ্গি নেই। কেউ এমন গান গাইলেন, যা শুনলে রাগ-রাগিণীর অস্তিত্ব ভুলে যেতে হয়। কেউ এমন কথাগ্রন্থ লিখ্‌লেন, যার মধ্যে কথা আছে বিস্তর, কিন্তু গল্প নেই একটুও। আর "ism"-এর দোহাই দিয়ে এই সব বাজে মাল আর্টের নামে উঁচু দামে বিকিয়ে যাচ্ছে!

*

বিশ্ববিখ্যাত রুশ নৃত্যশিল্পী M. Fokine, এখনকার পাশ্চাত্য নৃত্যে এম্‌নি বিস্তৃতকিমাকার আধুনিকতা আনবার চেষ্টা দেখে একটি খাঁটি কথা বলছেন: "How can one set up one against the other such concepts

চিত্রনাট্যকা
ও
প্রযোজক
শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

নব উপচারে প্রস্তুত
নব মন্ত্রে সঞ্জীবিত
নব রস সম্ভারের
নূতনতম নৈবেদ্য

ঋণ-মুক্তি

সঙ্গীত ও নৃত্যপরিকল্পনা
হেমেন্দ্রকুমার রায়

আধুনিক আর-সি-এ ফটোফোন যন্ত্রে গৃহীত

মহাসমারোহে সপ্তম সপ্তাহ

শনিবার ১৯শে মে, ১৯৩৪

রূপবাণী চিত্রগৃহে

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১

কলালাপ

ললিতকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন "ism"এর দল উপদ্রব করতে শেখেনি, কী শুভদিন ছিল সেদিন! আধুনিক আমরা "ism"এর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছি! তোমাদের ঐ Romanticism, Naturalism, Impressionism, Post-Impressionism, Cubism, Futurism ও আরো কত কত "ism"-কে নির্ব্বাসিত করতে পারে, চাই আমরা এমন বলিষ্ঠ প্রতিভাকে। শক্তি যাদের ক্ষুদ্রতর, তারাই "ism"এর দাসত্ব স্বীকার করে। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস তা করেন নি। হোমার গেটে দান্তে সেক্সপিয়ার তা করেন নি। পরম আধুনিক রবীন্দ্রনাথও তা করেন নি। এবং "ism" কাকে বলে, অতীতের গ্রীক ভাস্বররা ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য চিত্রকর আর অন্যান্য শিল্পীরাও তা জানতেন না।

*

এই "ism" নামক উপসর্গগুলোকে আর্টের ক্ষেত্রে আমদানি করেছে একালের বামন-শিল্পীরা। এঁদের শক্তি নেই বা খুবই কম, কিন্তু এঁদের উচ্চাকাঙ্খার সীমা নেই। এঁদের আগে আর্টের ক্ষেত্রে যে-সব মহামানুষ বিপুল সৃষ্টিশক্তি দেখিয়ে জয়মাল্য অর্জ্জন ক'রে গেছেন, সে শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েও এঁরা তাঁদেরই সিংহাসনে বসতে চান। তাই কোন-না-কোন "ism"এর ভেক নিয়ে এঁরা পূর্ব্ববর্ত্তীদের উড়িয়ে দেন। এঁদের প্রবল প্রচেষ্টা,—কি ক'রে জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন! রাস্তার চৌমাথায় যদি কেউ (ডি, এল, রায়ের ভাষায়) পা দুটো উঁচু ক'রে মাথা দিয়ে হাঁটতে থাকে, তবে তার চারিপাশে ভিড় জমতে দেরি হয় না। এঁদেরও ব্যবহার ঐ-রকম। নূতনত্ব দেখাবার ক্ষমতা নেই, অতএব সহজ ও স্বাভাবিক পুরাতনকে কেউ বা একটা কাণ-প্রাণ-চমকানো নতুন নামে ডেকে বাহাদুরি নেন, কেউ বা তাকে যথেচ্ছভাবে বিকৃত ও উদ্ভট ক'রে তুলে নতুন ব'লে চালিয়ে দেন। কেউ এমন ছবি আঁকলেন যার মধ্যে মানুষকে মানুষ ব'লে চেনবার যো নেই। কেউ এমন অভিনয় করলেন, যার মধ্যে নিত্যদৃষ্ট মানুষের ভাব বা ভঙ্গি নেই। কেউ এমন গান গাইলেন, যা শুনলে রাগ-রাগিণীর অস্তিত্ব ভুলে যেতে হয়। কেউ এমন কথাগ্রন্থ লিখলেন, যার মধ্যে কথা আছে বিস্তর, কিন্তু গল্প নেই একটুও। আর "ism"-এর দোহাই দিয়ে এই সব বাজে মাল আর্টের নামে উঁচু-দামে বিকিয়ে যাচ্ছে।

ব্রহ্মদেশের অন্যতমা বিখ্যাত নর্ত্তকী
মা তিন চী

*

বিশ্ববিখ্যাত রুশ নৃত্যশিল্পী M. Fokine, এখনকার পাশ্চাত্য নৃত্যে এম্নি কিম্ভূতকিমাকার আধুনিকতা আনবার চেষ্টা দেখে একটি খাঁটি কথা বলছেন: "How can one set up one against the other such concepts

as music and modernism, painting and modernism, ballet and modernism? ... ... Modernism is a period in the evolution of art." শ্রেষ্ঠ আর্টের মধ্যে প্রাচীনতা বা আধুনিকতা কিছুই থাকে না। আর্ট প্রাচীন ব'লেই যে বড় আর্ট হ'তে পারে না, "মালবিকাগ্নিমিত্রে" কবি কালিদাস অনেক দিন আগেই সেটুকু বুঝিয়ে গিয়েছেন ("পুরাণং ইত্যেব ন সাধু সর্ব্বং" প্রভৃতি)। আবার, কেবল আধুনিকতার ওজুহাতে যে আর্ট 'ফ্যাসনেবল' ও আদরণীয় হয়ে ওঠে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পরমায়ু হয় মরশুমী ফুলের মত। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার ও সেক্সপিয়ার প্রাচীন কবি; ফেইদিয়াস ও প্রাক্সিতেলেস্ এবং মিকেলাঞ্জেলো, ভিঞ্চি ও রাফায়েল প্রাচীন ভাস্কর ও চিত্রকর; কিন্তু এঁদের চেয়ে বড় আধুনিক শিল্পীর নাম কেউ করতে পারেন? এইজন্যেই ফ্লবেয়ার বলতেন, "There is nothing modern! There are no modern subjects! Homer is as modern as Balzac!" তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও জঞ্জাল নিয়ে ফ্যাসান আসে আর ফ্যাসান্ যায় সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউয়ের মত, কিন্তু ওঁরা জেগে থাকেন তার মধ্যে অটল হয়ে সাগরশৈলের মত। আমাদের রবীন্দ্রনাথও আধুনিক 'ড্রয়িংরুম'র 'ফ্যাসনেবল' জীবগুলির কাছে আদর বা অনাদর যাইই পান, তাতে তাঁর কিছুই আসে-যায় না—কারণ তিনি আধুনিক নন, কালাতীত কবি তিনি সর্ব্বযুগ তাঁর মহিমা-গান গেয়ে ধন্য হবে। Sisley Huddlestone বলছেন: 'The younger generation has been taught to despise the efforts of those who have gone before. In its own trivial way it sometimes discovers some small principle that the older men well knew,]but which they put in its proper place in their system." এবং সমালোচকরা ও ব্যবসায়ীরা এতদিন জনসাধারণের চোখে ধুলো দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে বটে, কিন্তু এইবারে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। অবশ্য আর্টের ক্ষেত্রে পরীক্ষার কাজ বরাবরই চলবে, কারণ আসল শিল্পী চিরজীবনই পরীক্ষা না ক'রে পারবেন না, কিন্তু এটুকু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, কেবল আজব ব'লেই কোন আজব জিনিষ আদর পাবার দিন প্রায় গত হয়েছে। কেননা সাধারণতঃ ঔদ্ধত্য ও মূর্খতার ফলেই সেটা সম্ভবপর হ'ত। কুশ্রী, বেয়াদপি, অযোগ্যতা ও অক্ষমতার অত্যাচার জনসাধারণ যথেষ্ট সহ্য করেছে, আধুনিক যুগের প্রাকৃতজনরাও আজ ফ্যাসানের মোহে তেমন অন্ধ নয়;—যা পছন্দসৈ নয় তাকে খারাপ বলবার সাহস তারাও সঞ্চয় করছে,—আধুনিক যুগধর্মের সঙ্গে যে "classicism"-এর সম্পর্ক আছে, বর্ত্তমান আর্টের স্রোত ফিরেছে তার দিকেই।"—কিন্তু এটা হচ্ছে পাশ্চাত্যের কথা, বাংলাদেশে এখনো এমন কথা বলবার শুভ-সুযোগ আসে-নি!

•

প্রসঙ্গান্তরে আসা যাক্।... ... ... আজকাল বাংলাদেশে এক শ্রেণীর উপন্যাস বেরুচ্ছে, তার পাত্র-পাত্রী বাঙালী বটে, কিন্তু তাদের মতন মেয়ে-পুরুষ আমাদের দেশে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ ঐ-সব উপন্যাস বাস্তবতার উপরে দাবি রাখে! আমরা যে বাংলার পর নই, ঘরেরই লোক, বোধ হয় এটা আর প্রমাণিত করতে হবে না। আধুনিকতা ও হাল-ফ্যাসানের লীলাক্ষেত্র বালিগঞ্জও আমাদের অচেনা জায়গা নয়; যাঁরা মনীষা ও সংস্কৃতির গর্ব্ব করেন এমন মেয়ে-পুরুষও ঢের দেখলুম এবং ওখানকার যে-সব পুরুষ ও মহিলা পুরোপুরি একেলে হবার জন্যে প্রকাশ্যে একসঙ্গে নির্ব্বিচারে ব'সে সিগারেট, হুইস্কি-সোডা বা শ্যাম্পেনের সদ্ব্যবহার করেন তাঁদেরও মধ্যে আমাদের সুপরিচিত লোকের অভাব নেই—তাঁদের মতি-গতি, হাব ভাব ও কথাবার্ত্তা বুঝতে কোনই কষ্ট হয় না, কিন্তু এই-সব অদ্ভুত 'বাস্তব' উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের কিছুই ধরতে-ছুঁতে পারি না কেন? বাস্তব উপন্যাস যদি জীবনের আলোক-চিত্র হয়, তবে ঐ-সব উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা দেশের কোন্ গোপন নিভৃত কোণে বাস করেন? আমাদের বন্ধু "ক" বললেন,—"আমি জানি ওরা কোথা থেকে এসেছে!"—"কোথা থেকে?"—আধুনিক য়ুরোপের যে-সব ঔপন্যাসিক "ism"-এর পূজো করে, তাদেরই গ্রন্থ-জগৎ থেকে। বাঙালী ঔপন্যাসিকদের পাল্লায় প'ড়ে ওরা বাংলা নাম নিয়েছে মাত্র।" বন্ধু "খ" বললেন, "যাঁরা এই-সব উপন্যাস লিখেছেন তুমি তাঁদের বয়সের খোঁজ নিও। দেখবে, তাঁরা কেউ সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছেন, কেউ কেউ এখনো বেরোন নি। এ বয়সে কেউ বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হ'তে পারে না। ওঁরা কাঁড়ি কাঁড়ি বিলাতী বই পড়েন, হজম করবার শক্তি এখনো হয় নি। কাজেই রঙিন রঙিন দিবাস্বপ্ন দেখেন—ছেলেপুলে হয় নি, চাকুরি-বাকুরি জোট্‌বারও সময় আসেনি, অতএব দিবাস্বপ্ন দেখবার প্রচুর অবসরও আছে। এই সব দিবা-স্বপ্নকেই আমাদের মস্তকের উপরে সজোরে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। বিলাতী বাস্তব উপন্যাস থেকেই এই দিবা-স্বপ্নগুলির উৎপত্তি, কাজেই এঁদের লেখা উপন্যাসগুলিও 'বাস্তব' না হয়ে যায় না।" ... ... বন্ধুদের কথায় বোঝা গেল, য়ুরোপ-আমেরিকায় যারা বাস্তব, বাংলাদেশেও তারা বাস্তব ও স্বাভাবিক! আর কেনই-বা না হবে? বিজ্ঞান যে বর্ত্তমান পৃথিবীকে ছোট্ট ক'রে দিয়েছে! সুতরাং বিলাতের কোন লেখক যদি বঙ্কিম-রবি-শরতের উপন্যাস প'ড়ে সূর্য্যমুখী শৈবলিনী বিনোদিনী বা বিরাজ-বৌকে স্থানান্তরিত ক'রে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে মেরি লুসি ফ্যানি বা জেন নামে 'সর্ট্ স্কার্ট' পরিয়ে দেখায়, তবে তারাও সেখানে বাস্তব ও স্বাভাবিক চরিত্র ব'লে গণ্য হবে!! কি বলেন?

•

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের উপযোগী সুন্দরী অভিনেত্রীর অভাব নিয়ে পত্রান্তরে কোন লেখক অত্যন্ত হাহাকার করেছেন। এদেশে চলচ্চিত্র আছে, অথচ নাকি সুন্দরী অভিনেত্রী নেই;—হাহাকার করবারই কথা। কিন্তু উপায় কি? পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের লোকেরা যে দৈহিক সৌন্দর্য্যের আদর্শে খাটো, এ অপবাদটা খুবই আদ্যিকালের অপবাদ। এমন-কি প্রথম মোগল-সম্রাট বাবরও তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন, "Hindustan is a country that has few pleasures to recommend it. The people are not handsome." সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে আবার যে-কয়টি দেশের নারী-সৌন্দর্য্য নিম্নতর শ্রেণীর, বাংলাদেশ হচ্ছে নাকি তারই অন্যতম। এবং বাংলাদেশের ভদ্র পরিবারের মধ্যেও অল্প যে-কয়েকজন সুন্দরী পাওয়া যায়, তার ভিতর থেকেও অভিনেত্রী সংগ্রহের সুযোগ আমাদের চলচ্চিত্রের নেই—অন্যান্য অধিকাংশ দেশের যা আছে। অতএব অরণ্যে রোদন ক'রে এবং অন্যান্য দেশের সৌভাগ্যের কথা ভেবে মন খারাপ ক'রে লাভ কি? প্রকৃতির অভিশাপ থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই। বিলাতী ছবির মেয়েদের দেখে জন চায়নাম্যান যদি মাথায় করাঘাত ক'রে বলে—'হায় রে, চীনা ছবির মেয়েদেরও নাক-চোখ ঠিক অমনিধারা হ'ল না কেন?'—তবে সে দুঃখের কথাটা হয়ে উঠবে নিতান্তই হাসির কথা। কিন্তু জন চায়নাম্যানের মগজে বুদ্ধির অভাব হয়নি কোনদিন। অমন কথা সে কখনো বলবে না। সে জানে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি ভিন্নরকম। কালো রং, পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো চুল—এ-সব হচ্ছে নিগ্রো সৌন্দর্য্যের লক্ষণ। এবং এ-সব লক্ষণ মিলিয়ে দেখে কে

বলবে, নিগ্রোরা সুন্দর নয়? ফরাসী ভাস্কর ওগস্ত্ রোদাঁ শ্যামদেশের 'মঙ্গোলিয়ান' ছাঁচের সৌন্দর্য্য দেখে যখন প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি য়ুরোপীয় সৌন্দর্য্যের আদর্শের কথা ভাবেন নি। আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে নিগ্রো চিত্র ও ভাস্কর্য্যেরও আদর কম নয়। সে-সব ছবি ও মূর্ত্তি দেখবার সময়ে সাহেবরা নিগ্রো আদর্শ ধ'রেই বিচার করে, তাই তাদের ভিতরে সৌন্দর্য্যের পরম ঐশ্বর্য্যও লাভ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। আমরাই বা য়ুরোপীয় আদর্শ সাম্‌নে রেখে বাঙালীর রূপের বিচার করব কেন? বিলাত হচ্ছে বরফের দেশ, ওখানকার মানুষদের তাই কটা রং, কটা চুল, কটা চোখ। বাংলা হচ্ছে শ্যামলা দেশ, এখানে কালো চুল, কালো চোখ, কালো রংই মানানসৈ। বাঙালীর মেয়ের গড়ন ও দৈহিক দীর্ঘতা যদি মেমেদের মতন হ'ত এবং তার চুল ও চোখ হ'ত কটা, তাহ'লে তাকে বোধ হয় এখানে ভালো মানাতো না। পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমাদের রুচিবিকার ঘটেছে ব'লেই এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে আমরা এখন বিদ্রোহ প্রকাশ করি। কেবল আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক নন, আমরা নিজেরাও সমস্ত জেনে-শুনেও অনেক সময়ে ফিরিঙ্গির চোখের পরকোলা প'রে বাংলাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। এ হচ্ছে ভুল শিক্ষার মুস্কিল।

*

তারপর আর এক কথা। য়ুরোপ-আমেরিকার ছবিতে আমরা যে-সব নামজাদা অভিনেত্রী দেখি, প্রতীচ্য সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি ধ'রে বিচার করলেও তাঁরা অনেকেই বিশেষ সুন্দরী ব'লে বিবেচিত হবেন না। গ্রেটা গার্ব্বো, মার্লেন ডিয়েট্রিচ্, লুপে ভেলেজ, গ্লোরিয়া সোয়ানসন, ডোলোরেস ডেল রিয়ো, পোলা নেগ্রি—এমনি আরো কত কত নাম করা যায়, ছবির জগতে যাঁদের ভাব-ভঙ্গিমা দেখে আমাদের চিত্ত রূপে-রসে স্নিগ্ধসুন্দর হয়ে ওঠে, অথচ বাস্তব জগতে ওদেশে যাঁরা সেরা রূপসী ব'লে কোনই কদর পাবেন না। অবশ্য 'ক্যামেরাম্যানে'র কৌশল ও নৈপুণ্য তাঁদের রূপের অনেক খুঁৎ ঢেকে দেয় বটে, কিন্তু কেবল সেই কারণেই তাঁরা আমাদের নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করেন না। তাঁরা পরমসুন্দরী হয়ে ওঠেন অভিরাম ভাবাভিব্যক্তির গুণে। নিখুঁৎ সুন্দরীর মুখও ভাবহীন হ'লে সুন্দর দেখায় না, সে মূর্ত্তিকে মোমের পুতুলের মতন আল্‌মারিতে সাজিয়ে রাখা চলে, কিন্তু নাট্যজগতে সে একেবারে ব্যর্থ। সারা বার্ণার্ড মোটেই সুন্দরী ছিলেন না, অথচ নাট্যজগতে তাঁর উপাধি ছিল "স্বর্গীয়া সারা"। আনা পাব্‌লোভাকে তো কুৎসিত বললেও চলে, কিন্তু নৃত্য-মঞ্চের উপরে তাঁর যৌবনহীন মূর্ত্তিকেও যে কোন রূপসী ষোড়শীর চেয়ে সুন্দর দেখাত। আমাদের দেশের তারাসুন্দরী, প্রভা ও নীহারবালাও যখন অভিনয় করেন তখন তাঁদের অসুন্দর দেখায় না। অভিনেত্রীর শ্রেষ্ঠ রূপের সম্পদ হচ্ছে তাঁর ভাবের সম্পদ। চলচ্চিত্রে বাঙালী অভিনেত্রীরাও এই অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারিণী হ'তে পারলে কেহই তাঁদের রূপহীনা ব'লে ডাকতে পারবে না। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক এই মস্ত সত্যকথাটা ভুলে গেছেন। বাঙালী অভিনেত্রীদের দৈহিক রূপের অভাব আমরা অনায়াসেই ক্ষমা করতে পারি, কারণ সেজন্যে তাঁদের কুৎসিত দেখায় না। তাঁদের অসুন্দর দেখায় রসময় ভাবের অভাবে। কিন্তু এজন্যে কেবল অভিনেত্রীদের দায়ী করলেও চলবে না। বাংলা চলচ্চিত্রে ভাবসুন্দর অভিনেত্রীর অভাব যতখানি, ভাবসুন্দর অভিনেতার অভাবও তার চেয়ে একটুও কম নয়। কেবল

বাংলা ছবি কেন, সারা ভারতের ছবিই এই বিশেষ অভাবের জন্যে উচ্চশ্রেণীতে উঠতে পারছে না। লেখক বোম্বাই-মার্কা ছবির সুন্দরীদের দেখে মোহিত হয়েছেন বোধ হয়। আমরা হই নি। সেখানেও একসঙ্গে ভাবসুন্দর ও রূপসুন্দর দেশী অভিনেত্রীর সংখ্যা নগণ্য। তাই বোম্বাই-ওয়ালারাও মেম নটীর সাহায্য না নিয়ে পারে নি।

*

কিন্তু উক্ত লেখক বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী হিসাবে শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর নাম ক'রেও সুন্দরী হিসাবে তাঁকে বাদ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে হিসাবে যদি ধার্য্যই হয় যে, বাংলাদেশে সুন্দরীর সংখ্যা অল্প, এবং যাঁরা আছেন তাঁদেরও মুখ চলচ্চিত্রে অচল, তাহ'লেও শ্রীমতী চন্দ্রাবতীকে সুন্দরী ব'লে অস্বীকার করা সহজ নয়।

*

অমৃতলাল বসুর পরলোকগমনের পর বাংলা রঙ্গালয়ে গত যুগের পতাকা বহন করছিলেন অপরেশচন্দ্রই। সে-যুগের আরো কয়েকজন প্রাচীন অভিনেতার জীবন-দীপ এখনো টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলছে বটে, কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তাঁরা কোন বিশিষ্টতার দাবি করতে পারবেন না—তাঁরা কোন কোন ভূমিকায় ভালো বা চলনসই অভিনয় করেছেন, এইমাত্র। অপরেশচন্দ্র দল গড়তে ও নট-নটী সৃষ্টি করতে পারতেন, এঁদের সে শক্তি ছিল না। অপরেশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় দুবার দুটি রঙ্গালয় নাট্যজগতে বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল।··· ··· ··· ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর আগেকার কথা। মিনার্ভা থিয়েটার তখন খুব জোর চলছে (মনে হচ্ছে, তারই কিছু দিন আগে 'মিনার্ভা'য় "দুর্গেশ-নন্দিনী"র এক অপূর্ব্ব অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, তারকনাথ পালিত, তিনকড়ি ও শ্রীমতী তারাসুন্দরীর বিচিত্র সম্মিলন দেখেছিলুম!)। হঠাৎ প্রধানতঃ 'মিনার্ভা'র দল ভেঙে 'ক্লাসিকে'র লুপ্ত আসরে "কোহিনূর থিয়েটারে"র প্রতিষ্ঠা হ'ল। তখনকার অধিকাংশ প্রধান নট ও নটী "কোহিনূরে"র আশ্রয়গ্রহণ করলেন, যথা - গিরিশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, অপরেশচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল, মণ্টুবাবু, রাণুবাবু, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে, স্বর্গীয়া তিনকড়ি, ভুবনকুমারী, কিরণবালা, কুমুদিনী, ছোটরাণী ও শ্রীমতী তারাসুন্দরী প্রভৃতি। প্রথম নাটকের নাম বিজ্ঞাপিত হ'ল—ক্ষীরোদপ্রসাদের "চাঁদবিবি"। রং-বেরঙের জমকালো প্রাচীরপত্রে সহর ছেয়ে গেল—নূতন এক উপভোগের আশায় নাট্যরসিকরা উন্মুখ হয়ে উঠলেন! তারপরে সে কী ঘটা ক'রে প্রথম অভিনয়ের আয়োজন! অনেক কষ্টে একটাকার জায়গায় তিনটাকা খরচ ক'রে একখানি টিকিট সংগ্রহ করলুম (তখনকার দিনে তিনটাকা ছিল খুব উচ্চাসনের মূল্য, অত দাম দিয়ে সেইই প্রথম টিকিট কিনলুম, কারণ আর সব আসন বিকিয়ে গিয়েছিল)। ভিতরে গিয়ে দেখি, প্রেক্ষাগারে তিলধারণের ঠাঁই নেই—চারিদিকে যেন বাদুড় ঝুলছে! সেই রাত্রে তখনকার নাট্যরসিকদের মধ্যে যে আবেগ, উত্তেজনা ও আনন্দের প্রকাশ দেখেছিলুম, এখনকার প্রেক্ষাগারের বিশেষ কোন অভিনয়েরও সময়ে তা আর দেখতে পাই না। তখন অভিনয় দেখে আমরাও যতটা তৃপ্তিলাভ করতুম, সে-তৃপ্তিও এখনকার কোন অভিনয় দিতে পারে না। তখন 'আর্ট' 'আর্ট' ব'লে কেউ চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাতো না, কিন্তু তখনকার 'ড্রপ-সিন' পর্য্যন্ত আর্টের হরেক রকম বিজ্ঞাপনের হরফে ক্ষতবিক্ষত ও কুৎসিত হয়ে উঠত না। তখনকার ঐক্যতানবাদনও ছিল কলাবিদের উপভোগ্য, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তার জন্যেও এখনকার চেয়ে ঢের বেশী টাকা খরচ করতেন। মনে আছে, সখী-সঙ্ঘের নাচগানের সঙ্গে স্বর্গীয় দক্ষিণাচরণ সেনের নেতৃত্বে ঐক্যতানবাদন বাংলা রঙ্গালয়ে প্রথম শুনি "কোহিনূরে"র সেই প্রথম রাত্রেই।··· ··· ···এর পরে আমাদের নাট্যজগতে অপরেশচন্দ্র আবার যে নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করেন, তার কথা বিস্তৃত ভাবে না বললেও চলবে, কারণ এখনকার অনেকের কাছেই তা অবিদিত নেই। "ষ্টারে"র আসরে নূতন ও পুরাতন দলের সম্মিলনে "কর্ণার্জ্জুনে"র স্মরণীয় অভিনয়ের কথাই আমরা বলছি। ··· ··· ··· পুরাতন দলের নট-নাট্যকার হিসাবেও সকলে অপরেশচন্দ্রের নাম করবে। তাঁর আগে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে নট-নাট্যকার রূপে পেয়েছি আমরা এই কয়জনকে—গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোমোহন গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার।

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

গঙ্গা নাচে, সঙ্গে নাচে বৈশাখী!
মেঘের হাতে ঝল্‌কে ওঠে আগুন-ভরা সাপ-রাখী!

*

জীবন-কুসুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে
কে সাড়া দেয় বক্ষ-নীড়ে—
উন্মাদিনী দিক্‌বালিকা যায় ছুটে যায় চাঁদ ঢাকি।

*

কে নটনাথ নৃত্য করো গঙ্গাধারার সঙ্গে,
ভয়ঙ্করের ভক্ত আমি—হর্ষ জাগে অঙ্গে!

*

আজ প্রলয়ের পাগ্‌লা ছাঁদে
হাস্‌ব যখন বিশ্ব কাঁদে—
মৃত্যু-নেশায় মত্ত হয়ে মুগ্ধ আমার দুই আঁখি!

কুজ্ঝটিকা

শ্রীকানাই লাল পাল

কথা-নাট্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুমিত্রা

কিন্তু যাদের মুখে এ কাহিনী শুনেছি তারাতো এ সব কিছু বলেনি।

বিজয়

তুমি কি বলছো সুমিত্রা?...

সুমিত্রা

বাগানে তুমি একা ছিলে?

বিজয়

বলেছিতো, মালবিকা শুধু এ হত্যাকাণ্ডের এক মাত্র সাক্ষী।

সুমিত্রা

কিন্তু একি সত্য নয়, যে তোমার সঙ্গে আরও লোক ছিল? তোমার দলের লোকেরা?

বিজয়

আমার লোক! আমার দলের লোক!!

সুমিত্রা

হঃ! শুধু তাই নয়,.. অস্ত্র নিয়ে?

বিজয়

সুমিত্রা!

সুমিত্রা

কিন্তু কেমন করে তুমি জানলে—তিনি সেই মরা আমগাছের পাশ দিয়ে—যেখানে তুমি দাঁড়িয়েছিলে—এগিয়ে যাবেন? কতদিন ধরে এমনি সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলে বিজয়?

বিজয়

কতদিন! আমিতো বলেছি সুমিত্রা, শুধু তোমার জন্যই প্রতিরাত্রে অন্ধকারে বাগানে প্রতীক্ষা করতাম। কোন দিন তো তোমার বাবাকে বাগানে বেড়াবার কল্পনা করতেও পারিনি। কেমন করে জানবো—তিনি সেই রাত্রে অন্ধকারে বেড়াতে বেরুবেন? আমি তোমার পিতাকে গুপ্ত-ঘাতকের মতই হত্যা করেছি,...এই কি তোমার বিশ্বাস?...তুমি কি বলছ সুমিত্রা!

সুমিত্রা

আমি কি বলছি, তুমি হয়তো সব বুঝতেও পারবে না।...কিন্তু এমনি করেই সে বলে। আমি জানি সে মিথ্যাবাদী।...আমি তাকে বিশ্বাস করি না।

[সে ধীরে ধীরে বিজয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ও তাহার হাত দুইটা ধরিয়া কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহার চক্ষু দুটীর দিকে চাহিয়া রহিল। বিজয় অবসাদে তাহার পদতলের কাছে ভাঙিয়া পড়িতেছিল,...সে সহসা দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া অশান্ত উন্মাদভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল]

না,—না। আমি বিশ্বাস করি না। আমি ওদের বিশ্বাস করি না। আমি তোমায় ভালবাসি বিজয়!...তোমার প্রেমে জীবনে আমি অমৃতস্বাদ পেয়েছি।...ওদের চক্রান্তে আজ আমি এমন ক'রে তোমায় হারাতে পারবনা। তোমায় হারাবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হোক্!...তাতেও আমি দুঃখ করি না।

বিজয়

সুমিত্রা, সুমিত্রা! কি বলছ?

সুমিত্রা

[তাহার বুকের একান্ত সন্নিকটে মুখ গুঁজিয়া]

কিছু না—কিছু না। ওরা আমাদের জীবন ব্যর্থ করবার কত বড় চেষ্টাই করেছে।...কিন্তু আমরা ওদের সকলকে ব্যর্থ করেছি। তাই ওদের তুচ্ছতার কথা ভেবে, আমার অতি বড় দুঃখের মধ্যেও হাসি রোধ করতে পারছি না। তুমিও হাস বিজয়!...আজ আমাদের উৎসব প্রভাত!...আজ আমি আবার নূতন ক'রে তোমাকে জয় করেছি!...উঃ...উঃ...

[সহসা দ্বারের নিকট গিয়া]

মালবিকা! মালবিকা!!

[বিজয়ের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পরম নির্ভয়ে সে তাহার কাঁধের উপর মাথা রাখিল।...অপর দিক হইতে মালবিকা প্রবেশ করিয়া উভয়ের দিকে বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল]

এস এস মালবিকা, আজ আমাদের বিজয়োৎসব!...দুর্ভাগ্য আজ ভুল করে আমাদের জীবনের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিল।...আমাদের প্রেম তাকে জয় ক'রেছে।...ওই দেখ, তাই সে পরাজয়ের অন্ধকারে অন্য পথে অগ্রসর হয়েছে।...

[বিচিত্র এক হাসির দীপ্তিতে মুখ ও চোখ দুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সেই দৃষ্টির সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। ব্যাধ ভীতা হরিণীর মতই সন্ত্রস্ত চরণে ভিতরের দিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সুমিত্রা সশব্দ উচ্ছল হাসিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল ও মুহূর্ত্ত পরে বিজয়ের হাত ধরিয়া বিপরীত দিকে বাহির হইয়া গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

দৃশ্য—পূর্ব্ববৎ। কাল—পরদিন রাত্রি।

[সুপ্রচুর আলোকে গৃহের সাজ-সজ্জা ঝলমল করিতেছে। পিছনের জানালা দুটটাই উন্মুক্ত, এবং তাহার ফাঁকে কক্ষের মধ্যে দুইফালী স্বচ্ছ চন্দ্রালোক আসিয়া মেঝের কার্পেটের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণের দেওয়ালের কোণে একটা পিয়ানো,—তাহারই সম্মুখে বসিয়া মালবিকা পর্দ্দার উপর উন্মনাভাবে ইতস্ততঃ অঙ্গুলী চালনা করিতেছে। মুখে বিষণ্ণ অবসন্নতার ছাপ।...মনের কোন গোপন প্রান্তে বুঝি ঝড় উঠিয়াছে।...অপর দিক হইতে সুমিত্রা প্রবেশ করিয়া তাহার পিঠের উপর হাত রাখিল।...মালবিকা চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া, কি এক দুর্ব্বোধ্য দৃষ্টিতে তাহার মুখের উপর চাহিয়া রহিল]

সুমিত্রা

[অনুযোগের সুরে] আজও তোমার মনের তল পেলাম না মালবিকা। একি তোমার উন্মাদ সাংঘাতিক খেলা বলতো? একে আমার ধারণাই হয় না!...বিজয়কে এখনও তোমার উন্মত্ততার কথা বলিনি। তার বর্ণনা আর তোমার বিবৃতির মধ্যে যে কত বড় অসঙ্গতি রয়েছে, তা দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না।...তোমায় অনুরোধ মালবিকা, এমনি করে আমায় আর সন্দেহের মধ্যে রেখো না।

মালবিকা

[ক্লান্ত ভাবে] আমি তোমার কি করেছি সুমিত্রা, যে কাল থেকে বার বার এমনি করে আমায় অপমান করছ? আমি তোমার আশ্রিত জানি, কিন্তু এই নিষ্ঠুর পরিহাস!—

[রুমালে চক্ষু মুছিল]

সুমিত্রা

সব বুঝেছি। আজ আর তোমার প্রশান্ত দৃষ্টি আমাকে ভোলাতে পারবে না।...একদিন ছিল, যেদিন তুমি যে আমার সহোদরা নও,...আমার পিতার উদার অনুগ্রহের একজন আশ্রিতা মাত্র,—একথা মনে হয় নি।...সেদিন কন্যা-স্নেহেই দুইজনে একই পিতা'র স্নিগ্ধ দৃষ্টিতলে পালিত হয়েছি।...তখন তোমার ঐ সরল চোখ দুটীর শান্ত দৃষ্টির মধ্যে কখন নিবিড়তম স্নেহের,—সান্ত্বনার অভাব হয় নি।...কিন্তু আজ তোমার ঐ দৃষ্টিতে যে জীঘাংসা জেলে রেখেছে, তা আর কারও দৃষ্টিকে প্রতারিত করতে পারবে না। বিজয় আমার সব কথাই খুলে বলেছে।...তার স্বীকারোক্তি ও তোমার বর্ণনার কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পেলাম না। কিন্তু কেন মালবিকা? কেন তুমি এই ঘৃণ্য কাহিনী রচনা করেছ? একি তোমার উন্মাদনা?...না, এর মূলে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?...

মালবিকা

সুমিত্রা, আমার বিবরণের মধ্যে হয় তো কিছু ভুল থাকতে পারে।...আমি তো বলেছি, সেদিনকার রাত্রি ছিল মসীময় অন্ধকার।...তার মধ্যে সমস্ত দেখাও কিছু সম্ভব ছিল না।

সুমিত্রা

তুমি শেঠজীকে কি বলেছ?

মালবিকা

যা সত্য। তোমার কাছে যা বলেছি ঠিক তাই। প্রয়োজন হলে সমস্ত জগতের সম্মুখে বলতেও কুণ্ঠিত হব না।...বিজয়ের নামটুকু ছাড়া তাকে সবই বলেছি।...

সুমিত্রা

[বিরক্ত ভাবে] উষানাথকে সব বলেছ।...সব বলেছ! এতক্ষণ ভেবেছি, হয়তো সমস্ত ঘটনার মধ্যে কোথাও একটা মস্ত বড় ভুল বাসা বেঁধে রয়েছে। কিন্তু না—তুমি রাক্ষসী! তুমি রাক্ষসী! বিজয়কে কি এক দুশ্ছেদ্য বিপদে জড়িত করবার জন্য কি যেন এক ফাঁদ পাতা রয়েছে। কি যেন চক্রান্ত ছায়ার মতই তার চার পাশে ঘুরছে। কিন্তু কেন, কেন মালবিকা? কেন তুমি বিজয়ের বিরুদ্ধে আমার মন এমনি করে বিষাক্ত করে দিতে চাইছ? উঃ, দয়া কি তোমার একটুও নেই মালবিকা?

মালবিকা

বুঝেছি স্থমিত্রা। আমার কথা বিশ্বাস করবার মত তোমার মনের অবস্থা নেই। কিন্তু আমার উপরই বা কেন এই ঘৃণ্য কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছ। ভেবে দেখ স্থমিত্রা,…এতে আমার স্বার্থ কি? বিজয়কে অপরাধী ভাবতে তোমার হয়তো প্রবৃত্তি হবে না। কিন্তু—আইনের চক্ষে ধর্ম্মের চক্ষে, সে আজ সামান্যতম ঘৃণ্য আততায়ী। যে কারণেই হোক, সে কাকাবাবুকে হত্যা করেছে। তিনি তোমার পিতা। এতদিন পিতৃশোকে মর্ম্মাহত হয়ে, পিতৃহত্যাকারীকে শাস্তি দেবার জন্য তুমি উন্মাদ হয়েছিলে! কিন্তু আজ তোমার সে শোকের সান্ত্বনা মিলেছে। তুমি তাকে পিতৃহন্তা জেনেও ক্ষমা করেচ। কিন্তু আমি? ভেবোনা স্থমিত্রা, কাকাবাবুর অতৃপ্ত আত্মার সদ্‌গতির জন্য কর্ত্তব্য কেবল তোমারই আছে! কন্যারই স্নেহে আমিও তাঁর হাতে প্রতিপালিত হয়েছি। তাঁর প্রতি কর্ত্তব্য আমারও আছে। তাই তুমি ব্যথা পাবে জেনেও এই নির্ম্মম সত্য উচ্চারণ করতে হয়েছে।… আমার ভুল বুঝনা স্থমিত্রা।

স্থমিত্রা

[দুই হাতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া] নারী আমি, আমি তো জানি, কী অধিকন্তু কষ্টে তুমি এক চরম সত্যকে গোপন করে রাখছ।

মালবিকা

আমার সত্য-মিথ্যায় মূল্য কী স্থমিত্রা? তুমি তো তাকে ক্ষমা করেছ। তোমাদের বিজয়-মিলনোৎসবের সাক্ষীও ত এই আমি।

স্থমিত্রা

আমি হয়তো তাকে ক্ষমা করতে পারব,…কিন্তু আইন? তুমি জাননা মালবিকা, তুমি তার কত বড় চরম ক্ষতি করতে বসেছ।…এ কলঙ্কের অর্থ কি জান? হয় তো মৃত্যু। [কাঁদিতে লাগিল] আমার বিশ্বাস, আমার ক্ষমা, আমার প্রেম, তাকে আইনের নির্ম্মম দণ্ডাজ্ঞা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না।…তুমি তো জান মালবিকা, আমি তাকে ভালবাসি!…সে যদি শাসনের নির্ম্মম যূপে এমনি করে আত্মবলি দেয়,—তারপর কেমন করে প্রতিনিয়ত তোমাকে আমি চোখের উপর সহ্য করব? কি শক্তি দিয়ে আমাকে শাসন করব মালবিকা?

মালবিকা

এই কি তোমার আদেশ স্থমিত্রা? তোমার মনের মত মিথ্যা রচনা করতে না পারলে, তোমার গৃহে আমার স্থান হবে না, এই কি তোমার ব্যবস্থা। উত্তম,…তাই হোক্। সত্য বলার যদি মূল্য এই হয়, তাতেও ভয় করিনে।… তাই হোক, সমস্ত জগতের সম্মুখে আমার অতি দুঃখের সত্যই প্রচার করে যাব।…

স্থমিত্রা

অর্থাৎ?—

মালবিকা

উষানাথ জ্যেঠামশায় কি আজ রাত্রে এখানে আস্‌বেন?

স্থমিত্রা

হ্যাঁ … কেন?

মালবিকা

তোমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নেবার আগে তাঁকে সব ব'লে যেতে হবে।…পরে স্থযোগ হবে কি না কে জানে?…

স্থমিত্রা

[উন্মত্ত ভাবে] তুমি পারবে না।

মালবিকা

নিশ্চয়। আমায় বলতেই হবে। বিজয় তোমার বন্ধু,…তোমার কাছে, সে দেবতার মতই নিষ্কলঙ্ক।…কিন্তু আমারতো তার উপর কোন মমতাই নেই। হত্যাকারী যে, শাস্তি তা'কে পেতেই হবে।

স্থমিত্রা

ক্ষমা করো মালবিকা, ক্ষমা করো।…অনুরোধ।

মালবিকা

না,…না।…কোন কারণেই মিথ্যা বলতে পারবনা।

স্থমিত্রা

তুমি পারবে না,… তুমি পারবে না। যতদিন আমি জীবিত আছি, আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমায় প্রতিরোধ করব।

[মালবিকা মাথা নাড়িল]

ওরে উন্মাদ।…ওরে রাক্ষসী!!…তোমার প্রাণে কি এতটুকু মমতা নেই? নারী হয়ে, নারীর এতবড় সর্ব্বনাশ করিস্‌নে বোন। [কিছুক্ষণ থামিয়া] আমি তোমার কী করেছি, যে আমার বিরুদ্ধে এত বড় চরম শাস্তি উদ্যত করে রেখেছ?

মালবিকা

তুমি আমার কী করেছ? উত্তম!…তুমি আমায় পথ থেকে তুলে এনে রাজার সিংহাসনে বসিয়েছ।…আমার জীবন দিয়েছ, আর তোমারই হাতে দেওয়া জীবন তিলে তিলে হত্যা করেছ।…আমায় ভিখারী করেছ, এ উত্তম।—

[স্থমিত্রা নিরুত্তর]

ভেবে দেখ স্থমিত্রা, কে তোমায় বিজয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে

দিয়েছে? বিজয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কত দিনের? আমার এই ব্যর্থ জীবনের প্রথম নৈবেদ্য তাকেই আমি উৎসর্গ করেছিলাম।…কিন্তু অন্ধ তুমি, নিষ্ঠুর তুমি, নির্ম্মমভাবে তাকে আমার কাছ থেকে হরণ করেছ। আমার অতীত জীবনের আশা আকাঙ্খার কথা আজ হয়তো ভুলতাম না।…কিন্তু তোমার মুখে দয়ার কথা শুনে, আমি আর স্থির থাক্‌তে পারছিনা… আমার সে সোণার স্বর্গ, আমার সেই স্বপ্ন, তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ সুমিত্রা। চির দিন তুমি আমায় দয়া করেছ,…বঞ্চিত করেছ;…ভিখারী করেছ;… এ উত্তম!…এ উত্তম!

সুমিত্রা

ভুল বুঝনা মালবিকা। তোমারই মুখে শুনেছি, বিজয়কে তুমি ভালবাস না। তোমার মুখের এ স্বীকার না শুনলে তার জন্য কখন যে হাত বাড়াব, এত ছোট আমি আজও হইনি। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। দয়া কর। ভুল বুঝে আমায় এত বড় শাস্তি দিও না।

মালবিকা

ভুল আমি বুঝেছি!…হয়তো তাই। কিন্তু সুমিত্রা, তুমি তাকে আকর্ষণ না করলে, হয়তো সে আমাকেই ভালবেসে সুখী হতো। তোমার রূপ আছে, তোমার ঐশ্বর্য্য আছে, তারই প্রলোভনে আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়েছ। ওঃ, অনেক সয়েছি।…পশুর মতই নীরবে আত্মবলি দিয়েছি। বুক বিদীর্ণ হয়ে কান্না বেরুতে চেয়েছে, কিন্তু প্রাণপণে তাকে বুকের মধ্যে সমাধিস্থ ক'রে দিয়েছি। এতদিন সব নীরবে সহ্য করেছি,…নীরবেই হয়তো চলে যেতাম।…কিন্তু নিয়তি আজ আমার পথরোধ করে ধরেছে। দেখলাম, জগতের সকলেই স্বার্থপর, নির্ম্মম।…কেবল নিয়তির কাছে অবিচার নেই নির্ম্মমতা নেই। তাই বুঝি এমনি করে আজকের এই অতর্কিত মুহূর্ত্তে, আমার এতদিনের বিড়ম্বিত জীবনের নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিবাদ করবার সময় এসেছে। আজ আর কিছু ভাবব না। দেখি, বিধিলিপি কোন পথে নিয়ে যায়। [উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল]

সুমিত্রা

বুঝেছি।…তোমার কাছে দয়া মিলবে না। তুমি আমায় ঘৃণা করো। [মালবিকার হাত ধরিয়া] মালবিকা, মালবিকা, দয়া করো। আমি তোমার শত্রু। তোমার প্রচণ্ড রোষবহ্নি আমাকে ধ্বংস করে নির্ব্বাপিত হোক্। কিন্তু বিজয়? তাকে তুমি বাঁচাও।…ওগো, তাকে তুমি রক্ষা করো [কিছুক্ষণ থামিয়া] তুমি তাকেও কি ঘৃণা করো?

মালবিকা

তোমার জীবনের উপর আমার এতটুকু লোভ নেই সুমিত্রা। বিজয়কে ঘৃণা করি কিনা প্রশ্ন করছ?…হয়তো তাই। এতদিনের নিরুদ্ধ প্রতিমুখ প্রেম, আজ বোধ করি ঘৃণাতেই পর্য্যবসিত হয়েছে। তাই আজ আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেব। আমারই পদতলের কাছে তার মৃত্যু হয়তো সহ্য করতে পারবো।…কিন্তু তোমারি বক্ষ-লগ্ন হয়ে, তোমাকেই ভালবেসে সে ধন্য হবে, এ আমার সহ্যের অতীত।

সুমিত্রা

[অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে] দয়া কর। দয়া কর।

মালবিকা

কেন? কোন্ লোভে আজ আমি এই হত্যাকারীকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে, ন্যায়ের উদ্যত দণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করব? নির্ম্মম যতই হই, সত্য বলার অধিকার আমার আছে। জগতের চোখে, সত্যবলার অপরাধে কেউ আমায় হীন করতে পারবে না।…তোমাকে হত্যাকারী বরণ করার

দুর্জ্জয় দুঃখ থেকে, লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছি বলে, হয়তো বাহবাও মিলবে।…

[এমন সময়ে বামপার্শ্বের দ্বারে মৃদু করাঘাত ধ্বনি শুনা গেল। সুমিত্রা কম্পিত হস্তে দ্বার খুলিতেই ঊষানাথের একটী ভৃত্য একখানি লিপিকা হস্তে প্রবেশ করিল, এবং সুমিত্রার হস্তে তাহা সমর্প্ণ করিয়া সেই পথেই অদৃশ্য হইয়া গেল]

সুমিত্রা

[পত্রের শিরোনামা পড়িয়া] ঊষানাথ জ্যেঠামশায় আমাদের দুজনার নামেই পত্র দিয়েছেন।

মালবিকা

উত্তম।…পড়ে যাও।

সুমিত্রা

[পড়িতে লাগিল] কল্যানীয়াসু, তোমাদের দুজনার মধ্যে যার হাতেই প্রথমে এই পত্রখানি পড়ুক, অপরকে সংবাদ দিতে বিলম্ব করোনা।

আমরা আততায়ীর নিশ্চিং সন্ধান পেয়েছি।…লোকটীর নাম বিজয়। আমার সহকারীরা সংবাদ পেয়েছে, সে হত্যাকাণ্ডের পরও তোমাদের বাগানে একাধিকবার প্রবেশ করেছে। তাকে আমরা ধরেছি। মালবিকার সম্মুখে তাকে উপস্থিত করালে সে হয়তো চিন্‌তে পারবে। তোমরা প্রস্তত হোয়ে থেকো।…আমি রাত্রি দশটার সময় খুনেটাকে নিয়ে ওখানে উপস্থিত হবো।

[পড়িতে পড়িতে হতাশায় তাহার কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়িল। সে বিবর্ণ মুখে কাতর ভাবে মালবিকার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল]

মালবিকা

[হাতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে একবার চাহিয়া সহাস্যে] তবে আমাদের হাতে তো মোটে আধ ঘণ্টাও সময় নেই। আমাকে আর অপরাধী করোনা সুমিত্রা।…জ্যেঠামশায় স্বহস্তে আমার কলঙ্কের বোঝা তুলে নিয়েছেন।

সুমিত্রা

[সজল চক্ষে নতজানু হইয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া আর্ত্ত করুণ কণ্ঠে]

অনুরোধ মালবিকা,…অনুরোধ।…ভুলে যাও…ক্ষমা কর।…আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।…আমি জানতাম না,…আমি জানতাম না। বিজয়কে তুমি ভালবাস এ কল্পনা আমার হয়নি। তাকে আমি ভাল বেসেছি সত্য, সত্য বটে তার প্রেমে সুখী হয়েছি!…তবু আজ আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তাকে ভাল বাসব না।…তাকে গ্রহণ করব না। তুমি বিজয়িনী, তোমারই পাদমূলের কাছে আজ আমার সকল আশা, প্রেমের সকল গ বিসর্জ্জন দিলাম। বুঝতে পেরেছি মালবিকা, এ-সব তোমারই ছল—তাই আজ তার জীবন তোমার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করছে।…তোমার এ প্রতিহিংসা সফল হয়েছে, আর কেন? তোমার রুদ্রমূর্ত্তি সম্বরণ কর।…বিজয়ের প্রাণভিক্ষা দাও। তাকে তো তুমিও ভালবেসেছ মালবিকা?…সেই তুমি আজ তার এত বড় সর্ব্বনাশ করোনা। তুমি আমায় শাস্তি দাও।…যত প্রচণ্ড অমোঘ তোমার শাস্তি হোক্, আমি তা মাথা পেতে নেব,…নীরবে সহ্য করব। শুধু তাকে মুক্তি দাও, তাকে বাঁচাও।

মালবিকা

বুঝেছি সুমিত্রা, তুমি চাও মিথ্যার আবরণে সত্যকে ঢেকে রাখতে। তুমি যদি আমার অবস্থায় পড়তে, কি করতে সুমিত্রা?

[সুমিত্রা নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,… তখনও তাহার চক্ষু দুইটী হইতে দহ করি অশ্রু ঝরিতেছে।]

ভুলে যাচ্ছ সুমিত্রা, সে তোমার পিতৃঘাতী।…আজ সে জগতের কাছে ঘৃণ্য…

সুমিত্রা

হয় ত তাই। তবু,—দুঃখ আর আমায় দিও না মালবিকা।…ওই বুঝি তারা এখনি এসে পড়ল।… অনুরোধ মালবিকা, তাকে বাঁচাও

মালবিকা

আমি সত্য বল্‌ব সুমিত্রা।

সুমিত্রা

[অবসাদে নিরাশ সুরে] উত্তম!…তাই হোক। তোমার হিংস্র জিঘাংসাই চরিতার্থ হোক্।

[সুমিত্রা নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। মালবিকা তাহার দিকে রুষ্ট দৃষ্টি ফিরাইয়া নীরবে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর পিছনের বাগানে লোক সমাগমের কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল। সুমিত্রা চকিতে অশ্রু পূর্ণ চক্ষু দুটী অঞ্চল প্রান্তে মুছিয়া কেশ-বেশ সম্বরণ করিয়া লইল। সে দেওয়ালের একটী আলমারী খুলিয়া ক্ষুদ্র একটী আগ্নেয়াস্ত্র বাহির করিল এবং কোণের একখানি গোলটেবিলের উপর রাখিয়া তাহারই সম্মুখের কেদারাখানির উপর অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল। বাহিরের দিকের দ্বার দিয়া ঊষানাথ প্রবেশ করিলেন]

ঊষানাথ

[উচ্ছসিত কণ্ঠে] সুমিত্রা, সুমিত্রা মা আমার!…আমার চিঠি তুমি পেয়েছ?

সুমিত্রা

[কম্পিত কণ্ঠে] হ্যাঁ জ্যেঠামশায়।…কিন্তু—

ঊষানাথ

কিন্তু, কিন্তু কি মা?

সুমিত্রা

যাকে ধরেছেন, সেই যে হত্যাকারী, তার শেষ সংবাদ আপনি পেয়েছেন?

ঊষানাথ

[হাসিয়া] আমাদের অনুমান মিথ্যা হয় না মা।…কিন্তু এ অনুমানও নয়,…অকাট্য প্রমাণ পেয়েছি। [হাসিয়া] মালবিকা কোথা, সে কি খবর পায়নি?

সুমিত্রা

পেয়েছে।… সে বোধকরি…না, না, ঐ তো বাগানে তার গানের সুর শোনা যাচ্ছে। [জানালার কাছে গিয়া] সে হয় তো আপনার আসার খপর পায়নি।

[এমন সময়ে বাহিরের বাগানে মালবিকার গানের ক্ষীণ সুর শোনা গেল। ক্রমে গানের সুর ক্ষীণতর হইয়া বাতাসে মিলিয়া গেল। আবার সব নিস্তব্ধ। সুমিত্রা আবার আপনার কেদারাখানিতে অসহায়ের মত পড়িয়া রহিল]

ঊষানাথ

[হাসিয়া] আশ্চর্য্য এই নারী জাতি!…তোমাদের হলো কি?…এত

বড় সংবাদ পেয়েও উৎসাহের কোন লক্ষণ দেখছিনা যে? আমিতো ভেবেছিলাম তোমরা আনন্দে উচ্ছল হয়ে থাকবে।...তাইতো তোমাদের পূর্ব্বেই খবর দিলুম।

সুমিত্রা

[ক্ষীণ কণ্ঠে] সে কোথা জ্যেঠামশায়?

উষানাথ

কে? হত্যাকারী? পাশের ঘরেই তাকে রেখেছি। দেখবে?

[উষানাথ বাহিরের দ্বারপথে বাহির হইয়া গেল ও কিছুক্ষণ পরে শৃঙ্খলিত অবস্থায় বিজয়কে লইয়া প্রবেশ করিল]

একে তুমি চেন সুমিত্রা?

সুমিত্রা

[চকিতে বিজয়ের সহিত করুণ দৃষ্টি বিনিময় করিয়া দৃঢ়স্বরে] না

উষানাথ

এর পূর্ব্বে কখনও কোথাও একে দেখেছ?

সুমিত্রা

না। স্মরণ তো হয় না।

[কি এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে বিজয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। সেও উদাস ভাবে তাহার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। উষানাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহাদের উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া]

উষানাথ

কি যুবক! অমন করে দেখছ কি? ভেবেছ এমনি করুণ দৃষ্টিতে বালিকার মন ভুলিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে! কিন্তু সে সম্ভব নয় বন্ধু! এ বৃদ্ধ উপস্থিত থাকৃতে তোমার মত সহস্র ভদ্র-বেশী ডাকাত এতটুকু সুবিধা করতে পারবে না। অনেক দেখেছি।...তোমার মত ছোক্‌রা খুনে এই প্রথম ধরা পড়েনি। এখনো উপদেশ যদি গ্রহণ করো, ভাল হবে।... এখনও সাক্ষীরা তোমাকে সনাক্ত করবার আগে দোষ স্বীকার কর।...পরে হয়তো দয়া পেলেও পেতে পার। কিন্তু সনাক্ত হয়ে গেলে, সহস্র স্বীকারোক্তিতেও তোমার সাজা লাঘব করবার আমার এতটুকু ক্ষমতা থাকবে না। তুমি যুবক, হয়তো লেখা পড়া ও শিখেছ।...এত সোজা কথাটা বুঝতে বোধ করি বিলম্ব হবে না।

[বিজয় কথা বলিল না।...সুমিত্রা আরও কাতর-ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। চক্ষু দুটী তখন তাহার অশ্রু সজল হইয়া উঠিয়াছে]

বিজয়

[চম্‌কিয়া] কি বল্‌ব বলুন? আপনাদের কাছে আজ প্রায় সারাদিনই দয়া অনুগ্রহের কথা শুন্‌ছি। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অনুযোগ কি বল্‌তে পারেন? আপনারা সর্ব্বশক্তিমান। সবই আপনাদের শোভা পায়,...তাই বলে এই পরিহাস—

উষানাথ

পরিহাস?...[রুষ্ট কণ্ঠে] তোমার সঙ্গে পরিহাস করবার মত পর্য্যাপ্ত সময় আমাদের নেই যুবক। তোমার বিরুদ্ধে অনুযোগ হচ্ছে এই, তুমি এই সুমিত্রার পিতাকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করেছ।...প্রমাণ? হাঁ, প্রমাণ আছে বৈ কি। এই কাজে চুল পাকিয়েছি।...প্রমাণ না পেয়ে কোন কাজ করা আমাদের ইতিহাসে নেই। তুমি ভেবেছ, তোমার ঘৃণিত কাজ লোকচক্ষের অগোচরেই সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু, না—তুমি যে হত্যা করেছ, এ প্রত্যক্ষ দেখেছে এমন সাক্ষী আমার আছে। তার চক্ষুকে তুমি প্রতারিত করতে পারবে না।

[সুমিত্রার দিকে চাহিয়া] কই, মালবিকা এলো না?

[সুমিত্রা তন্ময় হইয়া বিজয়ের দিকে চাহিয়াছিল... উষানাথের আহ্বান তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। উষানাথ আবার ডাকিল]

সুমিত্রা।

সুমিত্রা

[চমকিত হইয়া] কি বলছেন?

[এমন সময়ে জানালার নীচে পুনরায় মালবিকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। উষানাথ ছুটিয়া জানালার নিকট গিয়া বোধ করি তাহাকে ডাকিবারই চেষ্টা করিল। কিন্তু কি ভাবিয়া ডাকিল না। কিছুক্ষণ পরে মালবিকা বাহিরের দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া সুমিত্রার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। বিজয় বা উষানাথের দিকে সে একবারও দৃষ্টি ফিরাইল না। তাহাদের সে দেখিতে পাইয়াছে কিনা তাহা তার গতি ভঙ্গি দেখিয়া বুঝা গেল না।

মালবিকা

এই যে সুমিত্রা! তুমি এমনি নিৰ্জ্জীবের মত এখানে বসে রয়েছে? চল, চল, আজ বড় আনন্দের দিন!...চেয়ে দেখ ঐ জ্যোৎস্নার দিকে। চাঁদের ঐ শুভ্র আলোতে আমাদের মনের সকল গ্লানি মুছিয়ে নিয়েছে। ওঃ, আজকের রাত্রি কি সুন্দর!...আর তারও থেকে সুন্দর তুমি সুমিত্রা!!...

[তাহার গণ্ডদেশে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া শিশুর মতই আদর করিতে লাগিল। সুমিত্রা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।...সে বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে কাহাকে দেখিতে লাগিল ইতিমধ্যে মালবিকা সুমিত্রার টেবিলের উপর ক্ষুদ্র বন্দুকটী দেখিয়া তাহা হাতে তুলিয়া লইল]

ওঃ,...এতো দেখ্‌ছি কাকাবাবুর সেই হারানো বন্দুকটী! এত দিন পরে এটাকে কোথা পেলে সুমিত্রা! আমি তো ভেবেছিলাম হারিয়ে গেছে!...

[ক্রমশঃ

আশাতীত সাফল্যলাভের গৌরব-কাহিনী !

গত এপ্রিল মাসে ত্রিশটীরও বেশী ফিলিসনর প্রোজেক্টর বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষেত্রে নামজাদা অতি-আধুনিক যন্ত্রকেও স্থানান্তরিত করিয়া ফিলিসনর বসানো হইয়াছে।

ফিলিসনর সম্বন্ধে সিনেমা হাউসের মালিকদের অভিমত পড়ুন —

"We selected your latest model Philisonor Talkie set after carefully going into the details of the various other sets on the market as it showed the *latest improvements* in the design of the amplifier, sound head, and its driving mechanism, *the quality of sound* etc.

"With the greatest pleasure we have to state that the set has given us satisfaction, and the public has appreciated its sound qualities, *which is far better than ever before, from another set, which has been replaced by your set.*"

DEHRA DUN.

"We take this opportunity to put on record our appreciation for this equipment.

"Philisoner has given me and our patrons such excellent results in excellent projection and sweet, melodious and clear reproduction that *we would not have got from the most expensive machine.*

"We can proudly say that *no other equipment can beat Philisonor in quality and* I thank you for your sound advice."

DELHI.

"The spoken words are clearly understood and especially the music was excellent. The volume was sufficient and sometimes even too loud."

CALCUTTA.

এইগুলি ভিত্তিহীন প্রশংসা নয়, জীবনে যাঁহাদের কথার মূল্য আছে তাঁহাদের সারবান্ বাণী!

সমস্ত প্রশংসাপত্রের সত্যতার প্রমাণ চাইলে আমরা তা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারি

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন :—

ফিলিপ্‌স্ ইলেক্ট্রীক্যাল কোং (ভারতীয় বিভাগ) লিঃ

ফিলিপ্‌স্ হাউস—হেস্তাম্ রোড ... ... কলিকাতা

মেসার্স সেক্রোনা সন্স এণ্ড কোং

(অধিকারপ্রাপ্ত ফিলিসনর বিক্রেতা)

চাঁদনী চক ... ... দিল্লী

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

১৮ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৪১

কলালাপ

(নাট্যজগতে সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগত অপরেশচন্দ্রের একটি নাতিবৃহৎ জীবনচরিত রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন। স্বর্গীয় আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে অবিনাশ-বাবুর রচনার প্রথম অংশ আমরা "কলালাপ" বিভাগেই প্রকাশ করলুম ;—বাকি অংশ পরে প্রকাশিত হবে। ইতি নাচঘর-সম্পাদক।)

*

গত ২৮শে ফাল্গুন তারিখে নাট্য-নিকেতনে বাংলার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ নট দানিবাবুর স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পীড়িত অপরেশচন্দ্র সে সময়ে আসানশোলে শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিয়াও প্রবীণ নটের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের নিমিত্ত একটী শোক-প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নাট্য-নিকেতনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী সেই প্রবন্ধটী উক্ত স্মৃতিসভায় পাঠ করেন। সেদিন জানিতাম না যে তাহার দুই মাস পরেই তাঁহার নিমিত্ত শোক-প্রবন্ধ লিখিতে হইবে।

অপরেশবাবু দীর্ঘকাল ধরিয়া রোগ ভোগ করিলেও গত কয়েক মাস হইতে যেরূপ ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ আশা করিতেছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রোগমুক্ত হইবেন, কিন্তু তিনি যে হঠাৎ আত্মীয়-স্বজনগণের মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, বঙ্গনাট্যশালা তমসাচ্ছন্ন করিয়া, দেশবাসীকে সহসা এরূপ স্তম্ভিত করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবেন তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

অপরেশচন্দ্র বড়লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু মস্ত বড় যে একটা প্রাণ লইয়া আসিয়াছিলেন। এ কথা যাঁহারা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছিলেন, আমাদের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিবেন। অপরেশবাবু একদিকে ছিলেন যেমন বিখ্যাত নট, বিখ্যাত নাট্যকার এবং বিখ্যাত নাট্যাচার্য্য, অন্যদিকে ছিলেন তেমনি পরদুঃখ-কাতর, আর্ত্তের সেবা-পরায়ণ, সুসামাজিক এবং আদর্শ বন্ধুবৎসল। আমরা তাঁহার নাট্যপ্রতিভা ও নাট্যানুশীলন সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করিব, না তাঁহার মনুষ্যত্বের ও মহত্বের কথা প্রথমে বলিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হইতে আরম্ভ করিয়া বন্ধুবান্ধব এবং অসহায় ও আতুর গৃহস্থের সেবার নিমিত্ত, অপরেশচন্দ্র যে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। আমরা জানি, তাঁহার এক মফঃস্বলবাসী গৃহস্থ বন্ধু দেশ হইতে তাঁহার এক পরমাত্মীয়ের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ পাইয়া বিশেষরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন, তিনি একা দেশে গিয়াই বা কি করিবেন—রোগীর সেবা করিবার তাঁহার যে লোক নাই ; বন্ধুবৎসল অপরেশবাবু এ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধুর সহিত তাঁহার দেশে চলিয়া যান। চাণক্যপণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, "উৎসবে, বিপদে, দুর্ভিক্ষে, শত্রু-বিগ্রহে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে যাহারা সহায় হয়, তাহারাই প্রকৃত বন্ধু।" অপরেশবাবুর বন্ধু-বৎসলতায় আমরা এই সমস্ত লক্ষণই প্রস্ফুটিত ভাবে দেখিয়াছি। সামাজিকতা, অমায়িকতা, বদান্যতা, এবং পরদুঃখকাতরতা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। তিনি ধনাঢ্য ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার দান ছিল যথেষ্ট। আর্ট থিয়েটারের আসন্নকালে—যে সময়ে বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় অভিনেতারা দারুণ অর্থকষ্টে পতিত হয়,—অপরেশবাবু স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। অথচ তিনিও, সে সময়ে থিয়েটারে দীর্ঘ দিনের বেতন পড়িয়া যাওয়ায় বিশেষরূপ অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন।

রেডিও পিকচার্সের "A Man of Two Worlds"-এর একটি দৃশ্যে এলিসা ল্যাণ্ডি ও ফ্র্যান্সিস্ লিডারার

কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা চিকিৎসক তাঁহার বন্ধু ছিলেন। অপরেশবাবু তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়া কখনও বা জোর করিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কত গরীবের যে প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইঁহার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইয়া সুপ্রসিদ্ধ রসসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখনই কলিকাতায় আসিতেন, অপরেশবাবুর বাড়ীতেই উঠিতেন। যে কয়েকদিন তিনি থাকিতেন, সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক-সমাগমে এবং অপরেশবাবুর আদর-আপ্যায়নে অপরেশ-ভবন যেন বাণী-মন্দিরে পরিণত হইত। সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের ব্যাখ্যাতা, সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন কলিকাতায় আসিলে অন্ততঃ একমাস অপরেশবাবুর বাটীতে না থাকিয়া যাইতে পারিতেন না। কারণ তিনি যেদিনই বাড়ী যাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন, অপরেশবাবু তৎক্ষণাৎ পঞ্জিকা বাহির করিয়া দেখাইয়া দিতেন—"যাত্রানাস্তি।"

অপরেশচন্দ্র আজন্ম নট এবং চিরকালই ভাবপ্রবণ ছিলেন। গৃহী হইলেও তিনি অনেকটা নির্লিপ্তভাবেই দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে হইলে প্রথমে তাঁহার একটু বাল্য-ইতিহাস প্রদান আবশ্যক।

অপরেশচন্দ্র ১২৮২ সালে, ৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, রাত্রি ৮৷৷৹টায় নদীয়া জেলার (উপস্থিত যশোর) মহেশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত এবং সু-সাহিত্যিক ছিলেন। পাইক-পাড়ার ৺নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'কৃষিতত্ত্ব' নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদক হইয়া তিনি প্রথমে কলিকাতায় আসেন। কিছুদিন পরে ইনি মেদিনীপুরে স্কুলের হেডপণ্ডিত হইয়া তথায় গমন করেন। এই স্কুলের পাচক অতি জঘন্য রন্ধন করিত। বিপ্রদাসবাবু বাল্যকাল হইতেই রন্ধন-বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, দেশে বড় বড় কাজে সুপাচকগণের রন্ধন-কৌশল দেখিয়া এবং তাঁহাদের সহিত মিশিয়া ইনি এ-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। হোষ্টেলের পাচককে ইনি নানাবিধ রন্ধন শিখাইতেন। ভূদেববাবু যে সময়ে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন, মেদিনীপুরে যাইলেই ইনি বিপ্রদাসবাবুর নিজ হস্তে প্রস্তুত নানাবিধ মৎস্য ও মাংসের কালিয়া, পোলাও প্রভৃতি খাইয়া পরম আনন্দলাভ করিতেন। 'পাক-প্রণালী' গ্রন্থ প্রণয়নে ভূদেববাবুই তাঁহাকে প্রথম উৎসাহিত করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া মাণিকতলা ষ্ট্রীটে অবস্থান করেন। ইঁহারা তিন সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ রাখালচন্দ্র হোরমিলার অফিসে কার্য্য করিতেন, বিপ্রদাসবাবু মধ্যম ছিলেন। স্কুলের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া ইনি ভ্রাতাদের সহিত কলিকাতায় থাকিয়া পাক-প্রণালী গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত করেন। ইহা ছাড়া মিষ্টান্ন-পাক ও রন্ধন-শিক্ষা এবং যুবক-যুবতী ও যুবতী-জীবন নামক দুইখানি স্ত্রী-পাঠ্য গ্রন্থও লেখেন। ইঁহার বাসার নিকটেই বিডন ষ্ট্রীট, এবং বিডন ষ্ট্রীটেই বেঙ্গল থিয়েটার অবস্থিত ছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার এবং নাট্যকার স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিপ্রদাসবাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বিহারীবাবু এবং বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রায়ই বিপ্রদাসবাবুর বাসায় আসিয়া নাট্য ও নানা বিষয় সংক্রান্ত গল্পাদি করিতেন। বিপ্রদাসবাবু প্রায়ই অবসর পাইলে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে যাইতেন। মাঝে মাঝে বালক অপরেশচন্দ্রের আগ্রহে তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এই সূত্রে অতি তরুণ বয়স হইতেই রঙ্গালয় অপরেশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সকল স্থানে নাটকের রস বুঝিতে না পারিলেও তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতেন। অথবা অকাতরে নাট্যপ্রতিভা দান করিয়া বিধাতা যখন তাঁহাকে সংসার-নাট্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এই শিশু-হৃদয়েই অভিনয়-কলার স্বপ্নালোকসম্পাতে যে তাঁহাকে মুগ্ধ করিবে, তাহাতেই বা আর আশ্চর্য্য কি? অপরেশচন্দ্র তখন নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে পড়িতেন। লেখাপড়ার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া, বিপ্রদাসবাবু পূর্ব্বের ন্যায় আর সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে থিয়েটারে লইয়া যাইতেন না। অপরেশবাবু তখন মধ্যে মধ্যে স্বয়ং বেঙ্গল থিয়েটারে গিয়া বিহারীবাবুর নিকট পাশ লইয়া থিয়েটার দেখিতেন। একবার ষ্টার থিয়েটারে গিয়া বিল্বমঙ্গল দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এই সময়ের নাট্যানুরাগ তাঁহার ভাষাতেই বলি :—"ইহার পর হইতেই আমার থিয়েটার দেখার ঝোঁক বাড়িয়া উঠে। কিন্তু ঝোঁক বাড়িলেই বা বাড়ীতে ছাড়িবে কেন? বিশেষ, তখন পাঠ্যাবস্থা এবং আমার বয়সও অল্প; সুতরাং প্রত্যহ থিয়েটারে যাই কি করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ঝোঁকের মাথায় পথও বাহির হইয়া পড়িল।

বেঙ্গল থিয়েটারে তখন 'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনয়ের ভারি ধুম, প্রতি রবিবারে অপরাহ্নে অভিনয় হইত। আমিও বেড়াইতে যাইবার অছিলায় প্রায় প্রতি রবিবারেই অপরাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই অভিনয় দেখিতাম। প্রত্যহ পয়সা দিয়া কিংবা 'পাশ' সংগ্রহ করিয়া থিয়েটার দেখার অবস্থা ও সুযোগ ছিল না। কিন্তু কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মত আমি ও আমার দুই এক জন বাল্যবন্ধু, প্রত্যেকের জন্য মাত্র দুইটী হিসাবে পয়সা দিয়া থিয়েটার দেখিবার একটা স্থান আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিলাম। তখনকার বেঙ্গল থিয়েটারের পশ্চিমে একটা ভাঙ্গা পাঁচীল ছিল। পাঁচীলটি একজন হাড়ী কি ডোমের বাড়ীর সীমানায়। সেই পাঁচীলের উপর হইতে থিয়েটারের ভিতরের সব দেখা যাইত। আমরা প্রাচীরের মালিক এক বৃদ্ধাকে দুইটা করিয়া পয়সা দিয়া তিন চারিজনে মিলিয়া থিয়েটার দেখিতাম। যখন মাহুত হাতী বাহির করিত, তখন কি আনন্দ! যখন নৃসিংহমূর্ত্তি হিরণ্যকশিপু বধ করিত, তখন কি উৎকট বিভীষিকা! এইস্থান হইতে আমরা দেখিতে পাইতাম নারদ হুঁকায় দম দিয়াই ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ষ্টেজে প্রবেশ করিতেছেন। আমাদের সুবিধা ছিল—আমরা নারদও দেখিতাম—ধোঁয়াও দেখিতাম। মধ্যে মধ্যে কোনো কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া হুঁকার জল ঢালিয়া দিব বলিয়া ভয় দেখাইত—আমরা পলাইতাম। প্রায় প্রতি রবিবারে থিয়েটার দেখিতাম এবং প্রত্যহ বৈকালে খেলার সময় বাখারির তরবারি লইয়া যুদ্ধের অনুকরণ করিতাম। হিরণ্যকশিপুর "ম্যাড সিনে"র চীৎকারে আমরা লোককে সময়ে অসময়ে এমন বিরক্ত করিতাম যে, তাহার জন্য বাড়ীতে মাঝে মাঝে লাঞ্ছনাও সহিতে হইত যথেষ্ট।"

১৫ বৎসর বয়সে অপরেশবাবুর মাতৃবিয়োগ হয়। এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হয়। অপরেশবাবুর মুখে শুনিয়াছি, মায়ের জন্য তাঁহার এমন মন কেমন করিত যে স্কুল হইতে আসিয়া, প্রায়ই নিমতলার ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং সজলনয়নে মায়ের কথাই ভাবিতেন। ঘাটে বসিয়া দেখিতেন, কত মৃতদেহ আসিতেছে—আত্মীয়স্বজন কাঁদিতেছে—ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিতেছে—দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যে দেহ প্রাণহীন মাত্র দেখিয়াছি এক্ষণে তাহা ভস্মে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে ভাবপ্রবণ কিশোর-হৃদয়ে নানা তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। লেখাপড়ায় ঔদাস্য আসিতে লাগিল। বিপ্রদাসবাবুর একমাত্র সন্তান ছিলেন অপরেশবাবু, মাতৃহীন বলিয়া তাঁহার প্রতি বাড়ীর সকলেরই একটু আদরও বেশী ছিল, ইহার ফলে অপরেশচন্দ্র কতকটা স্বাধীন হইয়া পড়িলেন।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় একাধারে ভক্ত, সাহিত্যিক এবং নাট্যানুরাগী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট যাতায়ত করিতেন। বিবেকানন্দ স্বামী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী, সারদানন্দ স্বামী প্রভৃতি মহারাজেরা বালকের সংচরিত্র, বুদ্ধিমত্তা এবং ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাইয়া ইহাঁকে ভালবাসিতেন। পরমহংসদেব ইহাঁকে স্নেহের সহিত 'খোকা' বলিয়া ডাকিতেন।

পরমহংসদেবের তিরোধানের পর মণীন্দ্রবাবু তাঁহার মাতামহের "সংবাদ প্রভাকর" পরিচালনার ভারগ্রহণ করেন। "সংবাদ প্রভাকরে"র অস্তিত্ব তখনও লোপ হয় নাই। ইনি সুশিক্ষিত ছিলেন, প্রভাকরের নিমিত্ত প্রবন্ধ নিজেই লিখিতেন। আবার নাট্যানুরাগবশতঃ বন্ধুবান্ধব মিলিয়া শ্যামপুকুরে একটী সখের থিয়েটারও বসাইয়াছিলেন। মণীন্দ্রবাবুই তথায় শিক্ষা প্রদান করিতেন।

সুরেন্দ্রনাথ রায় নামক অপরেশবাবুর এক বাল্যবন্ধু তাঁহাকে এই সখের থিয়েটারে প্রথমে লইয়া আসেন এবং মণীন্দ্রবাবুকে তাঁহাদের থিয়েটারে ইহাঁকে লইবার জন্ত অনুরোধ করেন। মণীন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নাটক তাঁহার হাতে দিয়া একটু পড়িতে বলেন। বালক অপরেশচন্দ্র ধীরে ধীরে স্পষ্ট ভাবেই "হের অই চিতোরনগর পুণ্যধাম" ইত্যাদি একটু পড়িলেন। পাঠ শেষ হইলে মণীন্দ্রবাবু বলিলেন "এতে তো গলার ওজন বোঝা যাবে না, তুমি একবার চেঁচিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে বলতে', তোমার গলাটা শুনে নি।" অপরেশচন্দ্র যতদূর সম্ভব উচ্চ কণ্ঠে তাঁহার সঙ্গে দুই চারি ছত্র আবৃত্তি করিয়া গেলেন। মণীন্দ্রবাবু সন্তুষ্ট হইয়া সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন "বেশ মিষ্টি গলা, এর হ'তে পারে। একে নিয়ে আসিস।" অপরেশচন্দ্র সেই দিন হইতেই এই থিয়েটারের একজন নিয়মিত সভ্য হইয়া গেলেন এবং তাহারই ফলে সেই বৎসরে "এই ঘটনার প্রায় মাস পাঁচেক পরে, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়া, অঙ্কের খাতায় একান্ত অনন্যোপায় হইয়াই দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের প্রায় সমস্ত ইংরাজী বুকনীগুলি লিখিয়া রাখিয়া চলিয়া" আসিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ এই পর্য্যন্তই।

বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিয়া অপরেশবাবু প্রত্যহ মণীন্দ্রবাবুর বাটী যাতায়াত করিতেন। মণীন্দ্রবাবু তামাকের বিশেষ ভক্ত ছিলেন অপরেশবাবু, ঘন ঘন তামাক সাজিয়া গুরুদেবকে খাওয়াইতেন। ক্রমে যতদিন যাইতে লাগিল, গুরু-আড্ডায় প্রসাদলাভেরও যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে করিতে লাগিলেন। উত্তর-কালে তামাকু সেবনে শিষ্য বোধ হয় গুরুদেবকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। যাহাই হউক মণীন্দ্রবাবুর সংসর্গে আসিয়া অপরেশবাবুর সাহিত্য ও নাট্যকলা উভয় বিদ্যারই হাতে খড়ি আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি মণীন্দ্রবাবুকে 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রত্যেক সপ্তাহে বাহির করিতে হইত। এ নিমিত্ত তাঁহাকে সংবাদ ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত। মণীন্দ্রবাবু অপরেশবাবুকে লেখা শেখাইতে লাগিলেন। মণীন্দ্রবাবু স্বয়ং সুশিক্ষিত এবং সাহিত্যিক ছিলেন, অপরেশবাবুও ইহাঁর উপদেশে ও আন্তরিক যত্নে কিছুদিন পরেই স্বীয় তীব্রবুদ্ধি প্রভাবে প্রভাকর পরিচালনায় মণীন্দ্রবাবুর সহকারী হইয়া উঠিলেন। পুস্তক সমালোচনার নিমিত্ত বহু গ্রন্থকার 'প্রভাকরে' তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠাইতেন, মণীন্দ্রবাবুর উৎসাহে মেধাবী অপরেশচন্দ্র নানা জাতীয় পুস্তক পাঠে এবং তাহার সমালোচনার অধিকার পাইয়া ক্রমেই সাহিত্যচর্চ্চায় পারদর্শিতালাভ করিতে লাগিলেন।

দিবাভাগে এইরূপ সাহিত্যচর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে মণীন্দ্রবাবুর প্রতিষ্ঠিত শ্যামপুকুর নাট্যসমিতিতে গিয়া নাট্যচর্চ্চা করিতেন। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন, মণীন্দ্রবাবুও পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন। এই সূত্রে মণীন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রের সুপরিচিত ছিলেন। মণীন্দ্রবাবু মাঝে মধ্যে গিরিশচন্দ্রের বাটীতে গিয়া যেরূপ ধর্ম্মালোচনা করিতেন, সেইরূপ নাট্যানুরূপবশতঃ নাট্যচর্চ্চাও করিতেন। তৎকালে প্রচলিত সুপ্রসিদ্ধ মেঘনাদ বধ, বৃত্রসংহার, পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি কাব্য এবং নাটকাদির চরিত্র সমালোচনা এবং কঠিন স্থানের আবৃত্তি প্রভৃতির যে যে স্থানে তাঁহার জটিলতা বোধ হইত, গিরিশচন্দ্রের নিকট সেই সকলের বিশদ রূপ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়া মণীন্দ্রবাবু নাট্যশিক্ষাদানের শক্তি বর্দ্ধিত করিতে থাকেন। মণীন্দ্রবাবু স্বয়ং স্বভাবকবি এবং একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। একাধারে ইনি ভক্ত, ভবুক ও কবি। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

শ্যামপুকুর ড্রামাটিক ক্লাবে মণীন্দ্রবাবুই রিহারস্তাল মাষ্টার ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধ, চণ্ড পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি নাটকের শিক্ষাদান হইত। এই সখের থিয়েটারটীকে Public Theatreএ পরিণত করিবার ইহাদের বরাবর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহাতে বিস্তর অর্থ ব্যয়, কোন বড়লোকের ছেলেকে যদি 'কাপ্তেন' পাওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহাদের আশা একদিন ফলবতী হইতে পারে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"! এমন সময়ে একটী সুযোগ ঘটিল—কোনও বিশিষ্ট জমীদারপুত্র অপরেশবাবুর সহপাঠী ছিলেন—তিনি Public Theatre করিবার জন্য অর্থদানে সম্মত হইলেন। মহা উৎসাহে সম্প্রদায় কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে বীণা থিয়েটার ভাড়া লইলেন। 'সুধাসিন্ধু'র স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় উক্ত থিয়েটারের সে সময়ে মালিক ছিলেন। যখন Public Theatre করিতে হইবে তখন অবশ্য স্ত্রী-অভিনেত্রীও নিযুক্ত করিতে হইবে। অপরেশচন্দ্র তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে তাঁহাদের এই কিশোর কীর্ত্তির কথা এই ভাবে লিখিয়াছেন,—"বিপুল উদ্যমে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের রিহার্স্যাল আরম্ভ হইল; অভিনেত্রীর খোঁজ পড়িল; দিকে দিকে নবীন কর্ম্মীর দল অভিনেত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; আর্টের নামে উৎসন্ন যাইবার, এই একটা artistic উপায়। এই অভিনেত্রী অন্বেষণ ব্যপদেশেই এই সহরের কোন নিষিদ্ধ পল্লীতে প্রথম পাদক্ষেপ করিতে সাহসী হই। এইরূপ ঘৃণিত পল্লীতে প্রবেশ আর পল্লীর রকমারী বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গান, ইহার মধ্যে যে কি সঙ্কোচ, কি ভয় এবং সর্ব্বোপরি কি ঘৃণা সহজেই মনকে মলিন ও মুখকে আরক্তিম করিয়া তুলিত, তাহা—ভগবান করুন—পতিতার উদ্ধারকামী কোন সহৃদয় ভদ্র-সন্তানকে যেন ঠেকিয়া শিখিতে না হয়!"

থিয়েটারের নামকরণ হইল—'প্যাণ্ডোরা থিয়েটার'। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধেরও রিহার্স্যাল চলিতে লাগিল। এই সময়ের কিছু আগে তান্তিয়া ভীলের জীবনী বাহির হইয়াছে। সে সময়ে তান্তিয়ার নাম লইয়া খুব হুজুগ চলিতেছে। নাট্যাচার্য্য মণীন্দ্রবাবু 'তান্তিয়া' নামে একখানি নূতন নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

নবীন যুবকগণের সে সময়ে মনে মনে আশা—তাহাদের মধ্যে কেহ গিরিশচন্দ্র—কেহ অমৃত মিত্র—কেহ মহেন্দ্র বসু—অর্থাৎ সকলেই এক একটা 'হিরো' হইবে,—এমনভাবে তাহারা অভিনয় করিবে যে আনন্দোচ্ছ্বাসে শত শত দর্শক বাহবা ও করতালি ধ্বনি করিতে থাকিবে। 'হিরো' হইবার এই উচ্চাভিলাষে শ্যামপুকুর ড্রামাটিক ক্লাব হইতেই ইহারা কণ্ঠস্বর তৈয়ারী করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। এই কণ্ঠস্বরের কসরৎ সম্বন্ধে অপরেশবাবু তাঁহার সরস ভাষায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"এখনকার মত তখন কলেজে কলেজে থিয়েটার হয় নাই। এম-এ, বি-এ অভিনেতার আদর্শ গ্রহণ তখন স্বপ্নাতীত ব্যাপার! যাহারাই থিয়েটার করে, তাহাদেরই আদর্শ তখন হয় অমৃতলাল নয় মহেন্দ্রলাল ইত্যাদি। আমরাও সেই আদর্শে বড় অভিনেতা হইবার এই উচ্চ আশায় তখন উন্মত্ত। এখন যেমন বায়স্কোপের ছবি দেখিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা এবং মুখভঙ্গির বাতিক উঠিয়াছে, তখন এই ভাবের অভিনয়ের ততটা প্রচলন ছিল না, কিন্তু গলা তৈরীর বাতিক ছিল সংক্রামক। কারণ রস-বিকাশের প্রধান উপাদান ও অবলম্বন ছিল তখন কণ্ঠস্বর। কেমন করিয়া আমরা গলা তৈরী করিতাম, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

শ্যামপুকুরের আখড়ায় গলা সাধার তেমন সুবিধা হইত না, কারণ চারিপাশে ভদ্রলোকের বাড়ী; অথচ গলা তৈরী না হইলে বড় এ্যক্টর হওয়া যায় না। এই উভয় সঙ্কটের মাঝখানে পন্থা খুঁজিতে খুঁজিতে আমাদের একটা নির্ঝঞ্ঝাট স্থান মিলিয়া গেল। নূতন খালের ধারে রেলওয়ে ব্রিজের নীচে সিমেণ্ট দিয়া খানিকটা পোস্তা গাঁথান ছিল। আমরা সেই স্থানটী স্বর-সাধনার উপযুক্তক্ষেত্র বলিয়া বাছিয়া লইলাম। দুপুর বেলায় আহারের পর সেখানে আমরা রিহার্স্যাল দিতে যাইতাম। আমাদের সঙ্গে থাকিত হুঁকা, কল্‌কে, তামাক আর এক কুঁজো খাবার জল। আমাদের গলা তৈরীর বই ছিল "পলাশীর যুদ্ধ।" চারি ধারে মাঠ, বন, জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহরে দারুণ গরম—গা ঝল্‌সে যায়; কিন্তু তাহাতে কি? আমরা খালের ধারে পোলের নীচে গিয়া প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতাম—"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন!" কণ্ঠের শির ফুলিয়া উঠিত, দরদর ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইত, তৃষ্ণায় বুক গলা শুকাইয়া যাইত, তথাপি Competition-এ সে কি চীৎকার! বাঙাল মাঝীরা নৌকা হইতে হাঁ করিয়া আমাদের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত, কখনও বা দলবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত; আমরা তাহাদিগকেই শ্রোতা মনে করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে "দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন"—বলিতাম। এমনি দিনের পর দিন বেলা ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সমানে আমাদের গলা সাধার কসরৎ চলিত। অতঃপর সন্ধ্যা নাগাইদ আখড়ায় জমিয়া, আরম্ভ হইত—'ফাইন এ্যাক্‌টিং'।"

পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া প্যাণ্ডোরা থিয়েটারে রিহার্স্যাল চলিল, কিন্তু ইহাদের ব্যবসায়-বুদ্ধি না থাকায় প্যাণ্ডোরা থিয়েটার আর খোলা হইল না। প্লাকার্ড বাহির হইয়াছিল, সাজসরঞ্জাম তৈরী হইয়া আসিয়াছিল—রিহার্স্যাল সম্পূর্ণ—এমন সময়ে সংবাদ আসিল, কাপ্তেন বন্দী হইয়াছে—অর্থাৎ কিশোর স্বত্বাধিকারীর অভিভাবকগণ জানিতে পারিয়া তাঁহার থিয়েটারে আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন! 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে অপরেশবাবু উত্তরের ভূমিকা, শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাড়ে মহাশয় যুধিষ্ঠিরের ভূমিকা এবং স্বয়ং মণীন্দ্রবাবু বৃহন্নলা ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় ইহাদের আশা-ভরসা নিশার স্বপ্নে পরিণত হইল। তখন কে জানিত—উত্তরকালে এই মনো-মোহনবাবুই প্রথম শ্রেণীর থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী এবং অপরেশবাবু থিয়েটারের অধ্যক্ষ, নাট্যকার ও আচার্য্যের পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন?

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

—ঃ পি-এম্ ঃ—

সাহেবপাড়ার সিনেমাগুলোর মধ্যে এ-সপ্তাহে সব-চেয়ে বেশী আকর্ষণী শক্তি আছে "গ্লোবে"র। অনেকদিনের আকাঙ্খিত গ্রেটা গার্কোর দুর্লভ একখানি ছবি দেখানো হ'চ্ছে ওখানে। কিন্তু শুধু যে গ্রেটা বা জন্ গিল্‌বার্ট, (সবাক ছবিতে গার্কোর সঙ্গে গিল্‌বার্টের যদিও এই প্রথম অবতরণ) দুই শ্রেষ্ঠ নট-নটীর অভিনয় দেখবার জন্যে মন আকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে তা' নয়, আর একজন প্রথমশ্রেণীর প্রতিভাবান্ শিল্পীর সংযোগ ঘটেছে এই 'কুইন ক্রিশ্চিনা'য়। তাঁর নাম রুবেন ম্যামুলিয়ান্। তিনিই এই ছবিখানির পরিচালক। কয়েকখানি ছবিতে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে ম্যামুলিয়ান্ ইতিমধ্যেই আমাদের মন জয় ক'রে ফেলেছেন। সুতরাং তাঁর দ্বারা পরিচালিত এই 'কুইন ক্রিশ্চিনা'ও যে তাঁর যশকে আরও বাড়িয়ে তুলবে তাতে কোনই সন্দেহ নাই।……কয়েকজন বন্ধুর মুখে যা শুনলুম তাতে আমরা খুব আনন্দ পাচ্ছি এই ভেবে যে 'কুইন্ ক্রিশ্চিনা' আমাদের মনকে খুসীতেই ভরিয়ে দেবে সুনিশ্চিৎ! ছবিখানিকে আজকালের মধ্যে দেখে উঠতে পারবো—আসচে বারে সবিস্তৃত খবর জানিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের খুসী করবার চেষ্টা ক'রবো। গ্লোবের কর্তৃপক্ষ "কুইন ক্রিশ্চিনার অসামান্য দেখে ছবিখানিকে আর এক সপ্তাহ চালাবার মনস্থ ক'রেছেন যাঁদের এখনও ছবিটি দেখা হ'য়ে ওঠেনি তাঁরা এতে অত্যন্ত খুসী হবেন নিশ্চয়ই।

•

কাল ম্যাডান্ থিয়েটারে ইউনিভার্সাল পিক্‌চার্সের তরফ থেকে কার্ল লেম্‌লে প্রযোজিত "দি রিবেল্" দেখ্‌লুম। নীরব যুগের সুন্দরী নটী ভিলমা ব্যাঙ্কী এই ছবিখানিতেই বোধ হয় প্রথম মুখ খুল্‌লেন। ছবিখানিতে তিনি সেজেছেন নায়িকা। নায়ক এবং অন্যতম পরিচালকরূপে দেখা দিয়েছেন লুই ট্রেঙ্কার। তাঁর নাম অনেক চিত্ররসিকের কাছেই পরিচিত। … … নেপোলিয়ানের ধ্বংসলীলা যখন সারা ইউরোপকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছিল সেই সময়ে আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতমালার গর্ভে এক শান্তিপূর্ণ গ্রামের এক তেজস্বী স্বাধীনচিত্ত যুবকের অধিনায়কত্বে মুষ্টিমেয় কতকগুলি সেনা কি-রকমে নেপোলিয়ানের বিজয়-বাহিনীর সঙ্গে অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে অবশেষে পরাজিত হয়েছিল "দি রিবেল্"-এ তাই দেখানো হয়েছে। একটা প্রেমের কাহিনীও গল্পটিকে রসবান্ করবার জন্যে ছবির মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। তবুও গল্পটির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। পরিচালনায়ও নেই কিছু কৃতিত্ব। তবুও ছবিখানি আমাদের খুসী ক'রেছে, ভিল্‌মা ব্যাঙ্কীর অভিনয়ে তৃপ্তি পেয়েছি। লুই ট্রেঙ্কার তেজস্বী পার্ব্বত্য-যুবকের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। ছবিখানি সারাক্ষণ আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে রাখতে পেরেছিল সম্পাদকের কাট-ছাটের গুণে। তবু দু'একটি দৃশ্য বড় 'dragging' লাগছিল। চিত্র-গ্রহণকার্য্যে কলা-কৌশলের ছাপ পেয়েছি; আবহ-সঙ্গীত অনেকক্ষেত্রে ভাল লেগেছে।

•

জার্ম্মানীর 'উফা' কোম্পানী এবারে এক বিচিত্র ও বিস্ময়কর ছবি তুলেছেন! ছবিখানির নাম হচ্ছে "Gold"—কৃত্রিম উপায়ে বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় কি-রকমে সীসা থেকে সোনা তৈরি করা যেতে পারে এ-ছবিখানিতে তাই দেখানো হ'য়েছে। যন্ত্রবিদ্যা-সম্পর্কীয় সমস্ত কাজে যাতে কোন খুঁত না থাকে সে-বিষয়ে কর্তৃপক্ষরা বিশেষ যত্নবান হয়েছেন। ছবিখানির সঙ্গে একটা বিরাট যজ্ঞের তুলনা করা যেতে পারে। অর্থ ব্যয়ে কর্ত্তৃপক্ষরা কোন কার্পণ্য দেখান-নি। বিজ্ঞানের দ্বারা কি-রকমে সোনা তৈরি হ'য় এবং তা ছবিতেই বা কি ভাবে তোলা হ'য়েছে তার নমুনা উদ্ধৃত ক'রে দিলুম:—"The Ufa talkie 'Gold' is based upon the technical idea of transforming, by destruction of atoms, lead into Gold. By destruction of atoms is meant the exposing of certain elements to the influence of alpha rays. These rays partly destroy the atoms of those elements by splitting off form the atomic Kernel a hydrogen Kernel. This, it is true, takes place very rarely. By such a destruction one element is transformed into another. Numerous prominent men of science have already taken up the problem for some years, but its solution—not counting partial results…has not been found as yet. Only recently, reports of such experiments made in Germany and the United states went through the press repeatedly; the used tension being stated to be about 7 millions volts."

শব্দযোজনা ক'রে ঠিক ভাবে ছবিখানি তোলা কত শক্ত তা পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়। এ-বিষয়ে A. E. G 'উফা'কে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং জনকতক বৈজ্ঞানিক-কর্ম্মচারী দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছেন।

*

ব্রিটীশ ষ্টুডিওগুলির মধ্যে সব-চেয়ে বড় খবর হচ্ছে আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরাজ লেখক J. B. Priestley ছবির জন্যে একটি গল্প লিখ্ছেন এবং চিত্রনাট্যও তৈরি ক'রছেন। ছবিখানির নাম হবে "Sing as We Go"—এবং এতে অভিনয় করবেন গ্রেসী ফিল্ডস। এতদিন পর্য্যন্ত বিখ্যাত ইংরাজী লিখিয়েরা ছায়াছবিকে সুনজরে দেখেন নি এবং এর উন্নতির জন্যে কোন রকম চেষ্টা করবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নি। উপরন্তু করেছেন কি না "have pocketed the money for the sereen rights of previous works; for the most part unsuitable for the movie medium." ইংরাজী ছবির জগতে এ-একটা সুখবর বলতে হবে!

*

গল্পের অভাবের জন্যেই কিনা জানি না বা নতুন ঢেউ তুলতে হবে ব'লেই—হলিউডে পূর্ব্ববর্ত্তী ছবির 'sequel' তোলার ধুম লেগে গেছে। ... ... দিনকতক ছুটি ভোগ ক'রে ষ্টুডিওয় ফিরে রোণাল্ড্ কোল্ম্যান্ "Bulldog Drummond"-এর পরবর্ত্তী অংশ তোলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। জনি ওয়েস্ মুলারও মরিন্-ও-সালিভানের সাহচর্য্যে "Tarzan"-এর তৃতীয় সিরিজ তুলতে মনস্থ ক'রেছেন। ডগলাসের (বড়) পরবর্ত্তী ছবি হ'তে পারে "Zorro"র অনুগামী (অবশ্য ব্রিটিশ ষ্টুডিওয় তাঁর "The Private Life of Don Juan" শেষ হবার পর)। বরিস্ কারলফ্ও "Frankenstein"কে আবার ছায়াজগতে আনবার চেষ্টা করছেন।... ...

*

"Queen Christina"র পর গার্ব্বো কোন ছবিতে নাম্বেন তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি। খুব সম্ভব তাঁর পরবর্ত্তী ছবির নাম হবে "Shining Hour"—Keith Winter এই নাটকটি রচনা ক'রেছেন। ব্রডওয়েতে নাকি এ-খানি বেশ সাফল্য-গৌরবে অনেকদিন চলেছিল। কর্ত্তৃপক্ষরা সাড়ে চার হাজার পাউণ্ড দাম দিয়ে এই বইখানি কিনেছেন।

কিংবা Somerset Maugham-এর "The Painted Veil"-এও তিনি অভিনয় করতে পারেন।

*

মিকি মাউস্ ও সিলি সিম্ফনিসের সৃষ্টিকর্ত্তা ওয়াল্ট্ ডিস্নে Art Worker's Guild-এর অবৈতনিক সভ্য হ'য়েছেন। এমন একটি জায়গার জায়গার সভ্য হওয়াতে ডিস্নের মান গেল খুব বেড়ে; কারণ এখানকার সভ্য হ'চ্ছেন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থাপত্যবিদ্ ও নানাশ্রেণীর কলাবিদ এবং বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী।

এই Guild-এর সেক্রেটারী ডিস্নেকে অপরাপর সভ্যদের সঙ্গে পরিচিত করবার সময় লিখেছেন:—"এখানকার সভ্যবৃন্দ ছায়াচিত্রে আপনার কলাশিল্পের সার্থকতা এবং প্রভাব দেখে এতই মুগ্ধ হ'য়েছেন যে তাঁরা আপনাকে 'Art Worker's Guild'-এর অবৈতনিক সভ্য করবার একমত দিয়েছেন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি এটা আপনাকে জানাচ্ছি এবং আশা করি আপনি এই পদ গ্রহণ ক'রে আমাদের সম্মানিত ক'রবেন।"

কুজ্ঝটিকা

শ্রীকানাই লাল পাল

কথা-নাট্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এটাকি এখনও ঠিক আছে? ওঃ,...এযে দেখছি টোটা ভর্ত্তি!...কিন্তু এর উপর এত মর্চ্চে পড়লো কেন? আচ্ছা আমার ঘর থেকে এটাকে পরিষ্কার করে আন্ছি। কি? কথা বল্ছো না যে? তোমার হলো কি?

উষানাথ

[মালবিকার পিছনে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া] মালবিকা!...

মালবিকা

[চমকিয়া পিছন ফিরিয়া উচ্ছল কণ্ঠে] ওঃ, এ যে জ্যেঠামশায়? আপনি কখন এলেন, আমি তো আপনাকে দেখ্তে পাইনি।

[ঘড়ির দিকে চাহিয়া]

একি দশটা বেজে গিয়েছে! আপনার বন্দী কৈ?...আপনি তাকে এনেছেন? সে কোথায় জ্যেঠামশায়?

উমানাথ

[অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া] ঐ

মালবিকা

[চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] কৈ ? কৈ ?

[বিজয়ের নিকট যাইয়া তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া]

এই ভদ্রলোক !

উমানাথ

হাঁা। ভাল করে চেয়ে দেখ। দেখ, চিন্‌তে পার কি না। একি সেই লোক ?

মালবিকা

[বিস্মিত ভাবে] ইনি ? কৈ, এঁকে তো কখনো দেখিনি। এঁকে তো চিনিনা।

[সুমিত্রা প্রফুল্ল মুখে আসন ত্যাগ করিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার কাঁধের উপর দক্ষিণ করতল রাখিয়া স্মিত হাস্যে কহিল]

সুমিত্রা

আমিও তো তাই বলেছি মালবিকা। কৈ, আমরা তো কখনো এঁকে দেখিনি।

উমানাথ

ভাল করে দেখ মালবিকা। তোমার সাক্ষীর উপর আমাদের সাফল্য নির্ভর করছে। ভাল করে দেখ, এই কি সেই ব্যক্তি নয় ?

মালবিকা

[দৃঢ় স্বরে] না। নিশ্চয় নয়। এ ভদ্রলোকের চেহারা তার থেকে ঢের দীর্ঘ, ঢের সুশ্রী। কিন্তু এঁকে আপনারা কোথায় পেলেন জ্যেঠামশায় ! [বিজয়ের অতিশয় সন্নিকটে যাইয়া] কে তুমি যুবক ! কেন তুমি এই আবর্ত্তের মধ্যে প্রাণ দিতে এসেছ ?

উমানাথ

তাই তো। আমার যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমার এতদিনের শিক্ষা,...এত দিনের বিশ্বাস সব ব্যর্থ হয়ে গেল ?

মালবিকা

এঁকে নিয়ে আপনারা কি করবেন জ্যেঠামশায় ?

উমানাথ

[চিন্তিত ভাবে] কিছু না। যুবক, তোমায় মুক্তি দিলাম কিন্তু সাবধান ! এখনো তোমার সব আশঙ্কা কাটেনি।

মালবিকা

[সোল্লাসে] মুক্তি !...মুক্তি ! ! আমি তোমায় মুক্তি দিয়েছি যুবক ! ওঃ, আজকের রাত্রি কি সুন্দর। জগতের যেন সকল আলো, সব সৌন্দর্য্য আমার চোখে নেমে আস্‌ছে। [বিজয়ের নিকট গিয়া তাহার হাতের শৃঙ্খল খুলিতে খুলিতে] দেখুন দেখুন জ্যেঠামশায় ! ভদ্রলোকের মুখ কি রকম শুকিয়ে গিয়েছে ! উঃ,...আপনারা কি ? নিরীহ ভদ্রলোকের মাথায় এত বড় অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন ? দেখুন তো ভাগ্যিস আমি ছিলাম !—তাই না আজ একজন নিরীহের প্রাণ বাঁচল !...নইলে ?...এ অতি চমৎকার ! একজন তিলে তিলে রক্ত ক্ষরিয়ে জীবন্ত হত্যা করেছে, আর একজন সেই প্রাণ ফিরে দিলে।...বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা। এ উত্তম !...এ উত্তম ! !

[সে ধীরে ধীরে বন্দুকটী লুকিতে লুকিতে দক্ষিণের দ্বারপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। সুমিত্রা, বিজয় ও উমানাথ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে পাশের ঘরে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল]

উমানাথ

ওকি ?

সুমিত্রা

মালবিকা !

বিজয়

[আত্ম বিস্মৃত হইয়া] যাও, যাও সুমিত্রা। দেখ কি হলো।

[সুমিত্রা তীরবেগে পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিল]

সুমিত্রা

[অন্তরালে] মালবিকা, মালবিকা, একি করেছিস বোন ?

[মালবিকার মুর্চ্ছিত-প্রায় দেহটাকে টানিতে টানিতে সুমিত্রা প্রবেশ করিল]

আপনারা কেউ আমায় সাহায্য করুন। আমি আর পারছি না।

[উমানাথ ও বিজয় ছুটিয়া গিয়া মালবিকাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখের সোফার উপর শোওয়াইয়া দিল]

উমানাথ

মালবিকা ! মালবিকা !!

মালবিকা

[মুমূর্ষু কণ্ঠে] কিছুনা ! কিছুনা ! [বক্ষের উপর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া] ওঃ,...বড় জ্বালা,...বড় জ্বালা। কদিন ধরে বড় জ্বালায় জ্বলছিলাম।... আজ সব শান্ত হয়েছে। [বন্দুকটী চুম্বন করিতে করিতে] বন্ধু, বন্ধু আমার ! তোমার স্পর্শ যে এত কোমল, এত স্নিগ্ধ,—তা জানতাম না। তুমি আমায় শান্তি দিয়েছ ;...মুক্তি দিয়েছ।...আঃ, আঃ।...মৃত্যু...মৃত্যু ;... বন্ধু আমার !

সুমিত্রা

চুপ কর মালবিকা। তোমার ক্ষত মুখ থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে।

মালবিকা

না ;...না ;...চুপ নয়।...আমায় বল্‌তে দাও।

উমানাথ

কি বল্‌ছো মালবিকা ?

মালবিকা

আপনি তো সব জানেন জ্যেঠামশায়।...আপনার কাছে আর কিছু গোপন ক'রব না। [কিছুক্ষণ থামিয়া] আপনারা আর হত্যাকারীকে খোঁজ করবেন না। আমি আপনার প্রধান সাক্ষী।...আমার কাছে শুনে যান জ্যেঠামশায়, আজ হত্যাকারীর মৃত্যু হয়েছে।...তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা—

[উত্তেজনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কেহ কোন কথা বলিল না। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল]

সমাপ্ত।

ছবির কথা

(শ্রীসত্যেন বসু)

নিউ থিয়েটার্স।

নিউ থিয়েটার্সের প্রথম ভারতীয় সবাক্ কার্টুন্ Pea Brothers in moonlit night বম্বের মিনার্ভা টকীজে খুব নাম কিনেছে। আমরা ছবিটার দেখবার অধীর প্রতীক্ষায় রইলাম।

'মহুয়া' দলবল অমর মল্লিকের অধিনায়কত্বে 'মহুয়া' বহিদৃশ্য তোলবার জন্ম ঘাটশিলা গেছেন। ওখান থেকে তাঁরা আবার ঐ উদ্দেশ্যে ওয়ালটেয়ার পাড়ি দেবেন। কর্ত্তৃপক্ষ আশাকরি তাঁদের পূর্ব্বতন উচু standard বজায় রাখবেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় 'কান্ওয়ান্-ই-হায়াতের shooting দু চার দিনের মধ্যেই সুরু হবে। এ দিক্‌কার সব ব্যবস্থা শেষ হয়েছে। নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্-এর প্রথম ছবি কেমন হয় দেখা যাক্।

নিউ থিয়েটার্সের প্রিন্স আন্ওয়ার সা রোডের ষ্টুডিয়োতে নীতিন বোস জুন মাসের গোড়াতেই একটা উর্দ্দু ছবির কাজে হাত দেবেন। ছবিটার নাম এখনও জানা যায় নি। শ্রীযুত জে, এন, মিত্রের তত্ত্বাবধানে এই ছবিটা নির্ম্মিত হবে।

আগা হাসার কাশ্মিরীর ইউনিটের উপস্থিত কোন খবরাখবর নেই।

R. K. O. Radio.

রেডিও পিকচার্স By your leave নাটকের স্বত্ব ক্রয় করেছেন। এটাতে অবতীর্ণ হবেন Dorothy Gish ও Kenneth Mekema. False Wreams Farewell নামে অপর যে নাটকটার চিত্রস্বত্ব কিনেছেন তাতে নির্ব্বাক্‌যুগের নামকরাদের দেখা যাবে।

এ ছাড়া রেডিও আগে অপর যে পাঁচখানি নাটকের চিত্রস্বত্ব অর্জ্জন করেছেন। নীচে তাদের নাম এবং প্রধান প্রধান নটনটার নাম দেওয়া হল।

নাটক	অভিনেতৃ
The Gay Divorce	Ginger Rogers, Fred Astaire.
And let who will be clever	Joel Merea, Frances Dee.
Wednesday's Child	... ...
A Coat, a flat and a Glove	John Barrymore.
Sour Grapes	Clive Brook, Diana Wynard.

অপর সব কোম্পানীই নিজ নিজ আর্টিষ্টদের একত্র একখানি ছবিতে নামিয়েছেন, বাকি ছিলেন কেবল Radio. এবার তাঁদের সব আর্টিষ্টকেই একসঙ্গে The N B C Review of 1934 ছবিতে দেখা যাবে। বলা বাহুল্য এতে নাচ, গান, হাসি, নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী এবং সুন্দরী সমাবেশ হবে। উপযুক্ত পরিচালক পেলেই ছবির কাজ সুরু হবে।

Clive Brook ও Diana Wynard আবার একসঙ্গে The Dover Road ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে। সঙ্গে থাকবেন Billie Burke, Gilbert Enery, Alean Mobway প্রভৃতি।

Two against the World—

চরিত্র	অভিনেতৃ
এডেল্ হ্যমিলটন্	কন্‌সটান্স্ বেনেট্
ডেভিড্ নর্টন্	জিল্ হ্যমিলটন্
করিন্ ওয়ালটন্	হেলেন্ ভিন্‌সন্
বব্ হ্যমিলটন্	এলেন্ ভিন্‌সেন্ট
ভিক্টর লিন্লি	গেভিন্ গর্ডন্
সিগাল্	রুসকো কার্নস্ প্রভৃতি
পরিচালক—	আর্চি মেয়ো

ওয়ারণারের ছবি আগামী ২রা জুন থেকে রিগ্যালের পর্দ্দায় রূপ পাবে। গল্পটা কিছু ঘোরালো এবং মৌলিকত্বহীন হলেও ছবিটা সুচারুভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং অভিনয় হয়েছে চিত্তাকর্ষক। আমোদলিপ্সু মেয়ে এডেল্ তার ভাইকে হত্যার দায়-মুক্ত করবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। এডেল্ যখন কোর্টে স্বীকার করে যে নিহতব্যক্তি যাতে তার ভাইয়ের 'পরে সহানুভূতিশীল হয় এজন্য সে ঐ লোকের সাথে আন্তরিকতা এবং সংসর্গ রেখেছিল, যদিও সে জানতো এতে করে সে তার আইনজীবী প্রেমিককে হারাবে তখন কণির অভিনয় চমৎকার উৎরেছে। ভাবপ্রবণ চরিত্রে কনি বরাবর ভাল অভিনয় করলেও এত সুন্দর অভিনয় তাঁর আগে দেখা যায় নি। আইনজীবী হ্যামিলটন্ সুষ্ঠু অভিনয় করেছেন। অপরাপর সকলেই ভাল। প্রজাপতির মত লঘুচিত্র এক মেয়ে আর ঝুনো আইনব্যবসায়ী নিয়ে গল্পটা গড়ে উঠেছে তাতে প্রচ্ছন্ন একটা ট্রাজিডির সুর থাকলেও যথেষ্ট হাস্যরস থাকা স্বাভাবিক এবং আছেও। ছবিটা দেখছেন ত?

Am Harding এর পরবর্ত্তী ছবি হবে Charles Morganeএর লেখা The Fountain যোগ্য পরিচালকের অধীনে ছবিটাতে বহু তারকা নামাবার চেষ্টা চলছে।

James Gleason ও Edna May Oliver কে R. K. O. Radio আবার একসঙ্গে Murder on the Black Boardএ নামাচ্ছেন।

মিউজিক্যাল ছবি Down to their last yachtএ polly Moran কে দেখা যাবে।

Alien Cornএ এখন Ann Harding নামবেন না। 'Life of Virgie Wintersই উপস্থিত তুলবেন।

The Sea Girl এ নায়কের ভূমিকায় Jon Mccreaকে দেখতে পাবেন।

Sing and Like itএ অভিনয়ের জোরে pert Kelton The Great American Haremএ একটী প্রধান ভূমিকা পেয়েছেন।

রেডিও লোমহর্ষক Secrets of the French policeএর স্বত্ব কিনেছেন। নিঃসন্দেহ এটী সেরা Crime-thriller.

	চরিত্র	অভিনেতৃ
Search for Beauty—	জন্ জ্যাকসন্	বাষ্টার (ল্যারী) ক্রেব্।
	বারবারা হিন্টন্	ইডা লুপিনো।
	স্থালী	টবি উইঙ্গ।
	ডন্ হিলি	জেম্স্ গ্লিসন্।
	ল্যারি উইলিয়াম্স্	রবার্ট্ আরমষ্ট্রং।
	রিপোর্টার	রস্কো কারন্স।
	প্রভৃতি	
	পরিচালক	আর্ল্ কেনটন।

প্যারা মাউণ্টের ছবি আগামী ২রা জুন থেকে এলফিনষ্টোনে দেখানো হবে।

ল্যারি উইলিয়াম্ এবং ডন্ হিলি সগু অলিম্পিক সুইমিং চ্যাম্পিয়ান্ ডন্ জ্যাকসান্ এবং বারবারা হিন্টনের মাতব্বর নিযুক্ত হল। উইলিয়াম্ এবং হিলি জিন্ ষ্ট্রেঞ্জ নামক এক স্ত্রীলোকের সাহচর্য্যে এক অখ্যাত প্রকাশ-বন্ধ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পত্রিকা জোগাড় করে জাকসন্ এবং হিন্টনকে সম্পাদক নিযুক্ত করলো। এই অলিম্পিক্ সুইমিং চ্যাম্পিয়ান্ দুটী এই পত্রিকায় তাদের যথার্থ গুণের এবং জ্ঞানের পরিচয় দিতে সমর্থ হল। উইলিয়াম্ কাগজখানির উন্নতির জন্য এটাকে চিত্র বহুল এবং সত্য গল্পে পূর্ণ করে দিল। জ্যাকস্‌ন্ এবং বারবারা এই ভাবে কাজ করে। একদিন উইলিয়াম্ পৃথিবী ভ্রমণ করে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর লোক জোগাড়ের কাজে তাদের নিযুক্ত করলে। জাকসনের অনুপস্থিতিতে উইলিয়াম্ বারবারার দিকে নজর দিলে। জ্যাকসন্ ফিরে এসে পত্রিকার চিহ্ন পেলে না। জ্যাকসন্ গুপ্ততত্ব প্রকাশ করে হিলি এবং উইলিয়াম্‌কে জেলে পাঠাবার ভয় দেখানর, তারা জ্যাকসন্ এবং বারবারার লাভের জন্য আবার একটা স্বাস্থ্যালয়ের পরিচালনার ভার নেয়। এদের আন্তরিকতায় স্বাস্থ্যালয়টার প্রভূত উন্নতি দেখে উইলিয়াম্ এবং হিলি ষড়যন্ত্র কোরে ষ্ট্রেঞ্জকে পাঠালো। ষ্ট্রেঞ্জ এসে পাঁচ হাজার ডলার নিয়োগ করলো। এই ভাবে ষড়যন্ত্র করে এরা এই প্রতিষ্ঠানটির ক্ষতি করতে লাগল। এক সময়ে বারবারা সমস্ত বিষয় অবগত হয় এবং শেষমুহূর্ত্তে এটাকে নষ্ট হতে দেয় না। তারপর জ্যাকসন্ ও বারবারা মিলিত হয়ে স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য বাড়নির দিকে নজর দিলে।

Search for Beatyর সম্বন্ধে কয়েকটী জ্ঞাতব্য তথ্য।

(১) প্যারামাউণ্টের লোকেরা আমেরিকার বিভিন্ন অংশে, গ্রেট ব্রিটেনে, অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা (Beanty conteot) আরম্ভ করে। এতগুলি দেশ থেকে অসংখ্য আবেদন কারীর মধ্যে ১৫ জন পুরুষ ও ১৫ জন মেয়েকে বেছে নেওয়া হয়।

(২) যে সব সেরা সুন্দর সুন্দরীদের এই চিত্রে সমাবেশ হয়েছে তাদের দৈহিক পরিমিতি নিম্নরূপ :—

	স্ত্রী	পুরুষ
দৈর্ঘ্য	৫ ফিট ৪ ইঞ্চি	৬ ফিট
ওজন	১১৪[illegible] পাউণ্ড	১৭৪ পাউণ্ড
গলা	১২½ ইঞ্চি	১৫½ ইঞ্চি
বুক	৩২[illegible] "	৩৮[illegible]—৪১[illegible] "
কটি	২৪½ "	৩১[illegible] "
পাছা	৩৫½ "	
উরু	২০½ "	২২½ "
	ইত্যাদি	ইত্যাদি

মাপগুলি average

(৩) ছবিটী তৈরী হলে কর্ত্তাদের প্রায় ৩৩ ঘণ্টা দেখতে হয় অর্থাৎ স:দানির্ম্মিত ছবির দৈর্ঘ্য ছিল কমসম করে ১৮০,০০০ ফিট্, প্রায় চৌত্রিশ মাইল। College Humour, Gene Gerhardt, The Eagle a the Howk, প্রভৃতি ছবি এ-রকম দীর্ঘ হয়েছিল বলে শোনা যায়। যাই হোক্ আপনাদের আর তা বলে তেত্রিশ ঘণ্টা ভুগতে হবে না কারণ— কাট-ছাঁট করে দৈর্ঘ্য সাধারণের সামনে প্রকাশ যোগ্য হয়েছে।

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ প্রণীত

(বিস্তারিত-ঘটনা-সংশ্লিষ্ট গার্হস্থ্য নাটক)

পতিতা

খ্যাতনামা বহুবাজার ক্লাব কর্ত্তৃক

কলিকাতার প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে

বহুবার অভিনীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৺নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

২৫শে জ্যৈষ্ঠ
১৩৪১

কলালাপ

সেদিন চলচ্চিত্রের নটীদের দৈহিক রূপের কথা নিয়ে আলোচনা করেছি। দৈহিক রূপ দেখলে যে চিত্তে পুলক-সঞ্চার হয়, এ-বিষয় নিয়ে গুরুতর গবেষণার দরকার নেই—কেননা এটা হচ্ছে একটা গুরুতর সত্যকথা, লঙ্কাদাহন এবং ট্রয় ধ্বংসের এতকাল পরে এ সত্য আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

•

নাট্যজগতেও নিছক তনু-সুষমার জন্যে যে অনেক নটী সুঅভিনয় করতে না পেরেও অভিনেত্রীর সম্মান অর্জ্জন করেছেন, এটুকুও আমাদের অজানা নেই। তবু, দৈহিক সৌন্দর্য্যকেই আমরা অভিনেত্রীর বড় সম্পদ ব'লে মানিনা। কেন, আগেই তা বলেছি। বিচিত্র ভাবাভিব্যক্তির শক্তিই অভিনেত্রীকে শ্রেষ্ঠ করতে পারে। পাদপ্রদীপের আলোকে ভাবহীন অতি সুন্দর মুখকেও অতি-কুৎসিত দেখায়। 'গ্যালারি'র দর্শকরাও তাকে ক্ষমা করতে রাজি হয় না।

দক্ষ যজ্ঞে সতীর ভূমিকায়—
শ্রীমতী চন্দ্রাবতী

•

দৈহিক সৌন্দর্য্যের আর-একটি নূতন দিকও আছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি দৈহিক সৌন্দর্য্যকে অধিকতর লোভনীয় ও মোহনীয় ক'রে তোলে। সাধারণতঃ এখানকার নাট্যসমাজে যে-সম্প্রদায় থেকে নটী সংগ্রহ করা হয়, তার মধ্যে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির একান্ত অভাব, সকলেই এ কথা জানেন। সেই অভাব তাদের মৌখিক ভাবকে যতটা ক্ষুণ্ণ করে, তাদের রূপের অভাব ততটা করতে পারে না। আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, বাংলা নাট্যজগতের অনেক নিখুঁৎ-সুন্দর নটীর মুখও শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাবে আসলে শ্রীমন্ত হ'তে পারে নি। তার চেয়ে গৃহস্থ মহিলার চলনসৈ মুখও অধিক-মধুর দেখায়। এবং এইজন্যেই বাংলা নাট্যজগতের অধিকাংশ নটীকেই গৃহস্থ বধূর ও শিক্ষিতা মহিলার ভূমিকায় সময়ে সময়ে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বাহির থেকে গৃহস্থ বধূকে ও

শিক্ষিতা নারীকে দেখে তাঁদের সাজসজ্জা, হাব-ভাব ও চালচলন অনুকরণ করা কঠিন নয়। কিন্তু অন্তরের যে দীপ্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে আলোক তাঁদের মুখশ্রীকে মহিমময় ক'রে তোলে, অনুকরণের দ্বারা তা লাভ করা যায় না।

*

'আবহে'র প্রভাবেও মানুষের দৈহিক রূপের পরিবর্তন ঘটে। গরিব পরিবারের নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর ধনী নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষের তুলনা করলেই এ সত্যটা বুঝতে পারা যায়। উচ্চশ্রেণীর নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষরা গরিব হ'লেও যে সামাজিক আবহের—অর্থাৎ সংস্কৃতির মধ্যে বাস করে, তারই ফলে তাদের দৈহিক রূপ ও মৌখিক ভাব অধিকতর মার্জ্জিত ও উন্নত হয়ে ওঠে। আবহের প্রভাবই তাদের শিক্ষিত ক'রে তোলে, নিম্নজাতীয় লোকেরা যা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। আমাদের নাট্যজগতের অধিকাংশ নটীই এই আবহের সাহায্য লাভ করতে পারে না। নিষিদ্ধ পল্লীতে তাদের বাস, কুৎসিত ভাবের আদান-প্রদানেই তাদের প্রাণের জাগরণ এবং মানুষের পশুত্ব নিয়েই তাদের কারবার। এই কদর্য্য জীবনের অত্যাচারের কাহিনী যাদের চোখ-মুখ দিয়ে সর্ব্বদাই আত্ম-প্রকাশ করছে, টাকার লোভে খানিকক্ষণের জন্যে পবিত্র আর্টের গোলামী স্বীকার করলেও উচ্চতর ভাবের সৌন্দর্য্য তারা ঠিকমত ফুটিয়ে তুলবে কেমন ক'রে? তীর্থস্থানেও গেলে দেখবেন, প্রাণপণে কুলবধূর অনুকরণ ক'রেও গণিকা নিজের স্বরূপ, নিজের কলঙ্কিত হৃদয় গোপন করতে পারছে না—অথচ কুলবধূর সঙ্গে গণিকাও সেখানে গেছে দেবতার পায়ে ভক্তির অঞ্জলি দিতে! স্বচক্ষে দেখেছি, কাশীধামে বিশ্বনাথের আরতির সময়ে মন্দিরের ভিতরে ব'সে এক নারী ভক্তিবিহ্বল হয়ে পবিত্র অশ্রুপাত করছে, কিন্তু তবু সে যে গণিকা এ কথা বুঝতে বিলম্ব হয় নি! তার তখনকার ভক্তির অকপটতা অস্বীকার করছি না, কিন্তু সারাজীবনের নির্লজ্জ কদর্য্যতা তার সর্ব্বদেহের উপরে যে ঘৃণ্য ভাবের জলন্ত ইতিহাস লিখে দিয়েছে, ক্ষনস্থায়ী সাময়িক পবিত্রতা কি-ক'রে তাকে বিলুপ্ত করবে? অকপট ভক্তি যা পারে না, কৃত্রিম অভিনয় তা ফোটাতে পারবে কেন?

*

শুনেছি, পাশ্চাত্য দেশের চিত্রজগতের অনেক বিখ্যাত নট-নটীই পবিত্র ও সংযত জীবন যাপন করেন—কোনরকম যথেচ্ছাচার ও বিশৃঙ্খলতাকেই তাঁরা প্রশ্রয় দেন না। এইটেই তো প্রকৃত কলাবিদের ধর্ম্ম! শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া প্রায়ই যে তাঁর আর্টের উপরে গিয়ে পড়ে! ইংরেজ কবি Wordsworth ও Byronএর ও ফরাসী কবি Villonএর কবিতাগুলি পড়লে তাদের লেখকদের চিনতে দেরি হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী চিত্রকররা সমসাময়িক যুগের হীনতা ও কামুকতাকে পটের উপরে এঁকে রেখে গেছেন। প্রাচীন গ্রীক শিল্পীরা আর্টের মধ্যে যেমন নিজেদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা প্রকাশ ক'রে গেছেন, প্রাচীন ভারতের ভাস্কররাও তেমনি শিলাপটের উপরে ফুটিয়ে গেছেন নিজেদের ধর্ম্মানুরাগকেই। বিশেষ ক'রে সংযম, সৎভাব ও সংস্কৃতির মধ্যে বাস করতে হয় নাট্যশিল্পীদেরই,—কারণ, যে-দেহ নিয়ে তাঁদের প্রধান কারবার, উপর-উক্ত গুণগুলির অভাবে তাঁদের সে-দেহ কোন সৌন্দর্য্যই প্রকাশ করতে পারে না। নট-নটীকে অনেক কিছুই শিখতে হয়, অনেক দিকেই চোখ রাখতে হয়, বৃহত্তর বিশ্বের অনেক তথ্যই সংগ্রহ করতে হয়। কুৎসিত, হীন ও হাল্কা আমোদ-প্রমোদ নিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করলে হয়তো তাঁদের দৈহিক সুগঠন বিকৃত হবে না, কিন্তু তাঁদের মৌখিক ভাবের মার্জ্জিত শ্রী নিশ্চয়ই আর থাকবে না। প্রত্যেক নট-নটীরই উচিত, সাহিত্যের, শিল্পের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে নিজের চিত্তকে নিযুক্ত রাখা। কোন-রকম তথ্যই তাঁদের কাছে নগণ্য নয়, তাঁদের কৌতূহল ও অন্বেষণা জেগে থাকবে সব-দিকেই!

*

আধুনিক চলচ্চিত্রের সখী-সঙ্ঘের সামান্য নর্ত্তকী, সুন্দর সুগঠন তনুই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়—"wit" ও "It" এই 'দুয়েরই অধিকারিণী হ'তে হবে তাকে! সংপ্রতি আমেরিকার ছবির কর্ত্তারা এটুকু ভালো ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। হলিউডের এক আধুনিক গীতি-চিত্রের সখী-সঙ্ঘের জন্যে নর্ত্তকীর দরকার হয়েছিল। চারিদিক থেকে শত শত আবেদন এল। কিন্তু নির্ব্বাচকরা কেবল রূপযৌবন দেখে কোন সুন্দরীকেই গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। তাঁরা প্রত্যেককেই নয়টি ক'রে প্রশ্ন করলেন। অবশেষে নির্ব্বাচিত হলেন পঞ্চাশজন নারী। এঁদের মধ্যে উনিশটি মেয়ে প্রত্যেক প্রশ্নেরই নির্ভুল উত্তর দিতে পেরেছিল। পনেরোটি মেয়ের উত্তরে কেবল একটি ক'রে ভুল হয়েছিল। যে-সব মেয়ের উত্তরে তিনটির বেশী ভুল হয়েছিল, তাদের আবেদন গ্রহ্য করা হয় নি।

*

প্রশ্নগুলি এই :

১। গত মহাযুদ্ধ কোন্ বৎসরে শেষ হয়?

২। "**CWA**" বলতে কি বোঝায়?

৩। নিউ-ইয়র্ক রাষ্ট্রের রাজধানীর নাম কি?

৪। জর্জ্জ বার্ণার্ড স কে?

৫। এক কথায় ডারউইনের তত্ত্ব প্রকাশ কর।

৬। যুক্ত-রাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কে?

৭। "Decoration Day" কোন্ তারিখে পড়ে?

৮। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাষ্ট্রে মোটর-গাড়ীর জন্যে কতকগুলো লাইসেন্স-প্লেট দরকার হয়?

৯। নিউ-ইয়র্ক সহরে যখন দ্বিপ্রহর, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী সহরগুলিতে ঘড়ীর কাঁটা তখন কোন্ ঘরে থাকে?

*

সখীসঙ্ঘের সামান্য নর্ত্তকীর কথা ছেড়ে দি, কিন্তু ভেবে দেখুন, বাংলা নাট্যজগতে নায়িকার ভূমিকাভিনয়ের জন্যে অভিনেত্রী নির্ব্বাচনের সময়ে যদি এই জাতীয় গুটিকয় প্রশ্ন করা হয়, তবে সঠিক উত্তর দিয়ে কয়জন নটী সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারবে? ... ... কিন্তু এ-রকম প্রশ্ন করা তো দূরের কথা, এদেশের নাট্যজগতের কর্ত্তারা এ রকম প্রশ্নের সার্থকতাই হয়তো স্বীকার করবেন না। নট-নটীর মধ্যে তোতাপাখীর গুণ থাকলেই তাঁরা হন তুষ্ট, কারণ তাঁদের বিশ্বাস, তাঁরা যেমন শেখাবেন তেমনি শিখলেই তারা প্রত্যেকেই গোটা শিল্পী হয়ে উঠবে এবং তদুপরি তাদের যদি কিঞ্চিৎ গঠন-সৌন্দর্য্য থাকে, 'আ-হা-হা, তাহ'লে তো সোনায় সোহাগা'! নট-নটী—বিশেষ ক'রে নটী—নির্ব্বাচনের সময়ে এদেশে যেদিন শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা উঠবে, সেদিন এখনো দূরে—বহুদূরে! অতএব—

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

গাহিব তাহার গান,
গোলাপ-কাঁটায় যে-ব্যথার ছোঁয়া জাগায় সুখের প্রাণ।

*

জানে—জানে মোর গীতি,
বিধবার বুকে নিতি,
যে-মধুর চুমো করে নিশিদিন নয়ন-বাদলে স্নান।

*

যবে পূর্ণিমা-নিশা,
মেঘেতে হারায় দিশা,
মুরলীতে মোর ফোটে যে অস্ফুট মৃত জোছনার তান।

চিত্রপুরী : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় : **S. O. S. Iceberg** (য়ুনিভার্স্যাল)
প্রধান ভূমিকায়—রড্ লা রক্
কাল থেকে "রূপবাণীতে" সুরু হবে।

•

S. O. S. Iceberg একটি দুঃসাহসিক অভিযানের চমক্‌প্রদ ছবি। ডাক্তার লরেন্স্ এবং তাঁর চারজন সঙ্গী একটি বিপদ-সঙ্কুল অভিযানে বার হয়। বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁরা নিরাপদে অগ্রসর হবার পর তাঁরা একটি ভীষণ বিপদসঙ্কুল বরফের রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন।

এইখানে এসে লরেন্স একাকী তাঁবু থেকে বার হ'য়ে গেলেন এবং তাঁকে অন্বেষণ করতে দলের অন্য সকলে এক সুদীর্ঘ যাত্রা সুরু করলেন। এই যাত্রার শেষে অনেকের ভাগ্যেই দারুণ দুর্ঘটনা ঘটল।

ছবিখানিকে রিয়ালিষ্টিক্ করবার জন্যে এর প্রযোজকগণ যে পরিশ্রম এবং বিপদ স্বীকার করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। আটত্রিশজন অভিনেতা, শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে য়ুনিভার্স্যাল কোম্পানী এই ছবি তোলবার জন্যে গ্রীনল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। ছ'মাস ধরে সেখানকার দারুণ শীত ভোগ
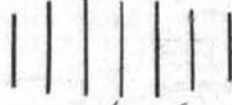
ক'রে তাঁরা সেখানে বাস করেছিলেন—তুষার রাজ্যের সত্যিকারের ছবি নেবার জন্যে।

S. O. S. Iceberg আমাদের দেশের দর্শকদের আনন্দ দেবে নিঃসন্দেহে

*

কালী ফিল্মসের "তরুণী"র কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এই সঙ্গে এঁরা নতুন ছবি "তুলসীদাসের" কাজও আরম্ভ করেছেন। পরিচালনা করছেন—জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত জহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ এবং শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, শান্তবালা ও রাণীবালা প্রভৃতি নট-নটীরা "তুলসীদাসে" ভূমিকা নিয়েছেন।

*

পাঠকবর্গ শুনে খুসী হবেন, সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীর একটি হাস্য রসাত্মক গল্পকে "ভারত-লক্ষ্মী পিকচার্স" একখানি চার-রীল কমিক ছবিতে রূপান্তরিত করছেন। গল্পটির নাম "ব্রাহস্পর্শ", ছবিখানির চিত্রনাট্য ও প্রযোজনার ভার নিয়েছেন—নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়। ভূমিকা লিপিতে চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, জহর গাঙ্গুলি, আশু বসু, ইন্দুবালা, ডলি প্রভৃতি খ্যাতনামা নট-নটীর দেখা পাওয়া যাবে।

*

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সদের পরবর্ত্তী বাংলা ছবি "কারাগারের" তোড় জোড় চলেছে। এর চিত্রনাট্য নাট্যকার মন্মথবাবু নিজেই রচনা করেছেন। ছবিখানির পরিচালনার ভার নিয়েছেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। আজ-কালের মধ্যেই মহলা সুরু হবে। "কারাগারের" কারুসজ্জার কাজ সম্পাদন করেছেন শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী।

"ভারতলক্ষ্মীর" হিন্দি ছবি "সমাজ"-এর শুটিং শীঘ্রই আরম্ভ হবে। ছবিখানি পরিচালনা করবেন প্রফুল্ল রায়। "রাজরাণী মীরা" ও "হিন্দী-সীতার" গল্প-লেখক পণ্ডিত নরোত্তম ব্যাস "সমাজের" গল্পাংশ রচনা করেছেন।

*

শ্রীযুক্ত চারু রায়ের পরিচালনায় "রাজনটীর" কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। "দক্ষ-যজ্ঞ" শেষ হ'য়ে এলো। রাধা ফিল্মসের বই দু'খানি ছবি আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন করবে বলেই আমাদের ধারণা।

*

মেট্রোর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছবি গ্রেটা গার্বোর Queen Christina শীঘ্রই "রূপবাণীতে" দেখানো হবে। খবরটি আনন্দের সন্দেহ নেই।

*

হলিউড্ গল্পিকা ঃ

রহস্যময়ী গেটা গার্বোর ব্যক্তিগত জীবনকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা হচ্ছে। বিচিত্র আয়োজন সন্দেহ নেই। আজ পর্য্যন্ত বোধ করি অন্য কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর Private life-কে নিয়ে ছবি তৈরী করবার প্রচেষ্টা হয় নি। যদি এ-ছবি কোনদিন প্রস্তুত করা হয় তাহলে সে যে নিখিল বিশ্বের চিত্রামোদী নরনারীকে কৌতূহলে অধীর ক'রে তুলবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

লেওনার্ড ক্লেয়ারমণ্ট্ নামে এক ভদ্রলোক এই ছবির ভার নিয়েছেন। ছবিখানির নাম হবে—The Making of Garbo! গ্রেটা যে ছোট বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং যে নাপিতের দোকানে কাজ করেছিলেন—তারা এই ছবির মধ্যে দেখা দেবে।

The Making of Garbo-র জন্যে উৎসুক হ'য়ে রইলাম।

*

গ্রেটা গার্বো সম্প্রতি কতকগুলি রহস্যপূর্ণ চিঠি পাচ্ছেন। চিঠি কে লিখছে তা জানা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু কেন লিখছে তা বুঝতে দেরী হচ্ছে না। এই চিঠিগুলির মালিক হচ্ছে একজন স্ত্রীলোক। তার কাছে নাকি এমন একটি সিনেরিও আছে যা সর্ব্বতোভাবে গ্রেটার বিরাট প্রতিভার উপযুক্ত। চিঠিগুলিতে ওই সিনেরিওটির জন্যে ওকালতি করা হচ্ছে। পোষ্ট অফিসের কর্ত্তারা পত্র-লেখিকার ঠিকানা বার করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন।

*

মার্লিন ডিট্রিকের Scarlet Empress বিলাতের ছবিঘরে মুক্তিলাভ করেছে; এবং মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছবিখানি আলোচনার বস্তু হ'য়ে উঠেছে। পাঠকদের স্মরণ আছে বোধ হয় কিছুদিন আগে কলকাতায় Catherine The Great দেখানো হয়ে গেছে। Scarlet Empress ছবির নায়িকাও হচ্ছে ক্যাথরিণ। দুটি ছবিতে একই নারীর চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। Catherine the Great-এ নাম ভূমিকায় ছিলেন এলিজাবেথ্ বার্গনার। এলিজাবেথ বার্গনার উক্ত ভূমিকায় যে অবিসম্বাদী সাফল্য অর্জ্জন করেছিলেন, তাতে কারুই মতদ্বৈধ নেই। এখন Scarlet Empress মুক্তিলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকসাধারণ দুখানা ছবি নিয়ে তুলনামূলক সমালোচনা করতে সুরু করেছে। এবং তা তো করবেই।

একজন সমালোচক লিখছেন—Roughly speaking the Empress in Catherine the Great is too virginal and in the Scarlet Empress too wanton! চরিত্র ছাড়া সেটিং-এর মধ্যেও এই প্রকারের তফাৎ দেখা গেছে। Scarlet Empress-এর সেটিং এমনি চমকপ্রদ হয়েছে যে তার সামনে অভিনেতৃরা গেছে ম্লান হ'য়ে। The Setting is super lavish and so overpowering that it dwarfs the

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নাচঘর কার্য্যালয় ঃ –

১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন নং কলিকাতা ৩১৪৫

ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্তচিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিজ্ঞাপন, ব্লক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। নিমন্ত্রণ ও বিনিময়-পত্র এবং প্রবন্ধাদি ২৩০।১ অপার চিৎপুর রোড, বাগবাজারে সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

human element on the screen to such an extent that the actors and actresses seem never to emerge completely from their mocking leering background!

শেষের দিকে সমালোচক লিখছেন—ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে এলিজাবেথ বার্গনারের অভিনয়টিই অধিকতর ভালো লেগেছে—যদিও as a grand spectacle and a big purple patch The Scarlet Empress commands recognition!

সমালোচনা এবং আলোচনাগুলি আমাদের আগ্রহকে দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে।

•

জানবার মতো কয়েকটি তথ্য :

হলিউডের সব চেয়ে নামজাদা রূপসজ্জাকরের নাম হচ্ছে—Max Factor! ম্যাক্স গ্রীস্ পেন্ট্ তৈরী ক'রে প্রচুর টাকা রোজকার করেছেন।

'হলিউড বোল্' নামে যে অ্যামফিথিয়েটার আছে তার মধ্যে একসঙ্গে বিশহাজার লোক বসতে পারে। তার গঠনপ্রণালী এমনি নিপুণ যে পাঁচশো ফিট দূর থেকে স্বাভাবিক স্বরে কথা কইলেও তা বেশ স্পষ্ট ভাবে শুনতে পাওয়া যায়।

প্যারামাউন্ট্ ষ্টুডিওতে ছোট বড় প্রত্যেক কর্ম্মচারীই জীবন বীমার দ্বারা সুরক্ষিত।

১৯৩২ সালে যে কখানি ছবি বিলাতে সব-চেয়ে বেশী অর্থ উপার্জ্জন করেছিল তাদের নাম হচ্ছে—

Africa Speaks; Plunder; Hell's Angels; One Heavenly night; Trader Horn!

•

হলিউড অভিধান :

Cutter	চিত্র-সম্পাদক
Dialogician	কথোপকথন-লেখক, সংলাপ রচয়িতা।
Dolley	একটি ছোট্ট গাড়ি যার ওপর ক্যামেরা বসিয়ে তাকে যত্র-তত্র নিয়ে যেতে পারা যায়।
Double	বিপদ-দৃশ্যে আসল অভিনেতার বদলে যে নামহীন অভিনেতাটি কাজে নামেন তাঁকে বলা হয় Double.
Dumb Pan	ভাবহীন মুখ
Exec.	চিত্র-প্রযোজক কিম্বা কোন বড়দরের কর্ত্তৃপক্ষ।
Episodic	খাপছাড়া—ধারারক্ষার কাজ ভাল নয়।
Extra	জনতার দৃশ্যে যে সব ফাল্তো অভিনেতা অভিনেতৃদের কাজে লাগানো হয় তাদের ঐ নাম দেওয়া হয়।
Flop	ব্যর্থ
Funny	হাস্য-রসিক ভাঁড়
Gag	ছবির হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য।
Gag man	যিনি ঐ সকল দৃশ্য উদ্ভাবন করেন।
Ham	অভিনেতা
Heavy	ছবির দুরাত্মা
Jake!	ঠিক হ্যায়! ও, কে,!
Megaphone wielder ...	পরিচালক
Mitchell	চলচ্চিত্রের ক্যামেরা।

•

গ্লোবে কাল থেকে র‍্যামণ নোভ্যারো ও জেনেট্ ম্যাকডোনাল্ডের ছবি Cat and the fiddle আরম্ভ হবে। জেনেট ম্যাক্‌ডোনালড্ পূর্ব্বে প্যারামাউন্টের তরফে মরিস শিভ্যালিয়ের সঙ্গে এবং একবার ডেনিস্‌ কিং-এর সঙ্গে অনেকগুলি ছবি তুলেছিলেন। র‍্যামণ নোভ্যারোর সঙ্গে তাঁর এই প্রথম ছবি। এই দু'জন জনপ্রিয় অভিনেতৃর team work কেমন হয়, তা দেখবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি।

গ্লোবে "কুইন্ ক্রিশ্চিনা"

(পি-এম্)

গেল হপ্তায় গ্লোবে "কুইন্ ক্রিশ্চিনা" দেখ্লুম।

কেমন দেখ্লুম তা বল্বার আগে ছবিখানির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অনুচিত হবে না। এ-বিষয়ে বাংলার কোন বিখ্যাত ইংরাজী কাগজের কোন বাঙালী লেখক জেনে শুনে অথবা অজ্ঞাতসারেই ভুল ইতিহাস প্রকাশ ক'রেছেন। তবে আমরাও যে ইতিহাসে বুৎপত্তি লাভ ক'রেছি তা বল্ছি না। সেইজন্যেই কোন ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তির লেখা উদ্ধৃত ক'রে সত্যি জিনিষটাই দেখাব। এবং পাঠক-পাঠিকারাও "কুইন ক্রিশ্চিনা" সম্বন্ধে কিছু জান্তে পারবেন।

"Denmark & Sweeden" নামক গ্রন্থের ২৭৯-৮০ পাতায় Stefansson বলছেন: "A master mind had fallen, (কুইন্ ক্রিশ্চিনার পিতা Gustavus Adolphus-এর মৃত্যুর সম্বন্ধে) but his spirit lived on in warriors and statesmen, trained under his eyes who continued his work. The ruler of Sweeden till Christina, then six years old, came of age in 1644, for twelve years, 1632-44 was Axel Oxenstierna (Chancellor of Sweeden), a genius little inferior to the King Himself ... ...

"Christina came of age on December 8, 1644, her eighteenth birthday, and was enthroned as Queen of Sweeden. In face and in brilliant qualities of mind she resembled her father though she was far more learned. She had a masculine education and been instructed in politics by Oxenstierna. Her library was one of the finest in Europe and there she used to discuss problems of philosophy for hours with Descartes starting at five in the morning. Scholars from all Europe flocked round her and were pensioned by her. Yet at the same time she was the most daring and fearless horsewoman and hunter in all Sweeden. Her pride of intellect was such that she despised her own sex and thought marriage intolerably slavery. Her inordinate vanity caused her to be jealous of the great Oxenstierna. ... ... Charles X Gustavus (1656—60) son of the Count of Palatine of Zweibrucken and Catherine, sister of Gustavus Adolphus was born in 1622 ... ... He was a suitor for the hand of Christina. She would not marry him but appointed him Commander-in-chief of her armies in Germany. Christina importuned by matrimonial projects, had him proclaimed as her successor in 1649, in spite of the opposition of Council and Oxenstierna. Popular discontent with Christina made his position as heir-presumptive precarious and he isolated himself in the isle of Oland till Christina abdicated (June 6, 1654). The same day he was crowned King in the cathedral as Charles X Gustavus. ... ... Sweeden was in dire financial distress owing to the reckless expenditure of Christina."

চার্লসের রাজা হবার ঘটনা যদিও ছবিতে ঢোকান হয়নি তবুও সারা ছবিখানি ইতিহাসকে ব্যঙ্গ করবার চেষ্টা করেনি। যতদূর সম্ভব ইতিহাসকে সম্মান ক'রেই এ চলেছে। মাত্র ক্রিশ্চিনার প্রেমের ব্যাপারটিতে কল্পনার সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে।

ছবিখানির আবহ সৃষ্টি এবং সাজ-পোষাকের দিকেও পরিচালক রুবেন্ ম্যামুলিয়ান্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েছেন।...সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঐতিহাসিকতার দিক্ দিয়ে বিচার ক'রেও এই ছবিখানিকে কেউ ব্যর্থ হ'য়েছে বল্তে পারবেন না।

তারপর আসে অভিনয়ের কথা। গার্বোর "ক্রিশ্চিনা" আমাদের মনকে শুধু যে আনন্দই দিয়েছে তা নয়, বিস্মিত ক'রে তুলেছে! চলনে, বাচনে ও ভাব-ভঙ্গীতে তিনি 'ক্রিশ্চিনা"ই হ'তে পেরেছিলেন। খুব কম ছবিতে গার্বোকে এ-রকম জীবন্ত হ'তে দেখেছি। তাঁকে এই ছবিতে 'less mysterious' হ'তে দেখে অনেকেই নাকি ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি তাঁকে এক নূতন মূর্ত্তিতে, নূতন দীপ্তিতে যা তাঁর মতন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর কাছ থেকে আমরা সব সময়েই আশা ক'রছিলুম। তাঁর পরের ছবিখানি যদি এই ছবিটির চেয়েও উচ্চ ধরণের না হয় তবে "কুইন্ ক্রিশ্চিনা"ই হবে গার্বোর শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের নিদর্শন। ... ... "চ্যান্সেলরে"র ভূমিকায় প্রবীন নট লুইস্ ষ্টোন্ সুন্দর অভিনয় ক'রেছেন। জন্ গিল্বার্টকে আবার পুরাণ দীপ্তিতে দেখ্লুম। তাঁর অভিনয়-দক্ষতা এখনও ম্লান হ'য়ে যায় নি। আয়ান্ কিথের নামে জয়ঢক্কা বাজান হ'লেও তাঁর অভিনয় আমাদের খুব ভাল লাগেনি। তাঁর অভিনয় বিশেষত্বহীন। অন্যান্য খুচ্রো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কেউই খারাপ অভিনয় করেন নি। বরং দু'একজন মনে বেশ ছাপ দেগে দিয়েছেন।

রুবেন্ ম্যামুলিয়ানের যশের মুকুটে আর একটি রত্ন খচিত হ'ল। "ডক্টর জীকল্ এণ্ড্ মিষ্টার হাইড্" ও "সঙ্ ও সঙ্স্" যাঁর পরিচালনায় চিত্রজগতে যুগান্তর এনেছে "কুইন ক্রিশ্চিনাও" তাদের মধ্যে বস্বার দাবী রাখে। প্রত্যেক দৃশ্য তিনি এ-রকম অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে পরিচালনা করেছেন সমস্ত দিকের সামঞ্জস্য রেখে, যে তাঁকে কি ব'লে অভিনন্দন জানাব তা প্রকাশ ক'রতে পারছি না। তিনি গল্পের পরিণতি চিরাচরিতপ্রথায় টেনে আনেন নি দেখে অনেকে হয়তো ক্ষুণ্ণ হ'তে পারেন কিন্তু আমরা অত্যন্ত স্বস্তি বো[ধ] ক'রেছি। এ-রকম সমাপ্তি অত্যন্ত অল্প ছবিতেই আমাদের দেখবা[র] সুযোগ ঘটেছে।

শব্দযন্ত্রী, আবহ-সঙ্গীত পরিচালক ও আলোক-চিত্র-শিল্পীও আমাদের তু[ষ্ট] করেছেন। যেখানে যে-রকমটি দরকার ঠিক সেই ভাবের আবহ-সঙ্গীত সৃ[ষ্টি] ক'রে বিচিত্র অথচ রুচিসম্মত উপায়ে তাঁরা এত সুন্দর কাজ ক'রেছে[ন] যে তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ দিয়েও আমরা খুসী হ'তে পারছি না। এই তিন বিভাগের শিল্পীদের কৃতিত্বের গুণে ছবিখানি হ'য়ে উঠেছে অপূ[র্ব]। এবং আরো একজন উঁচুদরের কলাবিদের কথা না বল্লে অন্যায় করা [হ]য়। এই শিল্পীটি হ'চ্ছেন দৃশ্য-পরিস্থাপক। তাঁর কাজে খুব সুষ্ঠুতার প[রিচ]য় পেয়েছি;

মোট কথা "কুইন্ ক্রিশ্চিনা"র প্রত্যেক বিভাগের কাজ হ'চ্ছে অনিন্দ্যসুন্দর এবং সুসামঞ্জস্য-পূর্ণ। ছবিখানি সত্যিই চিত্র-জগতের ইতিহাসে নাম করবার যোগ্য।

সঙ্কলন

কাব্য-পুরুষ

(শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত)

কবিতা তৈয়ার করিবার জিনিষ নয়, কবিতাকে করিতে হয় সৃষ্টি; কবিতাকে গড়া যায় না, কবিতাকে দিতে হয় জন্ম। কেবল উপকরণগুলি অধ্যবসায় সহকারে জোগাড় করিয়া চতুরতার সাথে সাজাইয়া গুছাইয়া ধরিতে পারিলেই যে শিল্পী হইয়া উঠা যায়, তাহা নয়। বৈজ্ঞানিক এখান হইতে হাইড্রোজেন লইতেছেন, ওখান হইতে অক্সিজেন লইতেছেন, আর এক স্থান হইতে তাড়িত প্রবাহ আনিয়া উভয়ের মধ্যে চালাইয়া দিতেছেন—তৈয়ার করিতেছেন জল; কিন্তু তিনি রূপকার নহেন। সেই রকম কথা গাঁথিয়া গাঁথিয়া বিচারপূর্ব্বক অর্থসঙ্গতি ঠিক রাখিয়া, তাহাতে হৃদয়াবেগের রঙ্ চড়াইয়া দিলেই ফলে যে জিনিষটি হয় তাহাকে কবিতা নাম দেওয়া যায় না। কবি কবিতাকে উৎপাদন করেন, পিতা যেমন সন্তানকে উৎপাদন করেন—আপনার অন্তরাত্মা হইতে, নিজের সার পদার্থ দিয়া, নিজের অখণ্ড সত্তা দিয়া। আত্মা বৈ জায়তে—শারীর-পুত্রও বটে আর মানস-পুত্র কবিতাও বটে। পিতার ঔরসে সন্তানের জন্ম, তেমনি কবির কবিত্ব-তেজে কবিতার জন্ম। অর্থাৎ কবিতা জড়পদার্থ নয়, আমার ইচ্ছাধীন কোন যন্ত্রগত (mechanical) প্রক্রিয়ায় উহাকে পাই না; কবিতা সজীব পুরুষ, উহার আছে নিজের একটা পূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

রক্তমাংসের যে পুরুষ-বিশেষ তাহাকে বলি মানুষ; এই মানুষই যখন আপনার সমস্ত সত্তা বাক্যে রূপান্তরিত করিয়া ধরে তখনই হয় কাব্য। কাব্য হইতেছে বাঙ্ময় পুরুষ। সুতরাং যখন মানুষের বাঙ্ময় প্রতিরূপ হইতেছে কবিতা, তখন গোটা মানুষের পরিচয় যাহাতে, কবিতারও পরিচয় তাহাতে। মানুষের স্বভাব ও স্বরূপ প্রতিফলিত মূর্ত্ত কবিতার স্বভাবে ও স্বরূপে। চারিটি জিনিষ লইয়া গোটা মানুষ—দেহ, প্রাণ, মন ও আত্মা। দেহ হইতেছে এই স্থূল শরীর—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অস্থি মেদ মাংস—এই সব জড় উপকরণ। প্রাণ হইতেছে জীবনীশক্তি—সেই শক্তির প্রবাহ—যাহা দেহের মধ্যে বহিয়া চলিয়াছে, জড়কে সজীব করিয়া, নানা খণ্ড খণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সামঞ্জস্যে সাজাইয়া সচল করিয়া তুলিয়াছে। মন চিন্তারূপে, জ্ঞানরূপে জীবনীশক্তির চক্ষু হইয়া উহাকে দেখাইয়া দিতেছে পথ, ফুটাইয়া জাগাইয়া ধরিতেছে উহার অভিব্যঞ্জনা, উহার লক্ষ্য, উহার উদ্দেশ্য। আর আত্মা হইতেছে অতি অন্তরের সেই অদৃশ্য বস্তু, যাহা সমস্তের কেন্দ্র ঐক্যসূত্র, যাহাকে ধরিয়া ঘিরিয়া আছে, যাহার জন্যই আছে দেহ প্রাণ মন; ইহা সেই নিগূঢ় সত্তা, যাহার নিবিড় চেতনা ও প্রেরণাকে প্রকট করাই, ফুট করাই দেহের, প্রাণের, মনের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মানুষের মত মানুষের অভিব্যক্তি; কবিতারও আছে এই চারিটি অঙ্গ। কবিতার দেহ হইতেছে বাক্য বা কথা, প্রাণ হইতেছে ছন্দ, মন হইতেছে অর্থ আর আত্মা হইতেছে ভাব। বাক্য কথা শব্দ কবিতার প্রতিষ্ঠা, কবিতার বাহ্য অবয়ব গড়িবার দ্রব্যসম্ভার। কিন্তু বাক্য কথা শব্দ সবই জড়, ছন্দেরই আবেগ উহাদিগকে সজীব সচল সরাগ করিয়া তুলিয়াছে, উহাদের মধ্যে দিয়াছে জীবন্ত সামঞ্জস্য, ঐক্য। আবার কেবল কথা ও ছন্দ থাকিলেই কবিতা হয় না—কথার থাকা চাই বিশেষ অর্থ, ছন্দের ধারা চাই সেই অর্থকে ব্যঞ্জিত, রঞ্জিত করিয়া ধরা। কথা জড়, ছন্দ অন্ধ—অর্থই হইতেছে কবিতার মনশ্চক্ষু। আর ভাব হইতেছে অর্থেরও পিছনে রহিয়াছে যে বোধ, অনুভব বা বীজ উপলব্ধি। ইহাই কবিতার আত্মা। ভাবের সংজ্ঞা আলঙ্কারিকেরা দিয়াছেন এই :—

নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া

অথবা, নির্ব্বিকারে মনসিউদ্ভুমাত্রো বিকারো ভাবঃ।

যে চিত্তে কোন আবেগের সাড়া এখনও পড়ে নাই, যে মানসে চিন্তার ঢেউ এখনও খেলে নাই, সেখানে সর্ব্ব প্রথম যে সাড়া, যে ঢেউ, যে চাঞ্চল্য, যে রকমে দেখা দেয় তাহারই নাম 'ভাব'। চিত্ত বা মন না বলিয়া, উপরের দিক হইতে দেখিলে আমরা বলিতে পারি, নির্ব্বিকার আত্মায় যে প্রথম বিকার তাহাই 'ভাব'। আত্মা আদিতঃ ও মূলতঃ হইতেছে স্থির, নিগুর্ণ, অবিকারী—অক্ষয় পুরুষ বা ব্রহ্ম; সৃষ্টির প্রাক্কালে সেখানে উপস্থিত হয় একটা বিক্ষোভ, গুণের আবেশ, একটা স্ফুট চেতনা, একটা মুখর আনন্দ, একটা জাগ্রত ইচ্ছা—শক্তির এই প্রথম আবির্ভাব কবির মধ্যে 'ভাব', অন্তর্য্যামী পুরুষের লীলার আদি ইষণা, চিন্ময় প্রেরণা, রসোপলব্ধি। ভাবের মধ্যে নিহিত আছে একটা বিশেষ সত্যের রসস্বরূপ—একটা আনন্দ-ঘন উপলব্ধির মূল অবয়ব, সূক্ষ্ম সত্তা, বা তুরীয় কি দিব্য শরীর (প্লেতোর 'আইডিয়ার' সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে)।

সুন্দরের সহিত, সত্যের সহিত কবির যে প্রথম সাক্ষাৎ, যে পূর্ব্বরাগ তাহারই নাম ভাব। তাই ভাব হইতেছে কবিতার স্বরূপ, কবিতার উৎস—এইখান হইতেই কবিতার আরম্ভ। কিন্তু ভাব আত্মার জিনিষ, সুতরাং ইন্দ্রিয়াতীত, বাক্যের মনের অগোচর; ভাব যখন গোচর হইয়া দেখা দিয়াছে তখন তাহাতে ফুটিয়াছে অর্থ; অর্থ হইতেছে মনবুদ্ধির মধ্যে ভাবের অবতরণ মস্তিষ্কের পটে তাহার প্রকাশ বা প্রতিচ্ছবি; অর্থ ভাবকে "বুঝাইয়া" দিতেছে, শুধু যাহা সৎ বা অস্তি তাহার 'কি' ও 'কেমন' স্পষ্ট করিয়া স্ফুট করিয়া ধরিতেছে—মন বুদ্ধির জ্ঞান যেমন আত্মাকে বিবৃত করিয়া বিশদ ব্যাখ্যা দিয়া ধরিতেছে। তারপর ভাবের আছে শক্তি, বেগ, স্পন্দন, দোলন। গতির আবেগে ভাব যখন উৎসারিত হইয়া চলে, ঢেউ দিয়া পড়ে গিয়া প্রাণের তটে, প্রাণ তখন বাজিয়া দুলিয়া উঠে ছন্দের তালে ও সুরে। ভাবকে আমরা কবিতার উৎস বলিয়াছি; ভাব যদি হয় উৎস, তবে ছন্দ হইতেছে স্রোত, আর সেই স্রোতে খেলিতেছে যে

আলোর সম্পাত তাহাই অর্থ। ভাব যেন আত্মগত আত্মরত প্রজ্ঞাঘন সমাধিস্থ সত্ত', অর্থ যেন ব্যুত্থানের পথে সেই সত্তার বহির্মুখী চেতনা ও জ্ঞান আর ছন্দ তাহার আনন্দময় তপঃশক্তি—ছন্দই ভাবকে বাহিরে টানিয়া জাগ্রতের প্রকাশের দিকে চালাইয়া লইয়াছে—উপনিষদের কথায়, প্রাণশক্তি যখন ছু য়া কাঁপিয়া উঠে, তখনই সকল বস্তু ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া ধরা দিতে থাকে, যাহা হিরণ্যগর্ভ তাহা বিরাট্ হইতে চলে। কিন্তু তারপর ছন্দের চাই একটা আশ্রয়, অর্থের চাই একটা বাহন; ছন্দকে অর্থকে শরীরী করিয়া ধরিতে, স্থূলে বাঁধিয়া রাখিতে প্রয়োজন একটা রূপ বা আধার, তাই বাক্যের উদ্ভব। ভাবের যে স্থির-সত্তা স্থূলে তাহারই প্রতিকৃতি হইতেছে বাক্। ব্রহ্ম নামিয়া আসিতে আসিতে যেমন স্তম্ভে পরিণত হইয়াছেন, আত্মা যেমন শরীরের সীমার আসিয়া বাঁধা পড়িয়াছেন, সমস্ত সৃষ্টি যেমন জড়ে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই রকম ভাব বাক্-এর মধ্যে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে—বাক্-এর মধ্যেই কবিতা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক সীমানায় ভাব হইতেছে উৎস, আর এক সীমানায় বাক্ হইতেছে প্রতিষ্ঠা—এক দিক হইতে দেখিলে, কবিতা হইতেছে সেই বস্তু, যেখানে একটি বিশেষ ভাব পাইয়াছে তাহার অর্থ, তাহার ছন্দ ও তাহার বাক্; অন্য দিক হইতে দেখিলে, কবিতা হইতেছে সেই বস্তু—যেখানে একটি বিশেষ বাক্ পাইয়াছে তাহার ছন্দ, তাহার অর্থ ও তাহার নিভৃত ভাব।

কবিতার এই যে অঙ্গ বা কোষ-চতুষ্টয়ের কথা আমরা বলিলাম,—আদর্শ কবিতায় হয়ত তাহাদের সমান উৎকর্ষ ও সমন্বয় হওয়া উচিত (বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ মানুষের মত); কিন্তু বাস্তবে দেখি, শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যেও উহাদের এক একটি শুধু প্রাধান্য পাইয়াছে—একটি দিয়াছে মূল সুর, অন্যান্য কয়টি তাহার অনুগত হইয়া চলিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে হয়ত বা ন্যূনাধিক পরিমাণ অপ্রকাশই রহিয়া গিয়াছে। এই রকমে চারিটি অঙ্গের এক একটিকে ধরিয়া কাব্য-জগতে দেখা দিয়াছে চারিটি ধারা—চারিটি শ্রেণী বা বর্ণ।

আমরা নীচের দিক হইতে আরম্ভ করিব। প্রথম যেখানে বাক্যের কথার বা শব্দের প্রাধান্য—ইংরাজীতে এই শ্রেণীর কবিতাকে বলা হয় Rhetorical poetry, আমাদের আলঙ্কারিকেরা ইহাকে বলিয়াছেন "গৌড়ী রীতি" এবং এই রীতি যাঁহারা অনুসরণ করেন তাঁহাদের নাম দিয়াছেন "শব্দ-কবি।" শব্দের ঝঙ্কার, বাকচাতুর্য্য অলঙ্কার অনুপ্রাস প্রভৃতি লইয়া এই ধরণের কবিতার বিশেষত্ব। সংস্কৃতে জয়দেব ইহার হয়ত পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন; বঙ্গ-সাহিত্যে প্রাচীনতর যুগে বিদ্যাপতি, তারপর ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, আধুনিক যুগে সত্যেন্দ্রনাথ ও বিশেষভাবে নজরুল ইসলাম, এই ধারায় পারদর্শী। শুধু কথার ঘটা লইয়া যে কবিতা তাহা কবিতার বাহ্যতম অঙ্গেরই উপর জোর দিয়াছে, কবিতার যাহা শরীর তাহারই সেবা ও প্রসাধন করিয়াছে—কবিতার ভিতরকার অন্যান্য দিক কোথাও থাকিলেও সেখানে গৌণ হইয়া পড়িয়াছে—তাই এই শ্রেণীকে আমরা বলিব কাব্য সমাজের অধম স্তর বা শূদ্রবর্ণ। কবি এখানে বড় জোর হইতেছেন চতুর কারীগর, কুশলী মিস্ত্রী—অথবা জড় বস্তু লইয়া ভেল্কি খেলেন বলিয়া শিল্পীর নাম এখানে দিতে পারি বৈজ্ঞানিক।

কবি যখন আর এক ধাপ উপরে উঠিয়াছেন, এক পর্দ্দা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি যখন দেহ ছাড়িয়া প্রাণের উপর নির্ভর করিয়াছেন অর্থাৎ ছন্দের মাধুর্য্যকে ছন্দঃগত ব্যঞ্জনাকে যেখানে কবি সর্ব্বপ্রধান করিয়া তুলিয়াছেন সেখানে সৃষ্ট হইয়াছে যে ধরণের কবিতা তাহাই হইতেছে সুবিখ্যাত "রোমান্টিক" বা রাগাত্মক কবিতা। এই শ্রেণীর কবিকেই বলা যাইতে পারে রস-কবি। কারণ, প্রাণ হইতেছে অনুভবের, অনুরাগের, আবেগের ক্ষেত্র। প্রাণেরই আছে একটা রঞ্জিনী বৃত্তি, একটা রস-লিপ্সা—যাহা জিনিষকে রঙ্গাইয়া ধরে, সৃষ্টি করে সম্ভোগের জন্য। আর প্রাণের যে ছাঁদ, তাহারই নাম ছন্দ। ছন্দে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে প্রাণের আনন্দের বিচিত্র লাস্য। তাই দেখি রোমান্টিক কবি তাঁহার প্রাণাবেগ, তাঁহার রসবৈদগ্ধ্যকে প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষভাবে ছন্দেই আকৃষ্ট হইয়াছেন—ছন্দের বৈচিত্র্য, ছন্দের মনোহারিত্ব, ছন্দের ক্ষমতা তাঁহার সৃষ্টিতে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে আর কোথাও তেমন হয় নাই! ইউরোপের রোমান্টিক কবি শেলি বা হিউগো—আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ তাই হইতেছেন ছন্দের রাজা। প্রাণকে ছন্দকে আশ্রয় করিয়া শিল্পী হইতেছেন ঐন্দ্রজালিক; কারণ, এখানে তিনি জড়ের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, শব্দের মধ্যে রসের ধারা বহাইয়া

দিয়াছেন। এই দ্বিতীয় স্তরের কবি-সম্প্রদায়কে আমরা বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি; কারণ, বৈশ্যের ধর্ম্ম হইতেছে জীবনের জন্য, ভোগের জন্য বস্তু সৃষ্টি করা, বস্তু সম্ভরাহ করা।

তারপর তৃতীয় পর্দ্দায় কবি প্রাণকে ছাড়িয়া মস্তিষ্কে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তখন তাঁহার সাধনা ও উদ্দেশ্য হইতেছে কবিতাকে অর্থগম্ভীর করিয়া তোলা— ফলে আমরা পাই "ক্লাসিকেল" বা অর্থাত্মক কবিতা। বাক্য এবং ছন্দ এখানে গৌণ আশ্রয়, মুখ্য হইতেছে স্পষ্ট চিন্তাকে বিশেষ অর্থকে প্রকট করিয়া ধরা—বিষয়, বক্তব্য, বস্তু-নির্দ্দেশ এখানে এত প্রধান যে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই শ্রেণীর কবিতাকে আমরা কাব্য-জগতের ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিতে পারি; কারণ, অর্থগৌরব, চিন্তাভার এখানে আনিয়া দিয়াছে ক্ষত্রোচিত একটা সংহত সামর্থ্য, একটা পৌরুষ, স্থৈর্য্য, দার্ঢ্য। ব্রাউনিং, গ্যেটে, সফোকল্‌স, মহাভারতকার বেদব্যাস এই শ্রেণীর ধুরন্ধর। শিল্পী এখানে হইতেছেন দার্শনিক।

চতুর্থ বা তুরীয় স্তরে কবি চলিয়া গিয়াছেন অবাঙ্‌মনস-গোচর এক ভূমিতে, ভাবের লোকে, আত্মার স্বরূপে। ভাবকে যে কবি মুখ্য করিয়া করিয়া লইয়াছেন, তিনি চাহিতেছেন অন্তরাত্মার গভীরে সৃষ্টির যে প্রথম ঢেউরেখা তাহাকে আঁকিয়া দেখাইতে, দেহে প্রাণে মনে নামিয়া আসিবার পূর্ব্বে চিন্ময় আকাশে অনুভবের রূপ-রূপ কি-রকম তাহার কিছু ইঙ্গিত দিতে। এই শ্রেণীর যে কবিতা তাহাকে বলা যাইতে পারে ভাবাত্মক বা আত্মিক কবিতা—অন্যত্র ইহারই নাম আমি দিয়াছি কাব্যের "কেল্‌টিক-ধারা।"* ইহারই আবার প্রকারান্তর হইতেছে যাহাকে বলা হয় "মিস্‌টিক" কবিতা। ভাবাত্মক কবিতায় একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অর্থ, একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত কিছু সব সময়ে আমাদের বিচারবুদ্ধির আলোতে আসিয়া ধরা দেয় না, ছন্দোবন্ধের চাতুর্য্যে কবি সেখানে আমাদের প্রাণকে চঞ্চল চপল করিয়া তোলেন না, কিম্বা বাক্যের শব্দের সৌন্দর্য্য-সুষমাও সেখানে মুখর প্রগল্‌ভ হইয়া উঠে না; সেখানে যে জিনিষটি সকলের আগে ও প্রধানতঃ আমাদের স্পর্শ করে তাহা হইতেছে একটা অনির্দ্দেশ্য কিছু সুদূরের গভীরের সমুদ্ধের একটা অলৌকিক দৃষ্টি ও অনুভূতি—the devotion to some thing afar—এই যেমন রবীন্দ্রনাথের—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা,
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের—

Breaking the silence of the seas
Among the farthest Hebrides—

এখানে বাক্য ছন্দ অর্থ যতই সুষ্ঠু ও মনোহর হৌকনা কেন, সেদিকে আগে আমরা আকৃষ্ট হই না, আমাদিগকে মোহিত করিয়া ফেলে যাহা, তাহা হইতেছে, কীট্‌স্ যাহাকে বলিয়াছেন unheard melodies—সে জিনিষ মর্ত্ত্যের ভাষায় ছন্দে বা অর্থে সম্যক্ ব্যক্ত করা যায় না। বাক্য ছন্দ অর্থ সবই আশ্রয় অবলম্বন—অনেক সময়ে বাধা মাত্র। জাপানী কবি তাই বোধ হয় এই সকল অবলম্বন যথাসম্ভব কম করিয়া প্রায় বাতিল করিয়াই দিয়াছেন—তিনি ব্যবহার করিয়াছেন দুই একটা চিহ্ন মাত্র, সেই চিহ্নের সূত্রে আসল কাব্য-বোদ্ধা রসিক নিজের অনুভবের মধ্যে নিজেই রচিয়া লইবেন, কবি দেউড়ির দুয়ারী মাত্র। ভাবাত্মক কবিতার রস গ্রহণ করিতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে মৌন অন্তর্মুখীনতা—ধ্যানের একতানতা অথবা সমাধির বস্তুমাত্র নির্ভাস। শিল্পী এই স্তরে আসিয়া হইয়াছেন ঋষি—কারণ কাব্যের তিনি ব্রহ্মবাদী,—তিনি সৃষ্টি করিতেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত আছেন তুরীয় দৃষ্টিতে; এবং সেই জন্যই আবার তিনি বিপ্রবর্ণ।

(উত্তরা : ১৩৩৪)

---

* লেখকের "সাহিত্যিকা" নামক গ্রন্থে "কবিত্বের ত্রিধারা" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ প্রণীত

(বিস্তারিত-ঘটনা-সংশ্লিষ্ট গার্হস্থ্য নাটক)

খ্যাতনামা বহুবাজার ক্লাব কর্ত্তৃক

কলিকাতার প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে

বহুবার অভিনীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা]

১০ম বর্ষ
২০শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

৩২শে জ্যৈষ্ঠ
১৩৪১

কলালাপ

চলচ্চিত্র দেখে সমালোচকদের প্রায়ই মতপ্রকাশ করতে শোনা যায়—"অমুকের অভিনয় ভালো হয় নি, তা বড়-বেশী রঙ্গমঞ্চ-ঘেঁসা" প্রভৃতি। মঞ্চের অভিনয় চিত্রপটে মানানসৈ নয়, এটা খুবই সত্যকথা। কিন্তু এ কথা শুনে কেউ যেন মনে না করেন যে, চলচ্চিত্রের নট-নটীর চেয়ে রঙ্গমঞ্চের নট-নটী নিম্নশ্রেণীর শিল্পী।

*

না, শিল্পী হিসাবে রঙ্গমঞ্চের নট-নটীদেরই আসন অধিকতর উচ্চে। কারণ এর আগে একাধিকবার বলেছি। চিত্র-নটরা একান্ত ভাবে পরাধীন, তাঁরা পরিচালকের হাতে কলের পুতুল মাত্র—এমন-কি কোন ভূমিকার নিজস্ব ধারণা করবার ক্ষমতাও অনেক সময়ে তাঁদের থাকেনা, তাঁদের আর্টে ধারাবাহিকতা পর্য্যন্ত নেই। মঞ্চের শিল্পীরা স্বাধীন, যথেচ্ছ ভাবে আপন আপন ভূমিকার ধারণা করতে পারেন—এবং ধারাবাহিক ভাবে অভিনয় ক'রে তাঁরা সমগ্রতার অখণ্ড রূপটি বিকসিত ক'রে তোলেন।

রাধা ফিল্মের "রাজনটী বসন্ত সেনা"—চিত্রে
শ্রীমতী বীণা

আমাদের মত হচ্ছে, রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার আগে প্রত্যেক অভিনেতারই উচিত, চলচ্চিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা। নবীন নটদের পক্ষে চিত্রজগৎ হচ্ছে মস্তবড় শিক্ষার স্থল। রঙ্গমঞ্চের উপরে প্রত্যেক ভূমিকাই ধীরে ধীরে বিকসিত হয় ফুলের মতন। এই ধারাবাহিকতার গুণে যথাসময়ে যথাযথভাবে প্রত্যেক রসটি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে অভিনেতারা মনের ভিতর থেকে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা লাভ করেন। কিন্তু চিত্রনটদের কার্য্যপদ্ধতি ভিন্নরকম। মনের স্বাভাবিক আবেগ অথবা প্রেরণার টানে তাঁরা অভিনয় করতে পারেন না। চিত্র-নাট্যের দশম দৃশ্য হয়তো আগে তোলা হয়, সপ্তম দৃশ্য হয়তো তারপরে এবং প্রথম দৃশ্য হয়তো সর্ব্বশেষে। ছবি তোলবার সময়ে পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনও স্বাভাবিক ভাবে তোলা হয় না। রামের প্রশ্ন—"কাল তুমি কোথায় গিয়েছিলে?" শ্যামের উত্তর—"শ্বশুর বাড়ীতে।" পরিচালকের সুবিধার জন্যে, প্রশ্নের আগেই হয়তো উত্তরের অংশ তোলা হয়। চিত্রনটের কাজ সর্ব্বত্রই এইরকম খাপছাড়া। যে-কোন মুহূর্ত্তে যে-কোন ভাব অভিব্যক্ত করবার জন্যে তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হয়। পরিচালকের কথামত যে-কোন সময়ে হঠাৎ তাঁকে

হাস্‌তে কাঁদতে বা রাগতে হয়। এর মধ্যে প্রেরণার নামগন্ধও নেই। মনে করুন, কণ্ঠস্বরের ও মুখের মাংসপেশীর উপরে কতখানি প্রভুত্ব থাকলে এতটা সম্ভবপর হয়! এইরকম অভিনয়ে অভ্যস্ত হয়ে চিত্রনটরা ভাবাভিব্যক্তির বিশেষ শক্তি অর্জ্জন করেন। চিত্রজগৎ থেকে এই দুর্লভ শক্তি নিয়ে পরে যাঁরা রঙ্গমঞ্চে আসেন, খুব শীঘ্রই তাঁরা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান লাভ করতে পারেন।

•

শিশিরকুমারের তারকা এখনো মেঘমুক্ত হয় নি। এর মধ্যে 'ষ্টারে'র আসর থেকে তাঁকে স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা হয়েছিল। আমরা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলুম যে, আদালতের সাহায্য নিয়েও শিশিরকুমারের এই 'বন্ধু'গণ আপাততঃ হালে পানি পেলেন না।

•

"রাধা ফিল্মে"র "দক্ষযজ্ঞ" সম্বন্ধে একটি ভুল খবর নানা কাগজে প্রকাশ করা হচ্ছে, আমরা তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হলুম। প্রকাশ, "দক্ষযজ্ঞে"র সঙ্গীত ও সংলাপ রচনা করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। "দক্ষযজ্ঞে"র জন্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় গান ও তিনটি ছোট ছোট নূতন দৃশ্য রচনা ক'রে দিয়েছেন বটে, কিন্তু মূল চিত্রনাট্যের ভাব, ভাষা ও সংলাপের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্কই নেই, তার ভালো-মন্দের জন্যে তিনি দায়ীও নন।

•

বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের আনাগোনা বেড়ে উঠছে দেখে, পত্রান্তরে দু-একটি টীকা-টিপ্পনি করা হয়েছে। কিন্তু এজন্যে বিস্মিত হবার কারণ আছে কি? চলচ্চিত্রের মুখে যেদিন থেকে ভাষা ফুটেছে, সেইদিন থেকেই সে যে নিজে সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে!

•

কেবল সাহিত্যিক কেন, সঙ্গীতশিল্পীদের সাহায্য না পেলেও চলচ্চিত্রের এখন চলে না। আসলে, নানা দিক দিয়ে চলচ্চিত্র এখন বিভিন্ন ললিত কলার লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, কোনদিক দিয়েই তাকে আর অস্বীকার করবার উপায় নেই,—গায়কের সুর, নটের কণ্ঠ, চিত্রকরের তুলি, নর্ত্তকের নূপুর এবং কবির ভাষা তাই আজ তার সমগ্র চিত্রদেহে বিচিত্র জীবনসঞ্চার করছে, পরম আগ্রহে।

*

ভারতবর্ষে গুপ্ত-বংশের প্রাধান্যের আগে সংস্কৃত নাটকের উপরে গ্রীক প্রভাব ছিল কতখানি, এ-বিষয় নিয়ে কোন বিশেষজ্ঞের আলোচনা দেখতে পেলে আনন্দিত হব। এবং ইতিমধ্যেই এ-বিষয় নিয়ে বাংলা দেশে যদি কেউ আলোচনা ক'রে থাকেন, তাহ'লে সে-খবরটা পেলেও উপকৃত হব। মৌর্য্য-বংশের প্রাধান্যের সময়ে ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে যে নানা ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে, আমরা সকলেই এ কথা জানি। গ্রীকরা ছিল নাট্যকলার অত্যন্ত ভক্ত। সে-সময়ে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের উপরে যেমন গ্রীক প্রভাব ছিল, সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের উপরেও তেমনি গ্রীক প্রভাব পড়াই স্বাভাবিক। মৌর্য্যবংশের আধিপত্যের সময়ে ভারতে ব্রাহ্মণ-প্রভাব এক-রকম ছিল না বললেই চলে। গুপ্ত-যুগেই ব্রাহ্মণরা আবার নূতন মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেন এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম্মমূলক আভিজাত্য আবার এক নবজন্ম লাভ করে। সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার ও প্রচারও বেড়ে ওঠে। তার আগে সংস্কৃত ভাষার ধারা ছিল অন্যরকম, সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল এবং তখনকার নাটক ও নাট্যকলার মধ্যে গ্রীক প্রভাব আবিষ্কার করা কঠিন হবে না ব'লেই মনে করি। এমন-কি "যবনিকা" শব্দটিও গ্রীক প্রভাবেরই স্পষ্ট প্রমাণ দেয়। নাট্যসাহিত্যের মধ্যে ভারতের নিজস্ব মহিমাকে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করে মহাকবি কালিদাসের প্রতিভা, গ্রীক প্রভাব থেকে তিনি যে আপনাকে কতটা মুক্ত করতে পেরেছিলেন তাঁর অগ্রবর্ত্তী কবিদের নাটকের (ধরুন, "মৃচ্ছকটিক") সঙ্গে তাঁর নাটক মিলিয়ে পড়লেই সেটুকু বেশ বুঝতে পারা যায়। ভারতীয় নাটকের মধ্যে ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রতিভার এই যে বিচিত্র বিকাশ, এর কথা আমরা ভালো ক'রে শুনতে চাই, কারণ এ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য।

•

কালিদাস ভারতীয় নাটককে উদ্ধার ক'রে যে-উচ্চশ্রেণীতে নিয়ে গিয়েছিলেন, পরাধীন ভারতবর্ষ তাকে সেইখানেই অটল ক'রে রাখতে পারে নি। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবর্ত্তে প'ড়ে আমরা নিজেদের জাতীয় বিশেষত্ব থেকে আবার বঞ্চিত হয়েছি। আজ ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের অসীম দুর্দ্দশা,—বিলাতী ভাব, রচনাপদ্ধতি, সমস্যা—এমন কি আখ্যানবস্তুও—না হ'লে আমাদের নাটকের আজ দিন চলে না। বাংলার বাইরে ভারতীয় নাটকের অবস্থা আবার আরো-বেশী শোচনীয়, তার অধিকাংশকে দেখলে শিশুর রচনা ব'লে সন্দেহ হয়। বাংলা নাটক বিচার করতে বস্‌লে আমাদের পাশ্চাত্য মাপকাঠি অন্বেষণ করতে হয়, বাঙালীর পক্ষে এটা একটা মস্ত কলঙ্কের কথা। চীনের মুখে এ কলঙ্কের কালি নেই, জাপানের মুখেও নেই। তাই চীন-জাপান যখন তাদের নাট্যসম্প্রদায় নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যায়, তখন কটা-চামড়ার দেশেও তাদের দর্শকের অভাব হয় না। কিন্তু কালাপানির ওপারে বাংলার বর্ত্তমান নাট্যকলার কোন কদরই হবার সম্ভাবনা নেই। ভারতীয় নাট্যকলা আজ পঙ্ক-শয্যায় শুয়ে অপেক্ষা করছে, নূতন এক কালিদাসের জন্যে।

•

আজ সকালে মাথার উপরে নববর্ষের 'মেঘদূতে'র স্মৃতি-মাখানো নবীন জলদ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে—আষাঢ়ের প্রথম দিবস আসছে, আসছে, আসছে! কেতকী-কদম ফুটবে, ভিজে-মাটি আতর ছড়াবে, ধারা-বীণার লক্ষতার বাজবে, বন-লতার শ্যামলতা স্নিগ্ধ হয়ে উঠবে। ··· ··· ··· বুকের ভিতরে ওগো আমার মনের মানুষটি, আজ্‌কের এই ছায়ার মায়ায় গঙ্গার ধারে একান্তে ব'সে তুমি কোন্ কান্ত স্বপন রচনা করতে চাও? কোন্ ছবি আঁকবে, কোন্ গান গাইবে, কোন্ কল্পনার রূপকথা শুনবে? এলোমেলো মেদুর বাতাস মন উদাস ক'রে দিলে, লাইন-টানা কাগজে কালির হরফের ফাঁদের ভিতরে এখন আর তাকে নিযুক্ত রাখা অসম্ভব। তাই আজ এইখানেই ইতি।

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

চাঁদ বলে—'কাছে এস', ফুল বলে—'ভালোবেসো',
আকাশ বলিছে—'ওরে আয়'!
বন-পরী ছলে ছলে এলিয়ে শ্যামল চুলে,
ডাকে মোরে আলোক-ছায়ায়।

*

ডাকিছে পাপিয়া-গীতি,
কুসুমী সমীর নিতি,
ডাকে মোর পাশে আসি তটিনীর কল-হাসি,
প্রজাপতি নীরব ভাষায়।

*

সারা দিন, সারা রাতি,
কত মোর সখা-সাথী!
আমার স্বপন বঁধু! সকলে করিল মধু,
আঁখিজল শুকাইয়া যায়!

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় ঃ ব্যারাউড্ (রেক্স্ ইনগ্রাম প্রোডাকশান)

প্রধান ভূমিকায়—রেক্স্ ইনগ্রাম্
পরিচালক—রেক্স্ ইনগ্রাম
কাল থেকে রূপবাণীতে আরম্ভ হবে।

*

ব্যারাউডের গল্পটি এই ঃ

সি আলাল নামে এক বার্বার দলের দলপতির ছেলে হামিদ ও য়্যানড্রি ডুভ্যাল পরস্পর বিশেষ সখ্যতার বন্ধনে বাঁধা ছিল। তারা উভয়েই উত্তর আফ্রিকায় এক সৈন্য বিভাগে কাজ করত। জিনা নামে হামিদের এক সুন্দরী ভগ্নী ছিল।

জিনা তার দাদার বন্ধু ডুভ্যাল-এর প্রেমে প'ড়ে গেল। কিন্তু এই তরুণ-তরুণীর জাতি ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক। এই সব বন্ধন অতিক্রম ক'রেও তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হ'ল—এবং গোপনে দেখা শোনা করতে লাগলো।
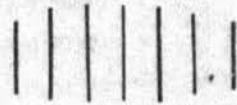
হামিদ যখন দেখলো যে তার বন্ধু গোপনে তার বোনের সঙ্গে মিলিত হয় তখন সে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো এবং স্থির করল যদি সে দেখে যে জিনার প্রতি ডুভ্যালের ভালবাসা অকৃত্রিম নয়, যদি তা পুরুষের ছলনা মাত্র হয়, তাহলে হামিদ ডুভ্যালকে হত্যা করবে।

•

এদিকে এই তরুণ-তরুণীর প্রেমের পথে এসে দাঁড়ালো—আমারক নামে এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-দলপতি।

সে ব'লে পাঠালে যে সে জিনাকে বিবাহ করবে। কন্যাকর্ত্তা যদি যদি জিনাকে তার হাতে সম্প্রদান করতে রাজী হন, তবে আমারক আ'র এদের দলের উপর অত্যাচার করবে না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বাস ঘাতকতা ক'রে আমারক এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে বসল। সেই যুদ্ধের মাঝখানে ডুভ্যালের দিকে নিক্ষিপ্ত একটি গুলির আঘাত থেকে তাকে বাঁচাতে গিয়ে জিনা নিজে সেই আঘাত বুক পেতে গ্রহণ করলে।

•

যুদ্ধের অবসান হ'তে দুই বন্ধু আবার মিলিত হ'ল। তার ওপর জিনার অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন পেয়ে ডুভ্যাল আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো।

রেক্‌স্ ইনগ্রাম এই ছবিতে অনবদ্য অভিনয় ক'রে দর্শকদের মন হরণ করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণা হয়েছেন, তাঁর নাম—রসিটা গারসিয়া।

•

"রূপবাণীর" পরবর্ত্তী ছবির নাম হচ্ছে—Rebel। এই ছবিতে সুন্দরী অভিনেত্রী ভিলমা ব্যাঙ্কিকে দেখা যাবে।

Rebel হচ্ছে ভিল্‌মার প্রথম টকি ছবি।

*

পাতালপুরী—এটি কোন চলচ্চিত্রের নাম নয় (অন্ততঃ আজো পর্য্যন্ত এ-নামে কোন ছবি তোলা হয় নি)—"পাতালপুরী" একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসের নাম; এর লেখক হচ্ছেন শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য-জগতে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আজ আর কোন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

হঠাৎ "চিত্রপুরীর" মধ্যে "পাতালপুরীকে" কেন উপস্থিত করলাম, তা নিয়ে পাঠকদের মনে হয়ত কৌতূহল জাগতে পারে। কিন্তু বিনা কারণে আমরা তাকে পাঠকমহলে উপস্থিত করি নি। পাতালপুরীর সঙ্গে আমাদের যোগ আছে; এবং এর গোড়ায় শৈলজানন্দ যে ভূমিকাটি লিখেছেন সেই ভূমিকাটি আমাদের তাঁর বইখানিকে নিয়ে আলোচনা করতে অনুপ্রাণিত করেছে—

•

শৈলজানন্দের ভূমিকাটি আমাদের চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে; ভূমিকাটি প'ড়ে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদের মনে উদয় হয়েছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো কথাটা হচ্ছে এই যে, বাঙলাদেশের চলচ্চিত্রকে এখনো আর শিশু ব'লে আদর করা চলে না—বাংলা দেশের চলচ্চিত্র আজ একটি বিশিষ্ট সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছে। এখন তাকে যথাযোগ্যভাবে বাঁচতে হ'লে আশানুরূপ জীবন-শক্তির পরিচয় দিতে হবে—থোড়-বড়ি পরিবেশন ক'রে আজো দর্শকদের পরিতৃপ্ত রাখা চলবে না—চাই নূতনত্ব, চাই সুদূর-বিসর্পী মহীয়ান কল্পনার বেগ, চাই নবতর রসসৃষ্টির সমারোহ।—

প্রতিযোগিতার দিন এসেছে। শুধু বিদেশী ছবির সঙ্গে নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গেও কঠিন প্রতিযোগিতার দিন এসেছে। এবং এ-কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, বাংলা দেশ চলচ্চিত্রে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের পিছনে চলেছে—তার সেই চলার মধ্যে আজো কোন উজ্জল ভবিষ্যতের নিশানা পাওয়া যায় নি। কি অভিনেতৃদের অভিনয় শক্তিতে, কি আলোক চিত্রে, কি শব্দগ্রহণে,—প্রায় সকল দিক দিয়েই হিন্দী বা উর্দ্দু ছবির Standard বাঙলা ছবির চেয়ে ভালো হচ্ছে—বিদেশী ছবির কথা না হয় বাদই দিলাম।

এই ব্যাপারটির প্রতি নজর দেবার সময় এসেছে। প্রতিযোগিতায় বাংলা চলচ্চিত্রকে শুধু টিঁকে থাকলেই চলবে না—সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হবে; এবং বাংলা দেশের চলচ্চিত্রের কর্ত্তাদের এই কথাটি এই সূত্রে স্মরণ রাখতে বলি—শিল্প বা সাহিত্যজগতে শুদ্ধমাত্র স্বাদেশিকতার দোহাই দিয়ে নিছক অপদার্থ কোনদিন পাংক্তেয় হবেনা!—

•

কিন্তু কেন এমন হয়? সাহিত্য বা শিল্পে বাংলা দেশ যে ভারতবর্ষের মধ্যে অগ্রণী এ-কথা অস্বীকার করবার তো জো নেই। সুতরাং চলচ্চিত্রের মধ্যে সাহিত্য বা শিল্পের যে অংশ আছে (এবং সে অংশ নিতান্ত সামান্য নয়) সে অংশে বাংলা দেশের উৎকর্ষ যে অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেক উঁচু স্তরের হবে, এমন আশা যদি করি, তাহলে কি খুব অন্যায় করব?

কিন্তু সে আশাই বা আমাদের মিটছে কৈ? আজো পর্য্যন্ত এমন একখানি মৌলিক বাংলা চলচ্চিত্র দেখলাম না, যার মধ্যে তার গল্পটিকে আশানুরূপ সুন্দর ক'রে বলা হয়েছে—সময় সময় এমনও দেখা গেছে যে প্রচলিত ভালো গল্পটি চলচ্চিত্রের কাঠামোয় প'ড়ে একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেছে।

•

ভূমিকায় শৈলজানন্দ লিখছেন:

"চলচ্চিত্র আর গল্প-উপন্যাস, এ দুই-এরই লক্ষ্য এক, শুধু প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন। একজনের বাহন ছবি, আর একজনের বাহন ভাষা।

ছবি দিয়াই হোক, আর ভাষা দিয়াই হোক, রসসৃষ্টি করা বড় সহজ কথা নয়। গল্পলেখক ভাষা দিয়া ছবি ফোটান, আর চিত্রনাট্যকারকে ছবির মুখে ভাষা দিতে হয়। আবার শুধু তাহাই নয়, গল্পের চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত এবং গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করিতে হইলে ভাষার যেমন একটি বেগবান গতি এবং সুমধুর বিশিষ্ট ভঙ্গীর প্রয়োজন, ছবির বেলাও ঠিক তাই।"

শৈলজানন্দের উপরি-উক্ত কথাগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ সায় আছে।

•

শৈলজানন্দ বলছেন—"আসল কথা, রসপিপাসু পাঠক এবং দর্শকচিত্তে রস পরিবেশনের ভার যাঁহারা গ্রহণ করেন, মনে প্রাণে তাঁহাদের দরদী শিল্পী না হইলে চলে না।"

কিন্তু আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের অধ্যক্ষরা এ কথাটা পর্য্যাপ্তভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজনীয় মনে করেন কি?

বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র জগতের ভিতর সত্যিকারের সাহিত্যরসবোধসম্পন্ন প্রযোজক বা চিত্রনাট্যকার বা পরিচালক বিশেষ কেউ আছেন বলে মনে হয় না; সেই কারণে আমাদের দেশের ছবিগুলির মধ্যে সাহিত্য-রসের যে দৈন্য ফুটে ওঠে তা যেমনি লজ্জাকর, তেমনি বেদনাদায়ক।

সংলাপ বা dialogue যে ছবির একটি অপরিহার্য্য শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, তার প্রতি মনোযোগ দেবার মতো শক্তি কোন্ চিত্রনাট্যকারের আছে ?

হাল্‌ফিলের একখানা ছবির উল্লেখ করতে পারি, তার নাম—"রূপলেখা"। অন্যান্য বিষয়ে রূপলেখা অনেকখানি প্রগতির আভাস দিয়েছে বটে কিন্তু এর চিত্রনাট্যকার সংলাপ রচনায় যে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়েছেন তা অমার্জ্জনীয়।

তাই শৈলজানন্দের কথার পুনরুক্তি ক'রে বলতে হয়—"বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের কারবারী যাহারা, মাত্র দু'একজন ছাড়া এ-সব কথা কেহ ভাবিয়াও দেখেন না। কিম্বা হয়ত ভাবিয়াও কিছু করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই।"

অত্যন্ত সত্যকথা।

*

"পাতালপুরী" গল্পটি লেখকের নিজের মুখে আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলাম। লেখক গল্পটি লিখেছেন, চলচ্চিত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে, অর্থাৎ চলচ্চিত্রের উপযোগী ক'রে। গল্পটি নিয়ে আমরা লেখকের সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করেছি, এবং আলোচনা ক'রে বুঝেছি, কেমন ক'রে "পাতালপুরী"কে সার্থক ছবিতে রূপান্তরিত করা যায়, সে সম্বন্ধে তিনি পর্য্যাপ্তভাবে চিন্তা করেছেন।

"পাতালপুরী" সম্বন্ধে আমাদেরও যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। Van Dyke যে ধরণের ছবি তুলে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছেন, পাতাল-পুরীর মধ্যে সেই ধরণের চিত্র-সম্ভাবনা আছে। এর গল্প, এর background এবং এর রসসৃষ্টির মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে, সে অভিনবত্ব (যদি কোনদিন "পাতালপুরী" কথাছবিতে রূপান্তরিত হয়) বাংলা চলচ্চিত্র-জগতে নূতন যুগের সূচনা করবে বলেই আমাদের দৃঢ় ধারণা।

ভূমিকার শেষে শৈলজানন্দ লিখছেন : "পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়াও ভাষা দিয়া যে-রস আমি সৃষ্টি করিতে পারি নাই, চলচ্চিত্রাভিনয়ের এতটুকু ইঙ্গিতে তাহাই সম্ভব হইয়াছে। ইহা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবং সেই জন্যই ভাব প্রকাশের এই গোবান শক্তিশালী উপাদানটিকে রসসৃষ্টির কাজে লাগাইবার আগ্রহে "পাতালপুরীর" চিত্রনাট্য লিখিয়াছিলাম। … … … … "পাতালপুরী" চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত যদি কোনদিন হয় ত' তাহার ভালমন্দের বিচার তখন আপনারাই করিবেন, সম্প্রতি তাহার গল্পাংশটুকু আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকার হাতে তুলিয়া দিলাম। চলচ্চিত্রের জন্য ইহার যে রূপ আমি পরিকল্পনা করিয়াছি, ইহাতে তাহার শতাংশের একাংশও পাইবেন কিনা সন্দেহ, তথাপি এই গল্পের নায়িকা টুমনিকে যদি আপনার এতটুকুও ভাল লাগে, তা ছবির টুমনিকে ভাল আপনার লাগিবেই।"

গল্পের নায়িকা টুমনিকে আমাদের ভালো লেগেছে—খুবই ভালো লেগেছে। এখন, ছবির দেবতাদের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ ক'রে সে সার্থক্ হোক—এই কামনা করি।

*

নিউ থিয়েটার্সের নতুন পরিকল্পিত ছবি শরৎচন্দ্রের "বামুনের মেয়ে" সম্বন্ধে বাজারে কয়েকটা কথা শুনলাম। কথাগুলি নিউ-থিয়েটার্সের পক্ষে বিশেষ গৌরববর্দ্ধনকারী নয়। আশা করি, সে কথা নিয়ে আমাদের প্রকাশ্যভাবে আলোচনার করবার দরকার হবে না কোনদিন।

পুস্তকের ভিতরকার আপত্তিজনক ঘটনার জন্যে নাকি "বামুনের-মেয়ে"-কে ছবিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হ'ল না।

*

হলিউড অভিধান :

Poverty Row Picture …	সস্তা ছবি ; তাড়াতাড়ি তোলা প্রোডাকশান।
Pic. … …	ফিল্ম ; ছবি
Prop … …	ছবিতে যে সকল জিনিষ ব্যবহার করা হয়, যথা, টেলিফোন, কেতাব, ছড়ি, ইত্যাদি।
Prop Smile … …	কপট হাস্য
Quickie … …	যেমন-তেমন ক'রে তোলা খেলো ছবি
Shoe string … …	ঐ
Slapstick … …	নীচু ধরণের কমেডি
Still Man … …	ফোটোগ্রাফার
Stills … …	ফোটোগ্রাফ
Tempo … …	একটি ছবির timing এবং Mood।

*

চিত্রায় "রূপলেখা" এখনো কিছুদিন চলবে মনে হয়।

"মহুয়ার" কাজ এগিয়ে চলেছে।

*

"কালী ফিল্মস্"-এর তরুণী ও তুলসীদাসের কাজ নিরলস গতিতে এগিয়ে চলেচে। চিত্রামোদীরা অদূর ভবিষ্যতেই ছবি দুখানি দেখে আনন্দ লাভ করবার আশা করতে পারেন।

নিরুপমা দেবীর জনপ্রিয় গল্প "অন্নপূর্ণার মন্দির"-এর ভূমিকা নির্ব্বাচন চলছে। যোগেশ চৌধুরী মহাশয় এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ভূমিকায় অনেকগুলি নাম-করা নট-নটীর দেখা পাওয়া যাবে।

এ-বইগুলি ছাড়া প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি মশায় বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক গল্পের চিত্রসর্ত্ত ক্রয় করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বইখানি নাকি আজো পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চে বা ছায়াচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে নি। গাঙ্গুলি মহাশয় ছবিখানির জন্য তাঁর সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করবেন ব'লে শোনা যাচ্ছে।

ওঁদের ষ্টুডিওতে শীঘ্রই আর-একখানি হিন্দী ছবি আরম্ভ হবে।

এই মাসের মধ্যেই কালী ফিল্মসের ষ্টুডিও নির্ম্মানের কাজ সম্পূর্ণ হবে।

*

হলমুক ফিল্ম কর্পোরেশনের বোর্ড অব ডিরেক্টার্স্-এর চেয়ারম্যান শ্রীযুত এস. এন. চৌধুরী সম্প্রতি বিলাত যাত্রা করেছেন।

বিলাতী ও কনটিনেন্টাল চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান গুলির সঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ যাতে আরও ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হয় সেই জন্যেই শ্রীযুক্ত চৌধুরীর বিলাত-যাত্রা। তাঁর মিসন্ সার্থক হোক!

শ্রীযুক্ত চৌধুরী সিনেমা-সংক্রান্ত যাবতীয় খবরাখবরের দ্বারা নিজের জ্ঞানকে পুষ্ট ক'রে নিয়ে তবে এই দুরূহ কাজে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁকে সে বিষয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মনিষ্ঠ ও সদা-সক্রিয় ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত প্রণব দেব মুখোপাধ্যায় বহুবিধ সাহায্য করেছেন।

মদন কোম্পানীর পর হলমুকই বোধ হয় বিদেশী ছবির একমাত্র দেশী চিত্র-পরিবেশক।

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের এবং তার সঙ্গে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি; চৌধুরী মহাশয়ের দূর-যাত্রা জয়-যাত্রায় পরিণত হোক, তাঁর পথ হোক শিবময়!

অপরেশচন্দ্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

অপরেশচন্দ্রের পিতা বিপ্রদাস বাবু পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের সহিত সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। বীরেশ্বর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোমোহন বাবুও এই সূত্রে অপরেশবাবুর বাল্য সুহৃদ ছিলেন। অপরেশবাবু নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল হইতে শেষে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে গিয়া ভর্ত্তি হন। মনোমোহন বাবু সে সময়ে মেট্রোপলিটনেই পড়িতেন। বাল্যকাল হইতেই মনোমোহন বাবুর ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁক ছিল। স্কুল ছাড়িয়া তিনি কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য আরম্ভ করেন। প্যাণ্ডোরা থিয়েটারের কাপ্তেন আটক পড়িলে মনোমোহন বাবু মহাজন হইয়া টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রদায় মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। বিশেষতঃ এই সময়ে নাট্যরথী স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁহার জনৈক বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা নীলমাধব চক্রবর্ত্তীকে অবলম্বন করিয়া, নবোৎসাহে বীণা থিয়েটার ভাড়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নীলমাধব বাবু ইতিপূর্ব্বে একবার এই বীণা থিয়েটার ভাড়া লইয়া সিটি থিয়েটার খুলিয়াছিলেন;—পুনরায় অমরবাবুর বন্ধুর সাহায্য পাইয়া বীণা থিয়েটার 'লিজ' লইয়া 'গেইটী থিয়েটার খুলিলেন। প্যাণ্ডোরা থিয়েটার এইরূপ নানাকারণে ভাঙ্গিয়া গেল।

প্যাণ্ডোরা উঠিয়া যাইল বটে, কিন্তু অপরেশবাবুর যে আবাল্য-সঞ্চিত সাধ—তাঁহাকে একজন বড় অভিনেতা হইতে হইবে! তিনি "এমারেল্ড থিয়েটারে" গিয়া যোগদান করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু যে সময়ে স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের এই থিয়েটার লিজ লইয়া অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। থিয়েটারে শিক্ষার অসুবিধা হয় বলিয়া অপরেশবাবু মহেন্দ্রবাবুর বাটীতে গিয়া অভিনয় শিক্ষায় যত্নবান হন। কিন্তু বাহিরের লোকের সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রথমটা টেঁকিয়া থাকা বড়ই ক্লেশকর হয়; কারণ সুপরিচিত না হইলে দলের লোকেরা ভাল ব্যবহার দূরে থাক—বড় একটা আমলই দিতে চাহেন না,—নূতন লোক ইঁহারা পছন্দ করেন না। প্যাণ্ডোরা থিয়েটারে বন্ধু বান্ধব মিলিয়া যেমন আনন্দে কাটাইতেন, অপরেশচন্দ্র এখানে তাহার সম্পূর্ণ অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহার উপর নূতন লোকের পক্ষে কোনও নাটকে সহজে একটা ক্ষুদ্র ভূমিকালাভও তপস্যাসাধ্য আবার কোন কোন অভিনেতার অভদ্রোচিত ব্যবহারে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকাও কঠিন হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরেই অপরেশচন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটার ছাড়িয়া দিলেন।

"রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" গ্রন্থে অপরেশবাবু তখনকার এমারেল্ড থিয়েটারের একটা চিত্র দিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত সেটুকু আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"বিডন ষ্ট্রীটের থিয়েটার তখনও একটা ব্যবসায়ের ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া উঠে নাই। থিয়েটার যেন একটা কাপ্তেনী কাণ্ড! রাত্রে হৈ হৈ রৈ রৈ—আর দিনের বেলায় যাত্রার ভাঙ্গা আসরের ন্যায় একটা হতশ্রী ম্রিয়মাণ অবস্থা সন্ধ্যা হইতে রিহার্স্যাল আরম্ভ হইত, তৎপূর্ব্বে অভিনেত্রীদের আনাইয়া গানের মহলা বসিত; সন্ধ্যার পর বাবুরা আসিয়া জুটিতেন। রিহার্স্যালে অনেকটা বাগানবাড়ীর চিত্রও ফুটিয়া উঠিত। 'ডিসিপ্লিন' বলিয়া মানিয়া চলিবার বিশেষ কিছু ছিল না। এই অবস্থায় হঠাৎ কোন বাহিরের লোক যদি রিহার্স্যালে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তবে তিনি সে সময়ের বাঙ্গলা থিয়েটার সম্বন্ধে যে ধারণা লইয়া যাইতেন, তাহা প্রীতিকর বলিয়া মনে করা যায় না। রিহার্স্যালে শিখানোর কাজ যে কিছু হইত না এমন নহে, তবে একটা ইনষ্টিটিউশন বা স্কুলে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, সেরূপ হইত না। ষ্টেজের উপর মাদুর পাতিয়া অভিনেতা অভিনেত্রীরা এক সঙ্গেই বসিত, গড়গড়ায় তামাক হাতে হাতে পানের খিলি, মাঝে মাঝে উইং-এর আড়ালে গিয়া মদ খাওয়া, এবং ক্রমশঃ রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যস্থিত বোতল-গ্লাসের সেই মাদুরের ফরাসেই আবির্ভাব, ইহাতেই রিহার্স্যাল কাণ্ডের পর্য্যবসান হইত। সময়ে সময়ে অবাধ ইয়ারকি ও অসংযত ভাষার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম; কারণ আমরা তখন সবে মাত্র স্কুল ছাড়িয়া থিয়েটারে ভিড়িয়াছি, সুতরাং এই সব ব্যাপার আমাদের নিকট বড়ই বিসদৃশ ঠেকিত। ইহার উপর দলের দু'চার জনের ব্যবহারও বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। একদিনের ঘটনা বলি :—

শীতকাল, রিহার্স্যালে বসিয়া আছি, হঠাৎ একজন অভিনেতা এতদিন পরে আর নামটা করিব না, তবে বেশ খ্যাতনামা অভিনেতা—কাছে আসিয়া বলিলেন, "তোমার গায়ের কাপড়খানা একবার দাও তো ভাই, আমি চট্ ক'রে ঘুরে আসি।" দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই দিন নূতন একখানি আলোয়ান গায়ে দিয়া বাহির হইয়াছিলাম, তাহা হইলেও দ্বিরুক্তি না করিয়া গায়ের কাপড়খানা খুলিয়া দিলাম—ভদ্রলোক 'এখনি আসিতেছি' বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বসিয়াই আছি—আট, নয়, দশ, ক্রমে বারোটা বাজিয়া গেল, ভদ্রলোকের 'এখনি আসির' আর সময় হইল না। রিহার্স্যাল ভাঙ্গিয়াছে, বারোটা বাজিয়াছে, ষ্টেজে বড় একটা কেহ নাই, মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে এখনো বসে আছ?" অন্যদিন দশটার মধ্যে বাড়ী যাইতাম। আমি তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা জানাইলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "এই মাটী করেছে! সে কাপড় কি আর পাবে? সেটা এতক্ষণ মদের দোকানে জমা হয়েছে!" আর দু'চার বছর বয়স কম হইলে হয়তো কাঁদিয়াই ফেলিতাম, নতুন গায়ের কাপড়, সবে সেইদিন গায়ে দিয়াছি! বলিলাম, "বলেন কি?" মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আর কি? তা যাক্, আজ আর কষ্ট করে কাজ নাই, বাড়ী যাও, কাল দুপুরে "অমুক" স্থানে একবার খবর নিও, যদি বরাত ভাল হয় পেলেও পেতে পার; সে বোধ হয় আজ সেখানে গিয়েই জুটেছে!" 'অমুক' স্থানটা যে কোন ভদ্রপল্লীতে ছিল তাহা নহে, আমার কিন্তু তখন 'অমুক' স্থানে যাইতে বাধিত না; অভিনেত্রী অনুসন্ধান ব্যপদেশে অনেক 'অমুক' স্থানে যাওয়াই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মহেন্দ্রবাবুর কথাই শুনিলাম। পরদিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখি গায়ের কাপড় নাই, তবে যিনি লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি বেশ নিরাপদেই আছেন। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আরে এস এস, ভাগ্যিস গায়ের কাপড় এনেছিলাম, তাই এখানে পদার্পণ হ'ল।" তাঁর আপ্যায়ন আমার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না, আমি তখন সাগ্রহে খুঁজিতেছিলাম—কোন্ আলনায় বা বিছানার পাশে আমার গায়ের কাপড়খানা স্থান পাইয়াছে; অথচ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না! তাহার পর কি করিয়া গায়ের কাপড়খানা আদায় করিয়াছিলাম, সে কথা আর নাই বলিলাম।"

যাহাই হউক এমারেল্ড থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া, যখন বাড়ীও আর ভাল লাগিল না, তখন অপরেশচন্দ্র প্রায় আট মাস 'বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া' পশ্চিমাঞ্চল ঘুরিয়া আসিলেন। পুত্রের এইরূপ চঞ্চলস্বভাব দর্শনে বিপ্রদাস বাবু প্রভৃতি বাটীর সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অপরেশবাবুর জ্যেষ্ঠতাত এবং খুল্লতাত মহাশয়েরা হোরমিলার কোম্পানী অফিসে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা চেষ্টা করিয়া অপরেশবাবুকেও উক্ত অফিসে ঢুকাইয়া লইলেন।

হোরমিলার অফিসে অপরেশচন্দ্র প্রায় ছয় বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি এক দশমবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অফিসে কার্য্য করিলেও তিনি থিয়েটার ভুলিতে পারেন নাই। দিবসে অফিসের কাজ বজায় রাখিয়া, রাত্রে সখের থিয়েটারে গিয়া মহলা দিতেন, মাঝে মাঝে সখের থিয়েটারে অভিনয়ও করিতেন। নীলমাধব চক্রবর্ত্তী পাব্লিক থিয়েটার হস্তগত করিতে না পারিয়া, মাঝে মাঝে নিজে দল বসাইয়া সহর ও মফঃস্বলে পূজা-পার্ব্বণে অভিনয় করিয়া বেড়াইতেন, অপরেশবাবুও নীলমাধব বাবুর সঙ্গে গিয়া দুই চারি বার বিদেশে অভিনয় করিয়া আসিয়াছিলেন।

অপরেশবাবুর শয়নে-স্বপনে ধ্যান জ্ঞান ছিল—পাব্‌লিক থিয়েটারের 'হিরো' হইবেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনওরূপ সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অনেকবার দল বাঁধিয়া আখড়া বসাইয়াছিলেন, মনোমোহন বাবুকেও পৃষ্ঠপোষক ও সহায় করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব অনুকুল না হওয়ায় প্রাইভেট থিয়েটারে সাজিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতেছিলেন। যাহাই হউক ইলিসিয়ম থিয়েটারে অভিনয়ই তাঁহার শেষ সখের অভিনয়।

নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার এবং নাট্যানুরাগী স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ রায় 'ইলিসিয়ম থিয়েটার' নাম দিয়া এই সখের থিয়েটার স্থাপন করেন। কলিকাতায়, শোভাবাজারে একটী ঘর ভাড়া লইয়া ৺পূজার তিন চারি মাস পূর্ব্ব হইতে এই থিয়েটারের জোর রিহার্স্যাল বসিত। পাব্‌লিক থিয়েটারের সুযোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী লইয়া এই দল সুগঠিত হইত। ৺শারদীয়া পূজায় নড়াইলে জমীদার বাটিতে গিয়া এই থিয়েটারের তিন দিন ধরিয়া মহাসমারোহে অভিনয় চলিত। এই থিয়েটারের শিক্ষক ছিলেন—নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর, অধ্যক্ষ ছিলেন রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় জানকী নাথ বসু। প্রত্যেক বৎসরেই ইহাদের এইরূপ অভিনয় হইত। সখের থিয়েটারগুলির মধ্যে ইলিসিয়ম থিয়েটারের যথেষ্ট সুনাম ছিল। অপরেশচন্দ্র এই থিয়েটারে যোগদান করিয়া বহবার নড়াইলে গিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রবাবু কেবল নাট্যানুরাগী ছিলেন না—নাট্যকারও ছিলেন। তাঁহার রচিত দুই তিনখানি নাটকও উক্ত থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। অপরেশবাবুর আশা ছিল, একদিন না একদিন ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া, কলিকাতায় নব নিৰ্ম্মিত এক সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন রঙ্গমঞ্চে আবার নূতন উৎসাহে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু অকালে দেবেন্দ্রবাবুর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। যাহাই হউক এখানে অর্দ্ধেন্দুবাবুকে শিক্ষক পাইয়া অপরেশচন্দ্র অফিসের কার্য্য ছাড়িয়া দিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু এ সময়ে ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। ক্ষীরোদবাবুর প্রতাপাদিত্য নাটকে 'বিক্রমাদিত্য' ও 'রডার' অপূর্ব্ব অভিনয়ে তাঁহার সুনাম তখন নাট্যামোদীগণের মুখে মুখে ফিরিতেছে! অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রায় সমস্তদিনই ইলিসিয়ম থিয়েটারে থাকিতেন এবং শিক্ষার্থীমাত্রকেই সযত্নে শিক্ষাদান করিতেন। সন্ধ্যার পর তিনি ষ্টার থিয়েটারে যাইতেন। অপরেশবাবু এরূপ সুবিখ্যাত প্রবীণ নাট্যাচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভের এ সুবর্ণ সুযোগ হারাইলেন না, তিনি কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া সারাদিন তাঁহার নিকট পড়িয়া থাকিতেন এবং একনিষ্ঠভাবে নানা নাটকের নানা ভূমিকা শিক্ষা করিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবুর চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল এই,—যাঁহারা তাঁহার নিকট শিখিতে চাহিতেন, তিনি সমান যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহাদিগকে শিখাইতেন। ইলিসিয়াম থিয়েটারে অভিনয়ার্থে অপরেশবাবু চন্দ্রশেখর এবং নবকুমারের (কপালকুণ্ডলায়) ভূমিকা দুইটী অতি যত্নে তাঁহার নিকট শিখিয়াছিলেন। এই 'নবকুমারের' ভূমিকা লইয়াই যে তাঁহাকে ইহার অল্পদিন পরেই সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম অবতীর্ণ হইতে হইবে, তাঁহার আজন্মের সাধ যে নটনাথের কৃপায় এবার পূর্ণ হইবে তখন তিনি তাহা জানিতেন না।

(ক্রমশঃ)

সঙ্কলন

অগ্রগামী

(শ্রীযুক্ত অভিনব গুপ্ত)

১

সাহিত্যিকের পক্ষে আত্মানুকরণও একটা প্রকাণ্ড অপরাধ। প্রকাশে যাহার বৈচিত্র্য নাই, প্রতিভার প্রভা তাহার ধীরে ধীরে নিভিয়া আসে। পদচিহ্নহীন দুর্গম পথের অনুসন্ধান বা আবিষ্কারের দুর্দ্দম বেগ সম্বরণ করিয়া যে আপনার পূর্ব্বার্জ্জিত ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাটুকুকেই কেন্দ্র করিয়া কেবল বৃত্তাকারে ঘুরিয়া মরে,—সে আর্টিষ্ট হিসাবে জীবন্মৃত; নিজের পরিমিত নিশ্বাসটুকু লইয়াই তাহার কারবার,—সযত্নে আপনার ঘুঁটিটি আগ্‌লাইয়া চলা-ই তাহার সাধনা!

আত্মানুকরণ করিয়া যে আত্মরক্ষা, সে হইতেছে কারাগারে বসিয়া বন্দীর আত্মরক্ষার মত,—সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার শৃঙ্খলে বন্দী, সীমাবদ্ধ ভাবের স্থবিতায় রুদ্ধবেগ। সত্যিকারের স্রষ্টা বা আর্টিষ্টের সৃষ্টিতে একটা উন্মুক্ত উদার প্রবাহ থাকে,—মুক্তির বিপুল অজস্রতা, প্রেরণার প্রবল প্রাচুর্য্য! একটিমাত্র সূর্য্য হইলেই আমাদের চলিত,—কিন্তু তিমিরমণ্ডিত আকাশে কোটি কোটি স্ফুটজ্যোতি তারকার সার্থকতা কোথায়?—প্রয়োজনে নিশ্চয়ই নয়, প্রকাশের প্রাচুর্য্য-লীলায়।

প্রকাশের স্পষ্টতা পাওয়ার অর্থ প্রকাশের পরিপূর্ণতা পাওয়ার অর্থ—প্রকাশের পৌনঃপুন্যঃ নয়। রূপকে ব্যক্ততর করা ভাবকে বিস্তৃততর করা—নির্দ্দিষ্টতার সীমা হইতে কল্পনাকে অজস্র বিচিত্রতায় প্রসারিত করিয়া দেওয়াই সত্যিকারের প্রতিভাবানের লক্ষণ। আপনার সীমা মানিয়া লওয়া অর্থ আপনাকে ঘিরিয়া কৃত্রিম সীমা-রচনা করা নহে, আপনাকে জানা অর্থ আপনাকে খর্ব্ব করিয়া লওয়া নহে। কুঁড়ির মধ্যে রূপের একটি সীমা আছে, তাই বলিয়া তাহার একটি বিকশিতদল সম্পূর্ণ পুষ্পে এবং পুষ্প হইতে পুনরায় একটি রসসমৃদ্ধ ফলে পরিণত না হইবার কোন হেতু নাই,—বরং সেই সুসঙ্গত পরিণতির মধ্যেই তাহার সৌন্দর্য্যের সাফল্য। ফল-ও অবশ্য পাকিবে; কিন্তু তাহার সেই পক্কতার অন্তরালেই অনাগত ভাবী বীজের সুপুষ্টতা রহিয়াছে।

২

বাঙ্‌লা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলে প্রকাশের অজস্র বৈচিত্র্য আর কাহারো মধ্যে পাই বলিয়া মনে হয় না। শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে কয়েকটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র সৃষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের কতকগুলি পরস্পরের অপরিষ্কার ছায়া মাত্র—একটি বিশেষ মত বা ভাবের প্রতিনিধি—অবস্থাভেদে তাহাদের পোষাক বা চেহারার যা একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এবং সে অবস্থাগুলিও তাঁহার উপন্যাসে বৈচিত্র্যবহুল নয়। 'Intellectual' স্ত্রীলোকের ছবি আঁকিতে গিয়া তিনি একটি ভাবকেই বিভিন্ন আকারে মুর্ত্তিমতী করিয়াছেন,—সেই ভাবের বহুব্যঞ্জনা নাই; sex-সম্বন্ধেও তাঁহার একটি মাত্র সিদ্ধান্ত,—তাহাকেই তিনি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সাব্যস্ত করিতে চান্, নব নব আবিষ্কারের প্রেরণা তাঁহার কল্পনাকে ব্যাকুল করে নাই—একটি পুরা-পরিচিত পথ ধরিয়াই তিনি আনাগোনা করিতেছেন।

কবিতার ক্ষেত্রে শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত একটি বিশেষত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন

একথা মানিতে কাহারো আপত্তি হইবে না। কিন্তু তাঁহার কবিতায় একটি ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি আছে,—প্রত্যেকটি কবিতায় একই ভঙ্গী ও একই ভাবের প্রকাশ চলিয়াছে,—যতীন্দ্রনাথ কুড়ি-অক্ষরযুক্ত লাইন্ ছাড়া অন্য কোনও ছন্দ রচনা করিলেন না; আর কোনও ছন্দ-বন্ধনের মধ্যে তাঁহার কবিতা সাবলীলতা পাইল না; একটি বিশেষ ভঙ্গীকেই তিনি আঁকড়াইয়া রহিলেন।

মোট কথা, প্রতিভাও অনুশীলনের অপেক্ষা করে,—প্রতিভাকে বৰ্দ্ধিতশিখা অগ্নির মত প্রধাবিত করিয়া দেওয়া চাই। একটি ভঙ্গী-সৃষ্টিতে সার্থক হইলে চিরকাল ধরিয়া বারে বারে তাহারই একঘেয়ে প্রকাশ চলিলে সন্দেহ হয় যে সেই প্রতিভাকে জরা আক্রমণ করিয়াছে; একান্তভাবে নিজেকেই অনুকরণ করিয়া চলিলে মৌলিকতার মহিমা-হ্রাস ঘটে। মনে হয় সেই একঘেয়েমির স্তূপান্তরালে প্রতিভার সমাধি হইয়াছে।

৩

কাল স্পিট্লারের এই উক্তির সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ সায় আছে যে, যাহার কবিখ্যাতি একটিমাত্র রচনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত সে স্রষ্টা-হিসাবে অতি নিম্নস্তরের কবি। শুধু সনেট্ লিখিয়াই শেইক্সপীয়র অবিনশ্বর গৌরবের অধিকারী হয়ত হইতেন, কিন্তু সেই শেইক্সপীয়র তুলনায় নিশ্চয়ই অতিশয় ছোট ও ম্লান হইয়া থাকিতেন। নোবেল প্রাইজ পাইবার পক্ষে গীতাঞ্জলিই যথেষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হইবার পক্ষে একা গীতাঞ্জলির মূল্য অতি সামান্য।

কীটসের অকালমৃত্যু না ঘটিলে তিনি শেইক্সপীয়রের চেয়েও নাকি বড় কবি হইতেন,—তাহা হইলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকিত না। আমরা শেইক্সপীয়রের চেয়ে বড় কবি চাহি না, আমরা যৌবনাবেগোচ্ছল স্বপ্নাতুর কীট্স্‌কেই চাহিয়াছি। Rowley Poews-এর উপর চ্যাটারটনের অপমৃত্যুই কি একটি স্নেহ-সুকোমল মায়াবিস্তার করে নাই? নহিলে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ঐ কবিতাগুলি কি ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের গৌরবভূষণ?

সৃষ্টির সার্থকতা শুধু সৌন্দর্য্যে নয়, সৌন্দর্য্যের প্রচুরতায়। এই প্রাচুর্য্যের সঙ্গে যখন চাতুর্য্য মিলিত হয় তখনই সৃষ্টি একটি অনশ্বর মহিমালাভ করে। টমাস্ গ্রে'র খ্যাতি অত্যন্ত নিম্নদরের খ্যাতি,—গ্রে প্রতিভাশালী কবি হইলে এক 'Elegy' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, নব নব সৃষ্টি-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইতেন।

৪

কোন বিশেষ একটি উপন্যাস লিখিয়া কোন লেখক কৃতকার্য্য হইলে—অর্থাৎ তাহার মূল্য প্রশংসায় ও অর্থে ধার্য্য হইলে—সেই কৃতকার্য্যতাই অনেক সময়ে লেখকের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠে। সেই প্রশংসা ও অর্থের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ঔপন্যাসিক পরবর্ত্তী উপন্যাসে সেই প্রথম পুস্তকেরই পুনরাবৃত্তি করিতে বসেন; নিজের প্রভাব দ্বারা নিজেকে ক্লিষ্ট করিয়া কল্পনাকে স্থবির করিয়া তোলেন। প্রতিভার এইখানেই অপমৃত্যু ঘটে।

আমাদের দেশের ঔপন্যাসিকদের এই দোষটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়ে। একবার যে-ষ্টাইল্ যে-টেক্‌নিক অবতারণা করিয়াছেন তাহা হইতে প্রায়ই আর নড়চড় নাই,—প্রত্যেকটি বিভিন্ন পুস্তকে লেখকের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখিতে পাইনা বলিয়া নৈরাশ্য আসে। গোরা ও অমিত রায়ের মত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চরিত্র বাঙ্‌লা সাহিত্যে আর কয়টা আছে? রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত 'গোরা'র পরে 'শেষরক্ষা' লিখিবার মত প্রতিভা কি সহজলভ্য?

গল্‌সোয়ার্দির *Forsyte Saga*র কথা মনে পড়িল। পরমবিস্ময়কর বিচিত্র চিত্র! লণ্ডনের সেই peg-top ট্রাউজার ও ক্রিনোলিন্-এর যুগ হইতে সুরু করিয়া মোটর ও বুয়োর যুদ্ধ এবং শেষে এরোপ্লেন ও লেবার্ গভর্ণমেণ্টের যুগ! কল্পনার এই প্রসার ও সবলতা বাঙ্‌লা-সাহিত্যে কবে আসিবে? আর্টিষ্ট-হিসাবে এইচ্, জি, ওয়েলসের বহু দোষ সত্বেও তাঁহার সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও অজস্রতার প্রতি প্রশংসমান দৃষ্টিস্থাপন করিতে হয়। তিনি আজি পর্য্যন্তও নব নব আবিষ্কারের আশায় নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিয়া চলিয়াছেন *Kipps* হইতে *The King who was a King* পর্য্যন্ত।

আমাদের সাহিত্যেও নানা রকমের ভাব ও ভঙ্গী লইয়া পরীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে। পাথেয় যাহার কম পথও তাহার দীর্ঘ নয়,—যাত্রার আনন্দও তাহার সেই অনুপাতে অচিরস্থায়ী।

৫

অন্যান্য ক্ষেত্রে "consistency"-র যত মূল্যই থাক না কেন সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে তার কোন সার্থকতা নাই। পূর্ব্বোক্তির সঙ্গে পরবর্ত্তী রচনার সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে গেলে রচনা হীনবল হইয়া পড়ে, স্রোত বন্দী হইয়া হ্রদে পরিণত হয়। একটি রঙিন চশ্‌মা পরিয়া নীল আকাশকে হল্‌দে করিয়া দেখিয়াছি বলিয়া চশ্‌মা খুলিয়া সাদা চোখে আকাশকে অভিনন্দিত করিব না, আর্টিষ্টের এ মতকাঠিন্যের কোন সম্মান নাই,—নানা দিক হইতে দেখিবার গভীর ও সুদূর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করাই তাহার তপস্যা।

নেপ্‌ল্‌স্-এর কাছে বসিয়া বেদনার গান লিখিতে শেলি বন্দী প্রমেথিউসের হাহাকার শুনিলেন;—আবার* সেই শেলিরই অমরসৃষ্টি Beatric Cenci। বার্ণাড শ' চিরকাল প্রশ্ন ও ঠাট্টা করিয়া আসিয়াছেন—এঞ্জিন ও ডাইনামো হইতে সুরু করিয়া ধৰ্ম্ম ও রাজনীতি;—তাঁহার নাটকে আমরা একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের তীব্রতা পাইয়া চমকিত হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার অধুনাতন নাটক *Saint Joan* পড়িতে পড়িতে মনে হইল বার্ণার্ড শ' তাঁর পূর্ব্বতন নাটকের সঙ্গে সুর মিলাইয়া চলেন নাই, অনেকটা বদ্‌লাইয়া গিয়াছেন। *Saint Joan* এ একটি সুস্নিগ্ধ মনুষ্যপ্রীতি পাইয়া মুগ্ধ হইলাম।

৬

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে একটা প্রবল জিজ্ঞাসা আসিয়াছে;—সেই জিজ্ঞাসা স্বাস্থ্যকর। বুক ভরিয়া নিশ্বাস চাই বলিয়া বাতাসের জন্য রুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত, কখনো বা চূর্ণ করিতে হইতেছে। ভিক্টোরীয় যুগের মন্ত্রোচ্চারণ বেদবাক্যের মত অভ্রান্ত সত্য হইয়া নাই,—তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। "The thirst to know why this was and this was not...why people had to suffer?...why—a thousand things?" গল্‌সোয়ার্দির এই বাণী অধুনাতন সাহিত্যের মৰ্ম্মবাণী।

উপন্যাস রচনার রীতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছেন জেম্‌স্ জয়েস্, কবিতায় প্রকাশভঙ্গী নিয়া সিট্‌ওয়েল-দ্বয় বিচিত্র পরখ্ করিতেছেন,—লিটন্ ষ্ট্রেচি নূতন ধারায় জীবনী রচনা করিতে বসিয়াছেন। পুরাতন ও চিরাচরিত বলিয়াই কোন প্রথার প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না।

আমাদের আধুনিক সাহিত্যেও যদি কোনো জিজ্ঞাসা আসিয়া থাকে তবে তাহা ঐশ্বর্য্যসূচক শুভলক্ষণ বলিয়াই স্বীকার করি।

(বিচিত্রা, ১৩৩৬)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ন্যাস

প... প্রেম

যাঁরা 'থ্রিল্', 'অ্যাড্ভেঞ্চার' ও 'রোম্যান্স' খোঁজেন, এ উপন্যাস না পড়লে তাঁরা ঠকবেন। কল্পনা ও বাস্তবের আশ্চর্য্য কোলাকুলি দেখে যদি অবাক্ হ'তে চান, তবে ইঙ্গ-বঙ্গ সভ্যতার বাসা আধুনিক বালিগঞ্জের বঙ্গজ 'মিষ্টার', 'মিসেস্' ও 'মিসে'র দলের ভিতরে পৌরাণিক অপ্সরীর অপূর্ব্ব এই আবির্ভাবের কাহিনীটি প'ড়ে দেখুন! প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নব নব রোমাঞ্চকর বিস্ময়! এ-শ্রেণীর উপন্যাস বাংলা ভাষায় এই প্রথম!

দাম পাঁচসিকা মাত্র।

এন, এম্, রায়-চৌধুরী এণ্ড কোং

১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

নূতন গানের বই

সুর-লেখা

যাঁরা হেমেন্দ্রবাবুর গান পছন্দ করেন, তাঁরা এই সংগ্রহে তাঁর সমস্ত বিখ্যাত গান একসঙ্গে পাবেন।

পঁইত্রিশ পাউণ্ড ফেদার-ওয়েট মোটা আর্টিক্ কাগজে, নূতন পাইকা টাইপে ঝরঝরে ছাপা। সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই।

দাম এক টাকা

এন, এম্, রায়-চৌধুরী এণ্ড কোং

১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা

নাট্য নিকেতন

রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট] [ফোন নং বড়বাজার ২৫১

অধ্যক্ষ—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

শনিবার ১৬ই জুন রাত্রি ৭॥ টায়

রবিবার ১৭ই জুন ম্যাটিনী ৫॥ টায়

—বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্মেলনে—

═ মা ═

মহাসমারোহে ৮৪, ৮৫ ও ৮৬ অভিনয়

— প্রধান ভূমিকায় —

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী	শ্রীমতী চারুশীলা
শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
শ্রীসন্তোষ সিংহ	শ্রীমতী সরযূবালা
শ্রীকুঞ্জলাল সেন	শ্রীমতী রাণীবালা
শ্রীগগণবিহারী চট্টোপাধ্যায়	শ্রীমতী লীলাবতী
শ্রীআশুতোষ বসু (এঃ)	শ্রীমতী কোহিনূরবালা
শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী	শ্রীমতী পদ্মরাণী
শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী	শ্রীমতী নীহারবালা

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়

ফ্রি পাশের জন্য কেহ আবেদন করিবেন না।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
২১শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

৭ই আষাঢ়
১৩৪১

কলালাপ

পত্রান্তরে দেখলুম, শিশিরকুমার বড় কি অহীন্দ্র চৌধুরী বড়—এই প্রশ্ন নিয়ে জনৈক ভদ্রলোক মস্ত এক প্রবন্ধ-রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন। যদিও লেখাটি এখনো সমাপ্ত হয় নি এবং শেষ-পর্য্যন্ত লেখক কাকে পুরো-মার্কা দেবেন তাও আমরা জানিনা, তবু এ-সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

*

প্রথমতঃ এ-রকম তুলনামূলক সমালোচনার পদ্ধতি হচ্ছে অত্যন্ত সেকেলে। আধুনিক শ্রেষ্ঠ সমালোচকরা এ-রকম পদ্ধতির বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ, আমরা জীবিত শিল্পীদের নিয়ে এ-ধরণের আলোচনার পক্ষপাতী নই। একে তো আর্টের ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি শিল্পীদের যথেষ্ট হিংসা থাকেই, তার উপরে এই রকম সব আলোচনার চলন হ'লে তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য বেড়ে ওঠবারই সম্ভাবনা বেশী।

অ্যানা ষ্টেন
Nanaর ভূমিকায়

কাজেই এ সব সমালোচনায় শিল্পী বা কলারসিক বা সাহিত্যের কোন উপকারই হয় না। তৃতীয়তঃ, ওগস্ত্ রোদাঁর মতে মত্ মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই,—শিল্পীরা কি দোকান-ঘরের জান্‌লা-সাজানো পণ্যদ্রব্য, যে অমুকের নম্বর এক আর অমুকের নম্বর দুই ব'লে তাঁদের বিচার করতে হবে?

*

প্রত্যেক শিল্পীর এক-একটি নিজস্ব বিশেষ বাণী আছে। সেই বাণী প্রচার করাই তাঁদের জীবনের সাধনা। সেই সব বাণীর বিভিন্নতার উপরেই তাঁদের সার্থকতা নির্ভর করে। লিখ্‌তে লিখ্‌তে মুখ তুলে দেখছি, ছাদ-বাগানে ফুলের পর ফুল ফুটে রয়েছে। ঐ ফুলদের বাণী হচ্ছে গন্ধ। রজনীগন্ধা, গোলাপ, জুঁই, বেল, চামেলি, গন্ধরাজ, দোলনচাঁপা, জেস্‌মিন্‌-গন্ধ আছে এদের প্রত্যেকেরই, কিন্তু একরকম গন্ধ নয়। গন্ধের বিভিন্নতার উপরেই এদের সার্থকতা। গন্ধ-

রাজের গন্ধ রজনীগন্ধায় পাওয়া যায় না ব'লে কেউ তাকে নিন্দা করে না। এই বিভিন্নতার জন্যেই আমাদের মনে বিভিন্ন রকম আনন্দ বা রসের সঞ্চার হয়। এবং এই বিভিন্নতা আছে ব'লেই তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা এদের কারুর শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা প্রমাণিত করা যায় না। গোলাপের মতন গন্ধ বিলোবার জন্যে তো চামেলির জন্ম হয় নি, সে যা দিতে চেয়েছে তা পুরোপুরিই দিয়েছে, তবে তুমি কেমন ক'রে তুলনা করবে চামেলির সঙ্গে গোলাপের? দুজন শিল্পীকে নিয়েও তাই তুলনামূলক সমালোচনা চলে না।

•

শিল্পীদের যে ধ্যান, তা হচ্ছে আনন্দ বিতরণের ধ্যান। আমরা আনন্দভোগ করব ব'লেই তাঁরা ধ্যানে বসেন। আমরা আনন্দ ভোগ করলেই তাঁদের ধ্যান-সাধনা সিদ্ধ হয়। যিনি আনন্দ দিতে পারেন না তিনি ব্যর্থ শিল্পী। ধ্যানে ব'সে কে কত উচ্চ স্তরে উঠেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও উচ্চতর আনন্দলোকে তুলে নিয়ে গেছেন, সমালোচক এইটুকুই ভালো ক'রে দেখাতে পারেন। কে ষোলোআনা আনন্দ দান করতে গিয়ে দিয়েছেন হয়তো দু-আনা, চারআনা বা আটআনা মাত্র, এটুকু দেখিয়ে দেবার অধিকারও সমালোচকের আছে। কিন্তু এজন্যে তুলনামূলক সমালোচনার কোন দরকার নেই। আর্ট হচ্ছে অনুভূতির জিনিষ। নীচু-কেলাসের শিশু ছাত্রদের মত শিল্পীদের টেনে এনে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে নম্বর দিয়ে তাঁদের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান দেওয়া একটা হাস্যকর ব্যাপার। মাইকেল বড় কি রবীন্দ্রনাথ বড়? কালিদাস বড় কি সেক্সপিয়ার বড়? শিশির ভাদুড়ী বড় কি অহীন্দ্র চৌধুরী বড়? কী হবে এ-সব কথা জেনে? তাঁদের প্রত্যেককেই আমরা আলাদা ক'রে দেখব। তাঁরা কতটা আনন্দ দিতে চেয়েছেন এবং কতটা আনন্দ দিতে পেরেছেন এইটুকু জানাই যথেষ্ট। এবং এটুকু জানবারও দরকার হয় না যদি তাঁদের বাণী আমাদের আনন্দলোকে নিয়ে যেতে পারে। কেবল উপভোগের আনন্দ নিয়েই যাঁরা খুসি, তাঁরাই হচ্ছেন সব-চেয়ে-সেরা কলারসিক। সমালোচকের যদি ইচ্ছা হয় তবে তিনি সেই আনন্দের মাত্রা গণনা করুন, কিন্তু শিল্পীদের নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা যেন তিনি না করেন,—সেটা সুরুচির ও রসানুভূতির পরিচয় দেয় না।

*

আষাঢ় মাস এসেছে। বর্ষার পুঞ্জীভূত মেঘমালা দেখে আধুনিক বাংলার প্রিয় কবি বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথকে মনে পড়ছে—কারণ এই মাসেই তিনি অকালে পরলোকে গমন করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা যে আজও কমেনি, তাঁর কাব্যের বিক্রয়-বাহুল্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন, আজ আষাঢ়ের এই মেঘলা আসরে আমরা সেই কথাই বলব।

*

বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের খুল্লতাত স্বর্গীয় অমৃতলাল রায় ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের শিক্ষক। কবি নিজেই বলেছিলেন, "আপনার কাকার সাহিত্যজ্ঞান আমার প্রথম জীবনে অনেক উপকার করেছিল। আমার প্রথম কবিতা লিখে আপনাদেরই বাড়ীতে যাই। সেই কবিতা শুনে খুসি হয়ে আপনার পিতামহী আমাকে পেট ভরিয়ে খাবার খাইয়ে দিয়েছিলেন।" সত্যেন্দ্রনাথ বয়সে আমাদের চেয়ে কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন। তাই আমাদের বাল্যকালে যখন তাঁকে খুল্লতাতের কাছে দেখতুম, তখন তাঁকে অনেকটা গুরুজনেরই সামিল ব'লে মনে করতুম। তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করবার ভরসা হ'ত না। তার অনেকদিন পরে, "মানসী"র প্রথম প্রকাশের সময়ে তাঁকে আমরা বন্ধু রূপে লাভ করি। তখন আমাদের নতুন সাহিত্যের নেশা, প্রায়ই চৌরঙ্গীতে "মানসী" কার্য্যালয়ে গিয়ে সাহিত্য-চর্চ্চায় যোগ দিতুম। সত্যেন্দ্রনাথেরও সেখানে খুবই আনাগোনা ছিল। সেই আসরে তাঁর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

*

মাঠে তাঁবু ফেলে ম্যাডানরা যখন প্রথম বায়স্কোপ দেখাতে সুরু করেছে, তখন ছবি দেখবার বিপুল উৎসাহ প্রায়ই আমাদিগকে সেখানে টেনে নিয়ে যেত। গিয়ে দেখতুম, সত্যেন্দ্রনাথেরও উৎসাহ আমাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়,—তিনিও বায়স্কোপের নিয়মিত দর্শক। চোখের অসুখে পরে যখন তিনি অর্দ্ধ-অন্ধ হয়ে প'ড়েছিলেন, তখনো তাঁর বায়স্কোপ দেখবার ঝোঁক একটুও কমে নি। কেবল বায়স্কোপ নয়, থিয়েটার দেখতেও তিনি খুব ভালোবাসতেন, ভালো অভিনয় দেখবার সুযোগ প্রায়ই ছাড়তেন না। শেষ রোগ-শয্যায় পড়বার আগের রাত্রেও তিনি 'মিনার্ভা'য় "পরপারে"র পুনরভিনয় দেখতে গিয়ে ছিলেন,—তাঁর সঙ্গে সেই-ই আমাদের শেষ দেখা! আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, আজ পর্যান্ত বেঁচে থাকলে বাংলা রঙ্গালয় তাঁর কাছ থেকে একাধিক নাটক উপহার লাভ করত। "ধূপের ধোঁয়ায়" নাটকে আমরা যে-শক্তির সূচনা দেখেছিলুম, বিভিন্ন নাটকে আজ আমরা নিশ্চয়ই তার পরিণতি দেখতে পেতুম। এদিকে তাঁর এতটা আগ্রহ ছিল যে, আমাদের দ্বারা তিনি ভিক্টর হুগোর একখানি বিখ্যাত নাটক বাংলা রঙ্গালয়ের জন্যে ভাষান্তরিত করিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তার পাণ্ডুলিপি এখন আমাদের কাছে নেই।

•

আধুনিক অভিনেতাদের মধ্যে শিশিরকুমারের অভিনয় তাঁকে অত্যন্ত মুগ্ধ করত। নরেশচন্দ্র ও রাধিকানন্দের অভিনয়ও তাঁর ভালো লাগত। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় তিনি দেখে যেতে পারেন নি। আবার ওদিকে তিনি শ্রীমতী তারাসুন্দরীর এতটা ভক্ত ছিলেন যে, প্রায়ই বলতেন, "তারাসুন্দরীর মৃত্যুর পরে আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে তাঁর উপরে খুব ভালো একটি কবিতা লিখব!" তখনকার দিনে তাঁর মতন বিশিষ্ট ও নব্য কবির মুখে এ-রকম কথা অনেক সুরুচি-বায়ুগ্রস্ত লোক একেবারেই পছন্দ করতেন না। নট-নাট্যকার রূপে গিরিশচন্দ্রকেও তিনি যার-পর-নাই শ্রদ্ধা করতেন। এ-শ্রদ্ধাও তথাকথিত আভিজাত্য-গর্ব্বিত অনেক সাহিত্যিককে ভীষণভাবে আহত করত!

*

আধ-ময়লা ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবী-পরা, হাতে-ছাতা সত্যেন্দ্রনাথের মূর্ত্তিকে রোজ সকালে ও বিকালে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট এবং কলেজ ষ্ট্রীটে দেখতে পাওয়া যেত। তাঁর সাজপোষাকে কোন বাহুল্য বা সৌখিনতার ঘটা ছিল না—জামা-কাপড় যে মলিনতার জন্যে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে, অনেক সময়ে এ খেয়ালও তাঁর থাকত না, বন্ধুরা সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মৃদু হাসি হেসে বালকের মত অসহায় ভাবে বলতেন, "মা যে জামা-কাপড় বার ক'রে দেন নি!" কাব্যিরোগাক্রান্ত অনেক ব্যক্তি চেহারাকে সৌখীন ক'রে তুলে যেমন থিয়েটারি কবি সেজে বসেন, সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে তেমন মনোভাব তাঁর প্রথম যৌবনেও দেখি-নি। তিনি গরিব ছিলেন না, তবু গাড়ী চড়ার চেয়ে পায়ে হাঁটাই পছন্দ করতেন। সকাল বেলায় প্রায়ই দেখতুম, শ্রীমানী-মার্কেটের একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কাঁচা মুর্গীর ডিম গলাধঃকরণ করছেন। তারপর হ্যারিসন রোডের নানা পুরাণো বইয়ের দোকানে গিয়ে দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তক খুঁজে

বেড়াতেন। তাঁর একটি অভ্যাস ছিল। নতুন ও পুরাণো যে-বইই কিনুন, আর সে-বইয়ের পত্রসংখ্যা যদি হাজার কি দেড়-হাজারও হয়, তবু প্রত্যেকটি পাতা একে একে উল্টে না দেখে তিনি কোন কেতাবই কিনতেন না। তাঁর জীবনের সব-চেয়ে বড় সখ ছিল, এই বই কেনা। তাঁর বসবার দ্বিতল ঘরটি পুস্তকে পুস্তকে এমন পরিপূর্ণ ছিল যে, তার ভিতরে সাবধানে চলা-ফেরা করতে হ'ত। তাঁর পুস্তকালয়টির আয়তন বড় সামান্য ছিল না, তবু এই একটি ঘরেই তাঁর সংগৃহীত সমস্ত পুস্তকের স্থান সংকুলান হ'ত না। তাঁর সংগ্রহও ছিল অত্যন্ত মূল্যবান, আজে বাজে বই তিনি রাখতেন না। এই-সব পুস্তক সর্ব্বদাই প্রিয় বন্ধুর মত তাঁর চারিদিক ঘিরে থাকত, এরই মধ্যে তিনি সাহিত্য ও জ্ঞানের অনুশীলনে সমাহিত হয়ে থাকতেন, এর বাইরে যে বিরাট ও জীবন্ত জগৎ জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে, সে-সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যেক বন্ধুই জানেন, সংসারের মধ্যে তিনি জীবন কাটিয়ে গেছেন, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী গৃহী সন্ন্যাসীর মত।

•

প্রতিদিন তাঁর খানিকটা ক'রে সময় কাটত নানা সাহিত্য-বৈঠকে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে চৌরঙ্গীর 'মানসী'-কার্য্যালয়ে, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাসায়, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে কান্তিক প্রেসে, কলেজ স্কোয়ারে, কালিতলায় স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর বৈঠকখানায়, সুকিয়া ষ্ট্রীটের 'ভারতী'-কার্য্যালয়ে বা অক্স্‌ফোর্ড মিশনের পাশে সুপরিচিত গজেন-দা'র আড্ডায়। শেষ-জীবনে হেদুয়ার সন্তরণ-সভাতেও তাঁর অনেক সময় কেটে গিয়েছে।

•

এর-মধ্যে সব-চেয়ে বেশীদিন তিনি কাটিয়েছেন বিখ্যাত 'ভারতী'-বৈঠকে। এখানে সকালে-সন্ধ্যায় দুই বেলাই তিনি নিয়মিত-রূপে হাজিরা দিতেন। তবে সন্ধ্যার মুখেই 'ভারতী'-বৈঠক জ'মে উঠত রীতিমত। একসময়ে এখানে নিয়মিত-রূপে উপস্থিত হ'তেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার ('মৌচাক'-সম্পাদক), শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ও বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক প্রভৃতি। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায়-চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মাঝে মাঝে, বা প্রায়ই, দেখা দিয়ে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করতেন। এবং অনিয়মিত ভাবে এখানে আসতেন না, বাংলাদেশে এমন সাহিত্যিক ছিলেন খুব কম। রবীন্দ্রনাথও একদিন এসে 'ভারতী'-বৈঠকের গৌরব বাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

•

এই আসরে যাঁদের সত্যেন্দ্রনাথকে দু-চারদিন দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরাই তাঁর যথার্থ স্বরূপটি ধরতে পেরেছেন। মানুষ যতই সহজ-সরল হোক, সামাজিকতার একটা মুখোস না পরলে তার চলে না। কিন্তু 'ভারতী'-বৈঠকের নিয়মিত সভ্যরা সামাজিকতার কোন ধারই ধারতেন না—নিজেদের মনের কথা ও মতামত তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতেন এবং বিশেষ ক'রে এ-বিষয়ে অদ্বিতীয় ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথই। ঘরের মাঝখানে একখানা চেয়ারের উপরে তিনি নগ্নপদে আধা-উবু হয়ে বসতেন—চাদরখানা খুলে চেয়ারের পিঠে জড়িয়ে এবং ছাতাটি চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রেখে। তারপর সুরু হ'ত আলাপ-আলোচনা। দেশী-বিলাতী সাহিত্যের গল্প, সমাজ ও সভ্যতার গল্প, ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার গল্প ও সকল-রকম শিল্পী ও শিল্পের গল্প! সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে চলত হাস্যকৌতুক-পরিহাস! গল্প ক'রে ক'রে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তুম, সত্যেন্দ্রনাথ তখন হঠাৎ ধ'রে বসতেন রবীন্দ্রনাথের কোন গান (তিনি শিক্ষিত গায়ক না হ'লেও সুরজ্ঞ ও সুকণ্ঠ ছিলেন), এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও সেই গান ধরতেন,—যাঁর গলায় সুর নেই তিনিও তখন চুপ ক'রে থাকতে পারতেন না—সেই বিচিত্র 'কোরাস' সুকিয়া ষ্ট্রীটের অনেকখানি পর্য্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলত এবং পাড়ার লোকরা তখন 'ভারতী'-বৈঠকের সভ্যদের উপরে কি-রকম মতামত প্রকাশ করতেন, তা শোনবার সুযোগ অবশ্য কোনদিনই আমাদের হয় নি! প্রত্যহ বৈকাল থেকে ঠিক রাত নয়টা পর্য্যন্ত এই ব্যাপারের পুনরভিনয় চলত—মাঝে মাঝে শক্তিসংগ্রহের জন্যে অনেককেই একাধিকবার চায়ের পেয়ালাকে অবলম্বন করতে হ'ত। এবং মাঝে মাঝে এখানে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়েরও বিশেষ আয়োজন হ'ত। নিয়মিত সভ্যরা প্রত্যেকেই তাঁদের নূতন নূতন রচনা এই বৈঠকে প'ড়ে শোনাতেন এবং বৈঠকীদের মতামতের উপরেই নির্ভর করত, সে-লেখাটি প্রকাশ করা হবে কিনা! (দৃষ্টান্তস্বরূপ ব'লে রাখি, এখানকার সকলে অনুকূল মত প্রকাশ করেন নি ব'লে 'নাচঘর'-সম্পাদকের একখানি ত্র্যঙ্ক নাটিকা আজ সুদীর্ঘ পনেরো বৎসর ধ'রে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে।) বৈঠকীদের মতামতকে আমরা প্রত্যেকেই মূল্যবান ব'লে মনে করতুম। সত্যেন্দ্রনাথও নূতন কবিতা লিখে এখানে এসে প্রথম আবৃত্তি ক'রে সকলের মতামত গ্রহণ করতেন।

•

সত্যেন্দ্রনাথের মতামত ছিল একসঙ্গে নির্ভীক ও উদার, তার মধ্যে হিংসা-দ্বেষের লেশমাত্র থাকত না—সাহিত্যক্ষেত্রে সচরাচর যা দুর্লভ ব'লেই মনে হয়। তাঁর সমসাময়িক একাধিক কবি তাঁকে নিন্দা করেছেন, কিন্তু সেটা স্বকর্ণে শুনেও নিন্দাকারীর উপরে তাঁর মন বিমুখ হয়ে ওঠে নি। মণিলালেরও ঠিক এই গুণটি ছিল। নানা ক্ষেত্রে নানা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথ তীব্র ও তিক্ত ভাষায় অনেক ব্যঙ্গকবিতা লিখেছেন, কিন্তু তাঁর রাগ ছিল ব্যভিচারেরই উপরে, ব্যক্তির উপরে নয়। অনেক পত্র-পত্রিকায় তাঁর উপরে অনেকবার অনেক আক্রমণও হয়েছে, কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনা কোনদিনই তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারে নি—তিনি যেন ঠিক পিঠে কুলো বেঁধে আর কাণে তুলো গুঁজে নীরবে নিজের নির্ব্বাচিত পথে এগিয়ে চলতেন। তাঁর মতন একরোখা মানুষও খুব কম দেখেছি।

*

তাঁকে বিচলিত হ'তে দেখতুম কেবল, রবীন্দ্রনাথকে কেউ আক্রমণ করলে। তখনি তাঁর মসী-যন্ত্র বিষাক্ত উচ্ছ্বাসপ্রকাশ করত! পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় আর কারুকে তিনি জানতেন না এবং রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় তাঁর চেয়ে বড় ও শক্তিমান কোন ভক্তকে লাভ করেন নি। তিনি যখন-তখন বলতেন, সেক্সপিয়ারের প্রতিভাও রবীন্দ্রনাথের মতন বহুমুখী নয়। আবার যাঁর লেখা তাঁর ভালো লাগত না, তাঁর কোন কবিতাই তিনি ভালো বলতেন না। যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। তাঁর মতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ হচ্ছেন মস্ত-বড় অকবি। কারুর কোনরকম যুক্তিই তাঁর এ [illegible] টলাতে পারত না। এইরকম আরো কোন-কোন বিষয়ে অনেকের কাছেই তাঁর আচরণ অদ্ভুত বা উদ্ভট ব'লে মনে হ'ত। কোন-কিছুর সম্বন্ধে বিচার ক'রে কিংবা না-ক'রে

তিনি যদি একবার ব'লে বসতেন যে—"রাবিস", তাহ'লে আর কেউ তাঁর মত্ পরিবর্ত্তন করতে পারত না। হয়তো মাসিকপত্রে কোন নতুন লেখকের নাম পাওয়া গেল—যাঁর পদবীটি কিঞ্চিৎ বেয়াড়া। সত্যেন্দ্রনাথ অমনি বেঁকে বসলেন, কিছুতেই তাঁর লেখা শুনবেন না বা পড়বেন না,—বলবেন, যার পদবী এরকম সে আবার লিখবে কি? হয়তো তিতুরাম বা ক্ষোদন বা নকুড়চন্দ্র বা ঐ রকম নামধারী কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ সে-নিমন্ত্রণ কিছুতেই রাখবেন না, কারণ মানুষের ও-রকমনাম তাঁর ভালো লাগে না! আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক মহাপুরুষকে তিনি দেবতার চেয়ে কম শ্রদ্ধা করতেন না, অথচ পদ্মার ওপারে যে প্রথমশ্রেণীর প্রতিভা জন্মাতে পারে, এ-কথা তাঁকে দিয়ে স্বীকার করানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু এ-সব ছোট ছোট কারণের জন্যে কেউ যেন সত্যেন্দ্রনাথকে ভুল না বোঝেন,—কারণ এ সব হচ্ছে ব্যক্তিগত idiosyncrasy মাত্র, অনেক বিখ্যাত ও উচুদরের বুদ্ধিমান লোকের ভিতর থেকেও এটা আবিষ্কার করা যায়।

*

তাঁর মতন ছন্দজ্ঞান বাংলা দেশের আর কোন কবির ছিল বা আছে ব'লে জানিনা। ছন্দ নিয়ে বরাবরই তিনি গভীর ভাবে পরীক্ষা করেছেন,—তাঁর "ছন্দ-সরস্বতী" নামে বৃহৎ প্রবন্ধেই তার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাবে। (কিন্তু দুঃখের বিষয় অমন উপাদেয় প্রবন্ধটি বিলুপ্ত "ভারতী"র পৃষ্ঠাতেই এখনো ঘুমিয়ে আছে, আজ পর্য্যন্ত কোন প্রকাশকের দৃষ্টি তার উপরে পড়ল না!) বাংলা সাহিত্যে আজ যে কথ্য ভাষার এত প্রচলন, এজন্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথের সঙ্গে তিনিও কতকটা গৌরব দাবি করতে পারেন, কারণ এই বিষয় নিয়েও তিনি তথ্যপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন একাধিক এবং তাঁরই উৎসাহে 'ভারতীর দলে'র অধিকাংশ লেখক কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে চালিয়ে জনপ্রিয় ক'রে তোলবার জন্যে অল্প চেষ্টা করেন নি। তিনি আরো অনেকগুলি ভালো প্রবন্ধ দান ক'রে গেছেন। সে-গুলিকে একত্র ক'রে প্রকাশ করলে বাংলা সাহিত্যের সত্যিকার উপকার করা হবে।

*

তাঁর রবীন্দ্রানুরাগের আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এবারের মত পালা সাঙ্গ করব। প্রথম যেদিন খবর পাওয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করছেন, সেদিন সত্যেন্দ্রনাথ আনন্দে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—"আজ এমন একটা-কিছু করতে হবে, জীবনে কোনদিন যা করা হয় নি!" রবীন্দ্রনাথের আর এক ভক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে তখনি তিনি চৌরঙ্গীর এক হোটেলে ছুটে গেলেন এবং 'বারে' গিয়ে বসলেন, একপাত্র মদ্যপান করবার জন্যে!

*

মাথার উপরে আষাঢ়ের কালো মেঘ এখনো পুঞ্জীভূত হচ্ছে, বাতাসে সিক্ত মৃত্তিকার সুগন্ধ, চারিধারে ঝরো-ঝরো ঝর্‌ছে জলধর-ধারা! শূন্যঘরে একা ব'সে আছি এবং মেঘচ্ছায়ায় মনের পথে আনাগোনা করছেন সেই-সব হারানো বন্ধু, যাঁদের ভিতরে সত্যেন্দ্রনাথ বিরাজ করতেন সমুজ্জ্বল মধ্যমণির মত!

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

আষাঢ়ের প্রথম দিবায়,
আকাশ-মহল জুড়ে কালো কালো কালো মেঘ
তপনের আগুন নিবায়।

*

নব ধারা ফুল ঝরে,
চাতকেরা গান করে,
যত শিখী নেচে সারা, সাথে নাচে ছায়াপরী,
নাচে রং রঙন-জবায়।

*

বিজন কানন-পথে চলে মন অভিসারে,
কাঁদে একা খেয়া-তরী কাজ্‌লা-নদীর ধারে।

*

ভিজে বায়, ভিজে মাটি,
মাঠে ভিজে শ্যাম-সাটী,
গগনেতে মেঘদূত, প্রাণে মোর কত কথা!
সাথী খুঁজি, হৃদয়-সভায়!

গান

(দিলীপ দাশগুপ্ত)

আবার কেন তাকিয়ে থাকা বিষাদ-কালো নয়ন তুলে,
বিদায় যারে কোর্‌লে সখী যাওনা কেন তারেই ভুলে!
চাইলে কেন করুণ চোখে—
টান্‌লে আবার অরুণ-লোকে,
আর কেন হায় গাঁথ্‌ছ মালা আনমনে আজ প্রাণ-বকুলে?
আবার যদি জাগ্‌লো চোখে মেঘ-পুলকের সজল মায়া—
ঘনিয়ে যদি এলোই সখী বেদন-দুখের কাজল ছায়া!
মরুর বুকে কভু যদি
কাঁদে মৃগ নিরবধি,
তার তরে হায় সাগর বুকে জল থাকে না কূলে কূলে।

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় ঃ (১) **All of Me** (প্যারামাউন্ট)

শ্রেষ্ঠাংশে—ফ্রেডরিক মার্চ্চ
মিরিয়ম হপকিন্‌স্
জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট্
কাল থেকে এলফিনষ্টোনে সুরু হবে।

•

Design for Livingএর পর এই ছবিতে ফ্রেডরিক মার্চ্চ ও মিরিয়ম হপকিন্স্ একত্রে অভিনয় করছেন। জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট্‌-এর প্রেমিকার ভূমিকা অভিনয় করেছেন, তরুণী অভিনেত্রী হেলেন্ ম্যাক্। হেলেন-কে এই ছবিতে featuring player-এর পদে উন্নীত করা হয়েছে।

All of Me-র গল্পের মধ্যে একটি সার্ব্বজনীনতার ছাপ আছে। কোটিপতির কন্যা এবং তার দরিদ্র শিক্ষকের মধ্যে যে প্রেম গ'ড়ে উঠেছিল তার মধ্যে মেয়েটি বিশেষ কোন উন্মাদনা খুঁজে পায় নি। তাই তার শিক্ষক ডন্ এলিস (ফ্রেডরিক) লিডার (মিরিয়ম) কাছে যখন বিবাহের প্রস্তাব করলে তখন লিডা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিতে পারলে না—চিন্তা করবার সময় নিলে।

•

পরে তারা দু'জনে নিম্নজগতের নর-নারী হনি রজার্স ও তার প্রেমিকা ইভ-এর সংস্পর্শে এসে জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলে। লিডা ডন্-এর প্রতি নিজের গভীর মনোভাব বুঝতে পেরে তার কাছে আত্মনিবেদন করলে।

রজার্স ও ইভ্ প্রথম বিপদ থেকে লিডার সাহায্যে মুক্তি পেলে বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চুরীর অপরাধে তাদের গ্রেপ্তার করবার আয়োজন করা হ'ল। তখন রজার্স অনন্যোপায় হ'য়ে আত্মহত্যা করলে এবং ইভও সেই পথ অনুসরণ করলে।

মিরিয়ম হপকিনস-এর অভিনয় নারী-চরিত্রের একটি সূক্ষ্ম অংশকে সুকৌশলে উদ্‌ঘাটিত করেছে।

•

ফ্রেডরিক মার্চ্চের সম্বন্ধে পাঠকদের জানা উচিৎ যে—

(১) ছাত্রাবস্থায় তিনি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হবার শিক্ষালাভ করেছিলেন।

(২) এর আগে তিনি মিরিয়ম হপকিন্স-এর সঙ্গে অভিনয় করেছেন, "ডাক্তার জেকিল ও মিষ্টার হাইড", "ডিজাইন ফর লিভিং"—এই দু'খানি ছবিতে।

(৩) তাঁর স্ত্রী (ফ্লোরেন্স এলরিজ) এবং তিনি সম্প্রতি একটি শিশু কন্যাকে পোষ্য নিয়েছেন।

(৪) তাঁর প্রথম সবাক-ছবির নাম হচ্ছে—The Dummy !

(৫) তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ভূমিকা হচ্ছে The Eagle and the Hawk-এর ভূমিকা।

মিরিয়ম হপকিন্স সম্বন্ধে জেনে রাখা উচিৎ যে—

(১) তিনি বলেন যে তাঁর যা কিছু সাফল্য তার দায়ী হচ্ছে একটি ভাঙা পা (তার নিজেরই পা)।

(২) মিউসিক্যাল কমেডির অভিনেত্রী রূপে তিনি নটী জীবন সুরু করেন।

(৩) তিনি একজন উচুদরের ব্যালে-নর্ত্তকী।

জর্জ্জ র‍্যাফ্‌টের সম্বন্ধে জানা উচিৎ যে—

(১) তাঁর একজন দেহ-রক্ষী আছে, যে তাঁর সঙ্গে সর্ব্বত্র যাতায়াত করে।

(২) তাঁর All of Meর প্রেমিকা হেলেন ম্যাক-এর সঙ্গে ছেলেবেলায় তাঁর ভালবাসা ছিল।

(৩) প্রিন্স অব ওয়েলস্-কে তিনি একটি নাচ শিখিয়েছিলেন; তার দক্ষিণা পেয়েছিলেন একটি সিগ্রেট-ধরাবার কল।

(৪) তিনি একজন সুদক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা।

(৫) পৃথিবীর Best dressed ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

•

(২) **Rebel** (ইউনিভার্স্যাল)

প্রধান ভূমিকায়—ভিলমা ব্যাঙ্কি
কাল থেকে রূপবাণীতে সুরু হবে।

•

'রেবেল' ছবিতে একটি বিদ্রোহী বীরের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

সেই বিদ্রোহীর মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল, রক্তলোলুপ হিংস্র সৈন্যদল তার পশ্চাদ্ধাবন করছিল তবু সে গোপনে এসে দেখা করত তার চিরশত্রুর মেয়ের সঙ্গে যাকে সে ভালোবেসেছে এবং যার কাছ থেকে ভালোবাসা পেয়েছে।

ছবিখানির মধ্যে প্রচুর উন্মাদনা ও উত্তেজনা আছে। নায়কের ভূমিকায় লুই ট্রেঙ্কার আশ্চর্য্য অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

*

রাধা ফিল্মের "শচীদুলাল"; ভারতলক্ষ্মীর "ব্রাহ্মস্পর্শ"; কালী ফিল্মের "আমিনা", নিউ থিয়েটার্সের "হিন্দি রূপলেখা"—মুক্তির অপেক্ষা করছে।

•

কালীফিল্মস্ বঙ্কিমচন্দ্রের যে অনভনীত বইখানির সত্ব কিনেছেন তার নাম "রাজমোহনের স্ত্রী।" উপন্যাসটি সম্প্রতি "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত হচ্ছিল।

•

হলিউড ঃ

এই শিরোনামযুক্ত নিবন্ধগুলির মধ্যে আমরা পাঠকদের হলিউডের ষ্টুডিওগুলির সম্বন্ধে জানাবার চেষ্টা করব।

'হলিউড্' নামে যে জনপদটি অধুনা পৃথিবীর মধ্যে বোধ করি সব চেয়ে আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছে, সেটির বয়স এখনো খুব বেশী হয়নি। লস্ এঞ্জেলস্-এর উত্তর-পশ্চিমে প্যাসিফিক্ মহাসমুদ্রের ধারে হলিউড্ অবস্থিত। প্রথমেই হচ্ছে বেভার্লি হিল্‌স্; তারপর কতকগুলি অনতিউচ্চ পাহাড়ের নীচে বারব্যাঙ্ক্; আরও পশ্চিমে সমুদ্রের ধারে কাল্‌ভার সিটি। এই খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে নিয়েই হলিউড্।

•

হলিউড্ বুলেভার্ড্ হচ্ছে নগরের সব চেয়ে বড়ো এবং জনাকীর্ণ রাজপথ; এই বিপণী-পূর্ণ পথের উপর দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে আপনাকে ওয়ার্ণার ভায়াদের ষ্টুডিওর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। কলাম্বিয়া ও রেডিও কোম্পানীর শিল্পাগার গাওয়ার ষ্ট্রীটের ওপর। রেডিওর পাশেই প্যারামাউন্ট্। ফক্‌সদের ষ্টুডিও একটু তফাতে।

হলিউড্ নগর থেকে পাঁচ মাইল দূরে কাল্ভার সিটি ; সেখানে আছে প্যাথি, হল্ রোচ্ এবং মেট্রোর ষ্টুডিও।

ফিল্মজগতের অনেক প্রধান নট-নটীরা থাকেন মনোরম প্রকাতিক-সৌন্দর্য্য ঘেরা বেভালি হিল্স্-এর আশে পাশে। সেখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী হয়েছে। জেনেট্ ম্যাকডোনাল্ড, মরিস শিভ্যালিয়ে, ফ্র্যানসিস ডি এবং আরও অনেকে সেখানে থাকেন। বেভার্লি হিল্স্ হোটেলটিও একটি মনোহর আরাম-কেন্দ্র।

সমুদ্রতটে সাণ্টা-মণিকা, ডেনিস্ এবং মালিবু নামক স্থানে গ্রীষ্মকালে অনেকেই আড্ডা গাড়েন। অনেকে সারা বছরই সেখানে থাকেন। সেখানে মেরিয়ন ডেভিস্-এর একটি কুটীর আছে—তার চল্লিশটি শয়ন কক্ষ।

এ-ছাড়া আরও অনেক দ্রষ্টব্য ব্যাপার হলিউডের আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে।

নীচে হলিউডের ষ্টুডিওগুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করলাম :

*

ওয়ার্ণার ব্রাদার্স ও ফার্ষ্ট ন্যাশানাল—

বেভালি হিল্স্-এর পাদদেশে একটি ষ্টীম্ লনড্রির পিছনে খোলা স্থানে এবং তখনকার দিনের একমাত্র আলো, সূর্য্যকিরণের সাহায্যে ফার্ষ্ট ন্যাশানাল তাঁদের ছবি তুলতে আরম্ভ করেন।

১৯২৬ সালে ওই স্থানে ওয়ার্ণারদের ষ্টুডিও স্থাপিত হয়। ফার্ষ্ট ন্যাশানাল ওয়ার্ণারদের সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে যায়।

ষ্টুডিওটি সত্তর একার জায়গা জুড়ে স্থাপিত হয় ; তার মধ্যে চার মাইল পাকা রাস্তা তৈরী করা হয় ; ষ্টুডিওর পিছনে পাহাড়-নদী-মাঠ-শোভিত অনেকখানি স্থান তারা ইজারা ক'রে নেন—ছবির দৃশ্য-সংস্থাপনের সুবিধার জন্যে।

১৯২৬ সালের ৫ই জুন ষ্টুডিওর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। আড়াই মিলিয়ন পাউণ্ড দিয়ে নির্ম্মিত সেই ষ্টুডিওর মধ্যে প্রথম ছবি তোলা হয়—The Masked Woman!

ওয়ার্ণার ব্রাদার্সরাই জগতে সর্ব্বপ্রথম টকি-ছবির আমদানি ক'রে সকলকে স্তম্ভিত এবং চকিত ক'রে দেন।

বর্ত্তমানে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স বছরে গড়ে সত্তরখানি ছবি তোলেন। তাঁদের শিল্পগারে বারোটি শব্দ-প্রতিরোধক ষ্টেজ আছে ; একটি বিশাল গবেষণা গ্রন্থাগার এই ষ্টুডিওর গৌরব বৃদ্ধি করেছে। প্রথমে এঁদের শিল্পাগারের চৌহদ্দির মধ্যে চুয়াল্লিশটি বিভিন্ন আকারের বাড়ী ছিল ; সংখ্যা এখন আরও বেড়েছে। ষ্টুডিওর মধ্যে দশ হাজার লোক বসবাস করে।

*

গ্রেটা গার্ব্বোর পরবর্ত্তী ছবির নাম—Painted Veil! এ-ছবিতে রুবেন ম্যামোলিয়ান পরিচালনা করবেন না। চিত্রখানির গল্পাংশ রচনা করেছেন জনপ্রিয় কথাশিল্পী Somerset Maugham!

রুবেন ম্যামোলিয়ান বর্ত্তমানে আনা ষ্টেনকে নিয়ে Resurrection তোলবার জন্য ব্যস্ত আছেন।

ইতিমধ্যে সংবাদ এসেছে হলিউডে নাকি গ্রেটা গার্ব্বোর একজন rival-এর আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর নাম—Daniele Parola! তিনি Merry Widow নামক ছবিতে রাণীর ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য সম্প্রতি প্যারিস থেকে হলিউডে এসেছেন।

Merry Widow পরিচালনা করছেন—আর্ণষ্ট লুবিশ।

*

চার্লস লটন বিলাত থেকে হলিউডে ফিরে এসেছেন। The Barrett of Wimpole Street ছবিতে অত্যাচারী পিতার ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য তিনি অবিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছেন।

ফ্রেডরিক মার্চ্চ ওই ছবিতে কবি ব্রাউনিং-এর অংশ অভিনয় করবেন।

*

সিসিল মিলি "ক্লিওপেট্রা" নামক ছবি তুলছেন। ওই ছবিতে ওয়ারেন উইলিয়াম জুলিয়াস সিজারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, এইরূপ স্থির হবার পর সিসিল মিলি ওয়ারেনকে তাঁর বড় চুল কদম-ছাট করতে বলেন—সিজারের চুল ছিল খাটো!

ওয়ারেণ উইলিয়াম সবেমাত্র ইউনিভার্সাল ষ্টুডিওর "ডাক্তার মণিকা" নামক ছবিতে অভিনয় শেষ ক'রে এসেছেন, সুতরাং হাতে অন্য কোন ভূমিকা না থাকায় চুল ছাটতে তাঁর আপত্তি হ'ল না। কিন্তু হা দুর্দ্দৈব! চুল ছাঁটবার পরেই ইউনিভার্সাল থেকে তাঁর তলব এলো—কতকগুলি দৃশ্য retake করতে হবে।

খাটো চুলে "ডাক্তার মণিকার" অভিনয় হবে কেমন করে?—সে ভূমিকায় তার চুল যে বড় ছিল! বহু কষ্টে একটি পরচুল তৈরী করিয়ে ওয়ারেণ কোন রকমে কাজ সেরে হাঁফ ছেড়ে বাচলেন এবং বল্লেন—Nothing can be taken for granted in the films!

*

যাঁরা Big Parade দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয় সেই ছবির অভিনেতা কার্ল ডেন্-কে ভুলে যাননি। সাত বছর আগে অভিনেতাদের মধ্যে কার্ল

ডেন-এর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। সম্প্রতি সেই অভিনেতাটি আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর কাছে একটি ছোট্ট লিপি পাওয়া যায়,—তাতে লেখা ছিল, "ফ্রানসিস এবং অন্যান্য বন্ধুগণ! বিদায়।"

মৃত্যুর পর তাঁর কাছে এক কপর্দ্দকও ছিল না; কাজেই তাঁর মৃতদেহ মর্গ-এ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। কিন্তু সংবাদ শুনে তাঁর বন্ধুরা তাঁর যথাযোগ্য শেষ-কৃত্যের জন্য চাঁদা তুলতে লাগলেন এবং তাঁর পূর্ব্বতন ষ্টুডিও মেট্রো গোলডুইন মায়ার তাঁর সমাধির ব্যয়ভার বহন করলেন।

টকির প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কার্ল ডেনের নট-জীবনের অবসান ঘটে। মাইক্রোফোনে তাঁর কণ্ঠস্বর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে নি কাজে কাজেই তিনি কোন ষ্টুডিওতেই কাজ পান নি।

কিছুদিন তিনি একটি রেস্তোরা চালিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হয় নি। অতএব—

অর্থকষ্টই তাঁহার মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

অপরেশচন্দ্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

মনোমোহনবাবুর অধিকারে মিনার্ভা

নাট্যরথ স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩০৩ সালের শেষ দিকে গোপাল লাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইয়া ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় সাত বৎসর তিনি বিশেষ প্রতিপত্তির সহিতই ক্লাসিক থিয়েটার চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ১৩১০ সাল হইতে মিনার্ভা থিয়েটার তিন বৎসরের জন্য ভাড়া লইয়া ক্লাসিক ও মিনার্ভা উভয় থিয়েটারই পরিচালনা করিতে গিয়া তিনি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক গীতিনাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত বঙ্কিমচন্দ্রের হিরণ্ময়ী (যুগলাঙ্গুরীয়) ক্লাসিক থিয়েটারে সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়া অভিনীত হইতে থাকে। অমরবাবুর অভিনয়োপযোগী সেরূপ কোনও ভূমিকা ইহাতে ছিল না। তিনি এই সুযোগে মিনার্ভা থিয়েটার সুসংস্কৃত করেন এবং পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' নামক নূতন নাটকের জোর রিহার্স্যাল দিয়া ১৩১০ সাল, ২১শে কার্ত্তিক মিনার্ভার উদ্বোধন রজনী ঘোষণা করেন। 'রঘুবীর' ভূমিকা তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয়ের যথেষ্ট সুখ্যাতি বাহির হইলেও সেরূপ অর্থ সমাগম হইল না। নানারূপ চেষ্টা করিয়া এক বৎসর মিনার্ভা চালাইয়া লাভ হওয়া দূরে থাক্—তিনি ক্ষতি-গ্রস্তই হইলেন। মিতব্যয়ী তিনি কোন কালেই ছিলেন না, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও তিনি কিছুই রাখিতে পারেন নাই,—শেষটায় তিনি ঋণ-জালে বিশেষরূপ জড়িত হইয়া পড়েন। ভূতপূর্ব্ব মনোমোহন থিয়েটারের সত্বাধিকারী সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের নিকট হইতে অমরবাবু প্রায়ই ঋণগ্রহণ করিতেন। প্রথম প্রথম তিনি টাকা শোধ করিয়া দিতেন,—কিন্তু ক্রমশঃ টাকা বাকী পড়ায় ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। কথা ছিল, প্রত্যেক সপ্তাহে অমরবাবু থিয়েটার হইতে আড়াইশত টাকা করিয়া মনোমোহন বাবুকে ঋনপরিশোধ হিসাবে দিয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য পাওনাদারও ছিল, এজন্য তাহাও সব সপ্তাহে ঘটিয়া উঠিত না।

এই সময়ে ক্লাসিক থিয়েটারের ভাড়ার নিমিত্ত বেলচেম্বার সাহেবকে দুই হাজার টাকা দিবার প্রয়োজন হওয়ায় অমরবাবু বিশেষ বিব্রত হইয়া মনোমোহন বাবুকে টাকার নিমিত্ত পুনরায় ধরিয়া বসেন। মনোমোহন বাবুর তখন প্রায় দশ হাজার টাকা পাওনা হওয়ায় তিনি আর টাকা দিতে অসম্মত হন। অবশেষে ক্লাসিক থিয়েটারের স্বত্ব বিক্রয়ের খোস-কবলা লিখিয়া দিয়া অমরবাবু তাঁহার নিকট উক্ত টাকা গ্রহণ করেন। কথা থাকে, তিন মাসের মধ্যে এই কবলা রেজিষ্টী হইবে না। অমর-বাবু এই তিন মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে তবে রেজিষ্টী হবেই।

ক্লাসিক থিয়েটারের স্বত্ব বিক্রয়ের একে এই কঠিন সর্ত্ত, তাহাতে বৎসরাবধি মিনার্ভা থিয়েটার চালাইয়া লাভের পরিবর্ত্তে—ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। তাহার উপর মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী খুলনার উকীল ৺বেণীভূষণ রায় এবং জমীদার প্রিয়নাথ দাস ডিপোজিটের বাকী টাকার জন্য কড়া তাগাদা আরম্ভ করিলেন—সে টাকা না দিলে লিজ কাঁচিয়া যায়,—এই সঙ্কট অবস্থায় অমরবাবু মিনার্ভা থিয়েটারের বাকী দুই বৎসরের লিজ মনোমোহনবাবুকে হস্তান্তর করিয়া দিলেন। মনোমোহনবাবু ঐ লিজ পাইয়া বেণীভূষণবাবুদের পাওনা টাকা পরিশোধ করিয়া দিলেন এবং নিজের প্রাপ্য টাকা হইতে অমরবাবুকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের লেসি হইয়া মনোমোহনবাবু সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় চুণীলাল দেবকে থিয়েটার সাব্‌লিজ দিলেন। কথা হইল—চুণীবাবু তাঁহাকে ১৫০৲ টাকা করিয়া মাসিক ভাড়া দিবেন, এবং ভাড়ার টাকা সপ্তাহে সপ্তাহে দিয়া যাইবেন। মনোমোহনবাবুও একমাত্র রিহার্স্যাল ব্যতীত থিয়েটার-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধান করিতে থাকিবেন—এ নিমিত্ত তিনি থিয়েটারের ভাড়া ব্যতীত, সমগ্র বিক্রয়ের (Gross Sale) উপর শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন পাইবেন। হাইকোর্টের উকীল স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম-এ, বি-এল এই সম্প্রদায়ের আইন-আদালত সম্বন্ধে পরামর্শদাতা (Legal adviser) রূপে থাকিবেন,—ইহার জন্য ইনিও একটা কমিশন পাইবেন। মহেন্দ্রবাবু মনোমোহনবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু এবং চুণীবাবুর কুটুম্ব ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে রঙ্গালয়-পরিচালনায় ইনি বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

চুণীবাবু স্বয়ং অধ্যক্ষ এবং পরিচালক হইয়া মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সহিত একটা shareএর ব্যবস্থা করিয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গীয় মনোমোহন গোস্বামীর নূতন সামাজিক নাটক 'সংসার' মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়, নাটকখানি পাঁচ ফুলের সাজি হইলেও দর্শকগণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই সময়ে ক্লাসিক থিয়েটারে, মুসলমান-সম্প্রদায়ের উত্তেজনায় হঠাৎ 'সংনাম' নামে নূতন নাটক বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ক্লাসিক-প্রত্যাগত বহু দর্শক সমাগমে 'সংসার' বেশ জমিয়া যায়।

মিনার্ভায় অপরেশচন্দ্রের আগমন

শনিবারে 'সংসার' অভিনয়ে কতকটা আর্থিক স্বচ্ছলতা হইল এবং চুণীবাবুও সপ্তাহে সপ্তাহে মনোমোহনবাবুকে ঠিক ভাড়া দিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু রবিবার ও বুধবারে অতি সামান্য বিক্রয় হওয়ায় তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে মনোমোহনবাবু ইলিসিয়াম থিয়েটার হইতে অপরেশবাবুকে মিনার্ভা থিয়েটারে লইয়া আসেন। অপরেশবাবু লিখিয়াছেন,—"মনোমোহন বাবুর সঙ্গে থিয়েটারে আসিলাম। চুণীবাবুর সঙ্গে দেখা হইল, নবীন কর্ম্মীদের মধ্যেও অনেকে পরিচিত। নূতন দল গড়া হইতেছে—চুণীবাবুর উৎসাহ খুব; দলের লোকেরও উৎসাহ কম নহে। থিয়েটার যেন সকলেরই ঘর-বাড়ী। অনেকের আহারাদির ব্যবস্থাও সেইখানেই; দিনরাত রিহার্স্যাল চলে। দৃশ্যপটাদি আঁকা হইতেছে। থিয়েটারের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত পূর্ণ উদ্যমেই চলিতেছে। চোর চায় ভাঙ্গা

বেড়া, আমিও সহজেই এই দলে ভিড়িয়া গেলাম। প্রায় বার বৎসর যে আশা অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতাম, দেখিলাম সে আশা ফলবতী হইবার সুযোগ সম্মুখে। দিন রাত্তির অধিকাংশ সময়ই থিয়েটারে থাকি, যখন যে কাজের প্রয়োজন হয়, করি। এই সময় স্বর্গীয় মনোমোহন গোস্বামীর নাটক অভিনয় হইত। গোস্বামী মহাশয়ের নাটক লিখার এই প্রথম উদ্যম। রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতা, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলাও মাঝে মাঝে প্রোগ্রামের মধ্যে থাকিত। থিয়েটার চলিতেছে, কিন্তু বিক্রয় সুবিধার নয়। সকলেরই চিন্তা, কি করিলে বিক্রয় বাড়ে।"

(ক্রমশঃ)

সঙ্কলন

রবীন্দ্রনাথ

(শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত)

পৃথিবীতে কখন কচিৎ এমন মানুষ জন্মে যাঁর প্রতিভা
বিস্ময়। মনে হয় প্রজাপতি নিজের বিভূত একবার
রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য এই রকম একটি পর
ও বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশে কোন্ মাটির রস
বাতাসের আবেষ্টনে এমন প্রতিভার জন্ম ও বিকা
কালের ঐতিহাসিকেরা সে তত্ত্বের অনুসন্ধান ক'
দেখছি সে প্রতিভা তার জন্মের পারিপার্শ্বিককে
সভ্যতাকে রসপুষ্ট করছে; চিরদিনের মানুষের জ
উৎস সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি। তিনি নিজে বলেন তাই
পরিচয়; আর যা কিছু হয় অবান্তর নয় আনুষঙ্গিক
কাব্যসাহিত্যের জন্ম দিয়েছে তার লোকোত্তর মাধু
ঐশ্বর্য্য পাঠককে রসের অমৃতলোকে পৌঁছে দেয়
নির্ব্বাক করে। নর-নারীর চিত্তের সমস্ত ভাবধা
ঝঙ্কার তুলেছে। মানুষের জীবনযাত্রার সাধারণ
সহজ অনুভূতি তাদের তুচ্ছতা ও ক্ষণিকতা পরিহ
সৌন্দর্য্যের নিত্যলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাইরের
বিরাট রহস্য ও জটিলতা, তা-ও তাঁর কাব্যে লাভ
মূর্ত্তি। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণীকে ভালোবেসেছেন।
আকাশ সমুদ্র, এর নদী পর্ব্বত. এর অরণ্য ও শ

সৌন্দর্য্যের যে অঞ্জন লেগেছে তাঁর প্রাণে ভাবের যে বাঁশী বাজিয়েছে তা তাঁর কাব্যে রূপ ও রসের যে মূর্ত্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে তার তুলনা নেই। অকৃপণা প্রকৃতি নিজের ঐশ্বর্য্য উজাড় ক'রে রবীন্দ্রনাথকে গড়েছে। প্রকৃতির সে দান তিনি ফিরে দিয়েছেন। তাঁর তুল্য 'লিরিক' কবি পৃথিবীতে আর জন্মেছে ব'লে মনে হয় না। তাঁর কাব্যের পাশে অনেক শ্রেষ্ঠ 'লিরিক' কবির কাব্য মনে হয়। বিটহোফেনের 'সিম্ফনির' পাশে একতারার বাজনা। মানুষের মনের একটি দুটী তারে তিনি ঝঙ্কার তোলেন নি, সমস্ত হৃদয়কে তিনি বাজিয়েছেন।

কাব্যের স্বর্গ থেকে বুদ্ধি ও চিন্তার মাটিতে নেমেও দেখি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেখানে যে বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি ক'রেছে তার বৈচিত্র্য গভীরতা সকল দেশের সাহিত্যেই দুর্লভ। সরসতার কথা না-ই তুললুম। তাঁর সামান্য লেখাও, মহাশিল্পীর তুলির দু একটা টানে, শুধু বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাজীবী লেখকদের লেখা থেকে নিজের ভিন্নগোত্র জানিয়ে দেয়। সাহিত্যের কোন প্রদেশ তাঁর দানে ঐশ্বর্য্যশালী নয়? ভাষা ও সাহিত্য-সমালোচনা, শিক্ষা ও ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি, ইতিহাস ও জীবনী, ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ—এ সবই তাঁর চিন্তার আলোতে উজ্জল হ'য়েছে। প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে তাঁর স্থান পৃথিবীর মহাশক্তিশালী প্রবন্ধকারদের মধ্যে।

শুধু বাণীই তাঁকে বরণ করে নি। সুরের তিনি রাজা। নাট্যশিল্পে

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক লৌকিক জীবনে এই দাবী কখনও সম্পূর্ণ স্বীকার করতে পারেন না। তাঁদের সৃষ্টির ও নিষ্কাম জ্ঞানের প্রতিভা তাঁদের মনকে যে-দিকে উন্মুখ করে, সে মুখ ঘোরান তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের সমাজ তাঁদের প্রতিভার দান মাথা পেতে নিয়ে সমস্ত ত্রুটিকে উপেক্ষা করে। মানুষ বোঝে তাঁদের একদিকের অসাধারণ প্রাচুর্য্য তাঁদের আর সমস্তদিকের রিক্ততাকে পূরণ ক'রে বহুগুণ ছাপিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই রিক্ততার লেশ কোথাও নেই। রসস্রষ্টা কবি তাঁর ভাব ও কর্ম্মকে দুর্ব্বল ও পঙ্গু করেন নাই। প্রকৃতি যে প্রতিভার অজস্রত্ব তাঁকে দান করেছে মহাকবির বিশাল রসসৃষ্টিও তাকে নিঃশেষ করে না। প্রতিভার সৃষ্টিতে শক্তির যে অপরিমিত ব্যয় তা স্বভাবত আসে জীবনের আর সব অংশ থেকে সরিয়ে এনে শক্তিকে এক কেন্দ্রে প্রবল ক'রে। রবীন্দ্রনাথের তা প্রয়োজন হয় নি। তাঁর মধ্যে প্রতিভার যে অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে কোনও দিকে অজস্র ব্যয়ের জন্য অন্য দিকে তার সংকোচ ঘটাতে হয় না। স্বদেশ ও মানব-সমাজের দুর্দ্দশা ও আশা রবীন্দ্রনাথকে কর্ম্মে রত করেছে। মনে হয় যেন কত স্বাভাবিক! তাঁর মত মহাকবি ও মহাশিল্পীর পক্ষে এ কর্ম্মপ্রচেষ্টা যে কত অসাধারণ তা ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু এর অসাধারণত্বের কথা সচরাচর আমাদের মনেই হয় না। এমনি সহজে তাঁর প্রতিভার বিরাটত্ব আমরা মেনে নিয়েছি। দেশের লোক যে তাঁর কাছে নানা অসম্ভব আশা করে, এবং দাবী পূরণ না হওয়ায় বিরক্ত হয় তারও মূল এইখানে। তার প্রতিভার উপর আমাদের ভরসার অন্ত নেই।

দেশ ও জাতির গণ্ডী সরিয়ে মানুষে মানুষে মৈত্রীর বাণী যাঁরা প্রচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে একজন প্রধান। কালকের না হোক তার পরদিনের পৃথিবী এ বাণীকে স্বীকার করবে। সেদিনকার মানব সমাজ কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথকেও প্রীতির অঞ্জলি দেবে।

মানব সভ্যতার রসের আনন্দ ভাণ্ডার তিনি দানে পূর্ণ ক'রেছেন; চিন্তার জগৎ তার প্রতিভার আলোতে উজ্জল; বিশ্বমানবের মৈত্রীবন্ধন তার কর্ম্মের লক্ষ্য। মানব সমাজের উপর তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাদ। রবীন্দ্রনাথকে জন্ম দিয়ে বাঙ্গলাদেশ ধন্য হ'য়েছে। তার শুভ সপ্ততিতম জন্মোৎসবে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করছি।

(বিচিত্রা, ১৩৩৮)

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ
২২শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

১৪ই আষাঢ়
১৩৪১

কলালাপ

কবি কেন কাব্য রচনা করেন, গীতী কেন গীত গান, নর্ত্তক কেন নাচতে চান, চিত্রকর কেন চিত্র লেখেন এবং নট কেন মঞ্চে দেখা দেন?

*

এই যে নীল লাল সাদা হল্‌দে রঙের সমারোহ নিয়ে ফুলেরা মনোমোহন সভা বসিয়েছে, অসীম গগন-মহলে ইন্দ্রধনু-তোরণে সৌন্দর্য্যের পতাকা উড়ছে, এই যে জীবনযুদ্ধের বিচিত্র কোলাহলে পৃথিবী মুখর হয়ে উঠছে, হৃদয়ের কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মের সঙ্গে বেধেছে অধর্ম্মের সংঘাত, অন্তঃপ্রকৃতির ও বহিঃপ্রকৃতির এই জীবন্ত বিপুলতা আমাদের কাছে সমগ্রভাবে বিদ্যমান থাকতে কবির কাল্পনিক কাব্যের ও চিত্রকরের নিশ্চল-নীরব চিত্রের কী প্রয়োজন? আষাঢ়ে বৃষ্টি-বালার চুট্‌কী তালে তালে শুনছি নবীন কেকা-রাগিণী, বিজন শৈল-মহলে গেলে শুনি নির্ঝরের ঝর্ঝর-তান, নিদাঘ-নিশীথে পূর্ণিমার আসরে জাগে পাপিয়া-গীতি, বসন্তের শ্যামল বীণার মর্ম্মর-ছন্দের সঙ্গে ওঠে কোকিল-কুহু আর প্রভাতী আলো-বেণুর সঙ্গে আসে দোয়েল-শ্যামার সুর, এর পরেও গায়করা আবার গান শোনাতে চান কেন? প্রপাত ও মহাসাগরের তাণ্ডব এবং তটিনীর লাস্য তো নিত্যই দেখছি, তার উপরেও নর্ত্তকের আবার নাচবার সখ হয় কেন? এবং এই ধরণীর নাট্যশালায় সর্ব্বদাই জীবন-নাটকের হাসি ও অশ্রু যে বাস্তব অভিনয় করছে, কৃত্রিম রঙ্গমঞ্চের অভিনেতারা তা দেখেও কি তুষ্ট হ'তে পারেন না?

*

এ-সব কথার জবাব দেবার আগে আমরা অনেকবার যে-কথা বলেছি, আর একবার সেই কথাই বলব। কবি, গীতী, নর্ত্তক, চিত্রকর ও নট প্রভৃতি সকলকেই আর এক নামে ডাকা যায়,—শিল্পী। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া আর সব সময়েই শিল্পী বলতে এঁদের সকলকেই বুঝায়। সকলেরই কাজ একটিমাত্র জিনিষ নিয়ে এবং সে-জিনিষটি হচ্ছে, রস। কবির শ্লোক, গীতীর সুর, নর্ত্তকের দেখ-রেখা, পটুয়ার তুলির টান এবং নর্ত্তকের কণ্ঠস্বর ও ভাবাভিব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে ও উপাদানে ঐ এক রসরূপকেই ফুটিয়ে তুলতে চায়। অতএব এখানে আমরা যখনই শিল্পীর নাম করব, তখনই উপর-উক্ত সকলেরই কথা ধরব, এইটুকু সকলেই যেন মনে রাখেন।

*

বাস্তব জগৎ ও আর্টের জগতে আসলে কোন মিল নেই,—কারণ বাস্তব জগৎ কৃত্রিম নয়, কিন্তু আর্টের জগৎ কৃত্রিম। শিল্পী হচ্ছেন স্রষ্টা। দৃশ্যমান জগৎ শিল্পীর আবির্ভাবের আগেই সৃষ্ট হয়েছে, তাই স্বাভাবিক হ'লেও তার দিকে শিল্পীর প্রাণের টান নেই,—অথচ নব নব সৃষ্টি করবার জন্যে তাঁর চিত্ত আগ্রহে অধীর। এই আগ্রহ নিবারণের জন্যেই শিল্পী তাঁর কৃত্রিম জগৎকে যুগে যুগে নব নব রূপ দিয়ে নূতন ক'রে সৃষ্টি করছেন। আর্টের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যাঁরা 'বস্তুতন্ত্রতা' বা 'স্বাভাবিকতা'র নাম নিয়ে সিংহনাদ করেন, তাঁরা ভুল করেন। ঐ ধুয়ো ধ'রে Zolaর যুগে ফরাসী দেশে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা বস্তু-তন্ত্র হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশেষরূপে স্মরণীয় আর্ট হ'তে পেরেছিল কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ তার কুফল দেখে শেষটা Naturalistরা নিজেরাই Naturalism-এর পক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। Anatole France পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, "Naturalism is finished." Huysmans বললেন, "We are doue with Naturalism. In every direction···Masturbation has been novelized. Belgium has given us an epic of Syphilis. I believe that in the realm of pure scientific observation we may as well stop here." বস্তুতন্ত্রতার প্রধান পাণ্ডা Zola পর্য্যন্ত মানলেন, "Naturalism finished? ...Possibly." Zolaর মধ্যে প্রতিভা ছিল, তারই প্রসাদে তিনি ভুল পথে

"নিউ থিয়েটার্সে"র নতুন ছবি
'মহুয়া'র একটি দৃশ্য

চ'লেও স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পদ্ধতিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (ফ্রান্সে বিলুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু বাংলাদেশের নবীন সাহিত্যিকরা এই সেকেলে পদ্ধতিকে নতুন ক'রে অবলম্বন করবার জন্যে আজকাল আবার বিশেষ চেষ্টা করছেন!)

*

La Faute de l'Abbe Mouret একখানি বস্তুতন্ত্র ফরাসী উপন্যাস। একটি উদ্যানের বর্ণনায় তার ছশো পাতা ভ'রে গেছে! সে বর্ণনা নিশ্চয়ই খুব স্বাভাবিক, কিন্তু তা আর্ট নয়। চোখের সামনে যা দেখছি তার নিখুঁৎ বর্ণনা দেওয়াই শিল্পীর ধর্ম্ম নয়, কারণ সে কাজ অনেকেই পারে। চোখের সামনে যা দেখছি তাকেই অবলম্বন ক'রে, চোখের সামনে যা দেখছি না সেই বৃহতের আভাস দেওয়াই শিল্পীর কাজ। William Blake-এর ভাষায়, আসল শিল্পীর ধর্ম্ম হচ্ছে—

> "To see a World in a grain of sand
> And a Heaven in a wild flower,
> Hold Infinity in the palm of your hand
> And Eternity in an hour."

"যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" হচ্ছে নকলনবীসের কাজ, তার মধ্যে যত স্বাভাবিকতাই থাক্ নকলনবীসকে কেউ কলাবিদ বলবে না।

*

আমরা পাহাড় দেখি এবং নীলাকাশের পটে আঁকা সেই তরুশ্যামল, মেঘ-ছোঁয়া শৈলচূড়া দেখে খুসি হই, তার বেশী আর কিছু নয়। কিন্তু Byronএর কাছে সেই পাহাড় খালি পাহাড়ই থাকবে না, কারণ তাঁর কাছে "High mountains are a feeling"! পাহাড়ের বুক থেকে নির্ঝরের ধারা ঝর্‌তে আমরা অনেকেই দেখেছি, কিন্তু আমাদের কাছে নির্ঝর হচ্ছে জলের ধারা মাত্র। অথচ শিল্পী সেই নির্ঝরকে দেখেই তার মধ্যে জীবন্ত আত্মা খুঁজে পেলেন এবং রচনা করলেন অপূর্ব্ব কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"! কুমোরের বাড়ীতে হাঁড়ি-কল্‌সী কিনতে সকলেই যায়, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখবার বা ভাববার কিছুই পায় না। অথচ ওমর খৈয়াম সেখানে গেলে শুনতে পান যে, হাঁড়ি-কল্‌সীরা জ্যান্ত হয়ে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে গভীর আলোচনা করছে। আর্ট ইস্কুলের একজন ছাত্রকে যদি Balzacএর মূর্ত্তি গড়তে দেওয়া হ'ত, তাহলে সে মানুষ Balzacএর অবিকল প্রতিমূর্ত্তিটি নিশ্চয়ই গড়তে পারত। কিন্তু Rodin যে Balzac-এর মূর্ত্তি গড়লেন, তা সম্পূর্ণও নয়, সেই অমর ঔপন্যাসিকের নিখুঁৎ প্রতিমূর্ত্তিও নয়! "It is Balzac, but it is more than Balzac; it is the genius and the work of Balzac; it is the 'Comedie Humaine, It is Seraphita and Vautrin and Lucien and Valerie; it is the energy of the artist and the solitude of the thinker and the abounding temperament of the man" প্রভৃতি। (Studies in Seven Arts: By Arthur Symons.) সাধারণ লোক একটু-আধটু আঁকতে জানলে যে-নিসর্গচিত্র আঁকবে, তার গাছ হবে হয়তো ঠিক স্বাভাবিক গাছেরই মত, নদীটি হবে ঠিক স্বাভাবিক নদীরই মত; কিন্তু Claude, George Moreland, Turner বা Corot নিসর্গচিত্র আঁকতে বসলে কেবল নিত্যদৃষ্ট গাছপালা, আকাশ, মেঘ, পাহাড়, নদী বা সমুদ্রই আঁকবেন না, কারণ "characterisation of Nature"-এর দিকেই থাকবে তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃতির সর্ব্বত্র সঙ্গীতের শত তানের সঙ্গে মানুষের গানের প্রভেদ কোথায়? Schopenhauer বলছেন, শিল্পী গায়ক "reveals the innermost essential being of the world, and expresses the highiest wisdom in a language his reason does not understand." আমরা কোকিল-শ্যামা পুষি কেবল কোকিল-শ্যামার অর্থহীন সুরের জন্যে, শিল্পীর গানের মতন তার মধ্যে ঐ "inmermost essential being of the world" থাকে না।

*

মধুপ যেমন ফুলে ফুলে মধু চয়ন করে, শিল্পীও তেমনি বেছে বেছে বিশ্বের অনন্ত দৃশ্যাবলীর ভিতর থেকে বিচিত্র ভাবের মাধুর্য্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁর উদার স্পর্শে সমস্তই মধুময় হয়ে ওঠে। সাধারণ দৃষ্টি যেখানে দেখে কেবল গাঢ় অন্ধকার, সেখানেও আলোকের বার্ত্তা শুনতে পান শিল্পীরা। তাঁরা বলবেন—

> "There is a pleasure in the pathless woods,
> There is a rapture on the lonely shore,
> There is a society, where none intrudes,
> By the deep Sea, and music in its roar."

শিল্পী পান ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, ধূলোর ভিতরে সোনা এবং বিপুল, কঠোর কোলাহলের মধ্যে সেই অনির্ব্বচনীয় মৌনতা, বিশ্বের আত্মা নিশিদিন যার নির্ব্বাক্ ধ্যান করছে! এইজন্যেই পৃথিবীর বাস্তব দুঃখ-শোকে মানুষ যত কাতরই হোক্, আর্টের দুঃখ-শোকের মধ্যেও সে পরম আনন্দকেই লাভ করে। শিল্পীরা বস্তুতান্ত্রিক নন, তাঁরা হচ্ছেন ঐন্দ্রজালিক, কাল্পনিককে বাস্তবিক ক'রে তাঁরা বাস্তবের কদর্য্যতা ও নির্দ্দয়তাকে সহনীয় ও সুন্দরতর ক'রে তোলেন। পৃথিবীর ভাষায় যা-কিছু কাল্পনিক তাইই হচ্ছে অসত্য; কিন্তু শিল্পীর ভাষায় এই অসত্যই হচ্ছে পৃথিবীর সব সত্যের চেয়ে বড় সত্য! এবং এই কারণেই অকৃত্রিম বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে কৃত্রিম শিল্পীদের অবাস্তব সাধনা আমরা সাগ্রহে দেখতে চাই। তাঁদের সাধনা যে কঠিন বাস্তব জগৎ থেকে মুক্তিলাভের সাধনা!

*

শিল্পী মিথ্যাকেও যে কত-বড় সত্য ক'রে তুলতে পারেন এবং মিথ্যা দুঃখ সৃষ্টি ক'রে আমাদের চিত্তকে সত্যসত্যই কতখানি বিচলিত ক'রে তুলতে পারেন, তা যদি জানতে চান তবে Balzacএর সেই আশ্চর্য্য গল্পটি পড়ুন, যার মধ্যে দেখানো হয়েছে মানুষের সঙ্গে এক বাঘিনীর প্রেম! ... ... বাঘিনীর প্রেম মানুষের সঙ্গে? এ কথা কিছুতেই আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না? কিন্তু ঐ গল্পটি পড়বার পর এমন অসম্ভবও আপনার কাছে আর অসত্য ব'লে মনে হবে না! যারা বস্তুতন্ত্রতার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরে, বাস্তব জগতে কোনদিন কি তারা দেখবার আশা রাখে যে, মানুষের জন্যে বাঘিনীর প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে? শিল্পীও বস্তুতান্ত্রিক হ'লে এটা দেখাতে পারতেন না এবং শিল্পী বস্তুতান্ত্রিক হ'লে তাঁর আর কৃত্রিম আর্টের সাধনা করবার দরকারও হ'ত না,—কারণ বৃহত্তর বিশ্বে বস্তুতন্ত্রতার যে সজীব রূপ আমাদের চারপাশেই অহরহ ফুটে উঠছে, আমাদের আঘাত করছে, ব্যথা দিচ্ছে, ব্যাকুল ক'রে তুলছে, তথাকথিত অনুকারী, স্বাভাবিক আর্টের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে অধিকাংশ স্থলেই আহত ও পঙ্গু অবস্থায় কে আবার সেই বাস্তবতার ক্ষীণ প্রাণহীন অনুকরণ দেখতে চাইত? শিল্পীরা বস্তুতন্ত্রতার গোলাম নন ব'লেই আজ বাস্তব জগতে সকলেই তাঁদের প্রার্থনা করছে। শিল্পীরা হচ্ছেন কল্পলোকের ভগবান,—তাঁরা হচ্ছেন স্রষ্টা, ইঙ্গিতে নব নব জগৎ সৃষ্টি করেন। এই নব নব সৃষ্টির জন্যেই শিল্পীর সার্থকতা। ফুল যত সুন্দরই হোক্ তার রূপ কি-রকম